

# ইসলামের ইতিহাস ও সংক্ষিতি ১ম পত্র

## অধ্যায়-৫: আব্বাসি খিলাফত

**প্রম ১** বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের অধিকারী প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেন বিভিন্ন গুণাবলির অধিকারী হলেও তার মধ্যে প্রবল সন্দেহপ্রবণতা ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য অনেক ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানীকে তিনি নির্মমভাবে সরিয়ে দেন। আসলে ইরাকের জাতিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জাতিগত বিষয়ে, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আক্ষুচিত তাকে কঠোর হতে বাধা করেছিল। সাদাম হোসেন বিভিন্ন কৌশলে শতধাবিভুত ইরাকিদের একত্রিত করে দীর্ঘমেয়াদি শাসন কায়েম করতে সক্ষম হন।

জ. লে. ১৭/

ক. 'আল-মনসুর' শব্দের অর্থ কী?

খ. খিলাফা আল-মনসুর নামে দূরদৃশী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যা উদ্দীপকে বর্ণিত সাদাম হোসেনের চেয়ে অধিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

খ. আল-মনসুর বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানীর প্রতি আচরণ খিলাফা আল-মনসুরের কোন কর্মকাণ্ডের অনুরূপ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দীর্ঘমেয়াদি শাসন কায়েমে সাদাম হোসেনের চেয়ে আল-মনসুর আরও দূরদৃশী ছিলেন— উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

জ. লে. ১৮/

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আল-মনসুর শব্দের অর্থ 'বিজয়ী'।

খ. প্রশাসনিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় করার জন্য খিলাফা মনসুর বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

বাগদাদ দজলা (টাইগ্রিস) নদীর পশ্চিম তীরে মনোমুদ্রকর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। এটা ছিল সুস্বাস্থ্যকর, সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে এবং অধিকতর নিরাপদ স্থান। নদীর তীরে অবস্থানের ফলে এ নগরীর সাথে নৌপথে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ সহজতর ছিল। এছাড়া এখান থেকে বহির্বিষ্ণের এমনকি সুদূর চীনের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর হয়েছিল। তাছাড়া এতে আন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি সাফল্যেরও সন্তোষবন্ন ছিল। এসব কারণে খিলাফা মনসুর বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানীর প্রতি আচরণ আব্বাসি খিলাফা আল-মনসুরের হয়রত আলী (রা)-এর বংশধরদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অনুরূপ।

হয়রত আলী ও ফাতিমার বংশধরগণ আব্বাসি বংশের উত্থানের সময় যথাসাধ্য সাহায্য করলেও খিলাফা মনসুর তাদেরকে সুনজারে দেখেননি। আলীর বংশধরদের ওপর জনসাধারণের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য খিলাফা মনসুর বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেন এবং তাদের ক্ষেত্রে সাধনে তৎপর হন। খিলাফা মনসুরের এই হিস্তি কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেনের মধ্যেও লক্ষণীয়।

সাদাম হোসেন বিভিন্ন গুণাবলির অধিকারী হলেও তার মধ্যে প্রবল সন্দেহ প্রবণতা ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য অনেক ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানীকে তিনি নির্মমভাবে সরিয়ে দেন। খিলাফা মনসুরের ক্ষেত্রেও এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়। উমাইয়াদের পতনের পর ইমাম হাসানের প্রপৌত্র মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণের ন্যায়সংগত অধিকারী ছিলেন। এ কারণে আলী ও ফাতেমীয় বংশের লোকদের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠানী মনে করে মনসুর তাদের ওপর অক্ষম নির্ধারণ চালান। ফলে মুহাম্মদ ও তার ভাই ইত্তাহিম মদিনা ও বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু খিলাফা মনসুরের ভ্রাতৃশূত্র তাদেরকে পরাজিত করে নির্মমভাবে হত্যা করেন। খিলাফা মনসুর মদিনায় বসবাসরত ইমাম হাসান (রা) ও তুসেন (রা)-এর পরিবারবর্গের সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এমনকি সুফিসাধক ইমাম জাফর সাদিক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেন। সুতরাং দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানীর প্রতি সাদাম হোসেনের আচরণ খিলাফা মনসুরের আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারকেই মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেন ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানীদের নির্মমভাবে সরিয়ে দেন। তিনি অনেক কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইরাকের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। তার এ দিকগুলো খিলাফা আল-মনসুরের গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তবে খিলাফা মনসুর একেত্রে আরও বাস্তবধর্মী ও দূরদৃশী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আব্বাসি শাসক আল-মনসুর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিরোধিতার মূল্যেও প্রতিষ্ঠিত করে তার বংশকে শত্রুমুক্ত করেন। প্রশাসনিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তিনি ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে দামেস্ক থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি দজলা নদীর পশ্চিম তীরে ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার দিবাহাম বায় করে সুন্দর ও সুপরিকল্পিত বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া সামরিক শক্তি যে সাম্রাজ্যের মূলভূতি— এ সত্যকে অনুধাবন করে আল-মনসুর একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শক্তিশালী নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। এছাড়া জান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তিনি উদার ছিলেন। তার রাজত্বকালে গণিতশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের উন্নয়নে তিনি নানাবিধি-পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বহু নগর, সরাইখানা, রাজপথ ও চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। এভাবে আল মনসুর খিলাফতে একটি নতুন সভ্যতার সূচনা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, খিলাফা আল মনসুর তার সকল প্রতিষ্ঠানীকে হত্যা ও দমন করার মাধ্যমে নিজ বংশকে নিষ্কল্পক করে আব্বাসীয় শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ পদক্ষেপে উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্যোগের থেকে অধিক দূরদৃশিতা ছিল।

**প্রম ২** হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার তার গ্রামে নিজ উদ্যোগে একটি বিশাল পাঠাগার গড়ে তোলেন। সেখানে প্রতিদিন প্রচুর পাঠক সমাবেশ হয়। তিনি বিভিন্ন ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির বাংলা অনুবাদ ও গবেষণার ব্যবস্থা করেন। দেশি-বিদেশি বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সহযোগিতায় পাঠাগারটি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে।

জ. লে. ১৯/

ক. বুরান কে ছিলেন?

খ. ভাতুমুন্দু আমিনের পরাজয়ের একটি কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাঠাগারের সাথে আব্বাসি খিলাফতের কোন প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের পাঠাগারটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি আংশিক বৃপ্মাত্র— উক্তিটির সভ্যতা যাচাই করো।

ক. বুরান ছিলেন আব্বাসি খিলাফা মামুনের ঝী এবং প্রধানমন্ত্রী হাসান বিন সাহলের কল্যান।

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বুরান ছিলেন আব্বাসি খিলাফা মামুনের ঝী এবং প্রধানমন্ত্রী হাসান বিন সাহলের কল্যান।

**৬** ড্রাতৃত্বস্থে আমিনের পরাজয়ের একটি কারণ হলো তার চারিক্তিক দুর্বলতা ও কুশাসন।

আমিনের ব্যক্তিগত চরিত্রই মূলত তার পতনের জন্য দায়ী। তিনি রাজকার্য উপেক্ষা করে হেরেমের আমোদ-আহলাদে মন্ত থাকতেন। ফলে তার নিষ্ঠুর ও উপর্যুক্ত উজির ফজল-বিন-রাবি রাজ্যের সর্বেসর্বী হয়ে উঠেন। তার উচ্ছৃঙ্খল শাসনে আমিন প্রজাসাধারণের সহানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হন। অপরপক্ষে আমিনের সুযোগ ভাই মামুনের শাসনে প্রজাগণ পরম সুখ ও শান্তিতে বসবাস করছিল। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মামুনের নিকট অযোগ্য ও বিলাসপ্রিয় আমিন ক্ষমতার ছন্দে হেরে ঘাওয়াটাই বাড়াবিক ছিল।

**৭** উদ্দীপকে উচ্চিত পাঠাগারের সাথে আক্রাসি খিলাফতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান বায়তুল হিকমা মিল রয়েছে।

আক্রাসি খিলাফত আল মামুনের নির্মিত বায়তুল হিকমা ছিল আক্রাসিদের গৌরবোজ্জ্বল মুগের অন্যতম প্রতীক। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠানিক বৃপ্ত প্রদানের জন্য তিনি ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে এই জগত্বিদ্যাত প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করেন। জ্ঞান বিকাশের জন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বৃত্তে এই তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। উদ্দীপকেও আমরা এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হেমায়েত উদ্দিন তালুকদারের প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটি গ্রামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ভাষার বইয়ের বাংলা অনুবাদ ও গবেষণা বিদ্যোৎসাহী মানুষদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এ প্রতিষ্ঠানের মতোই আক্রাসি খিলাফত আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ ও গবেষণা কাজে বিশেষ অবদান রাখে। শ্রীক, সংস্কৃতি, পারসিক, সিরীয় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির অনুবাদ কার্যকে সৃষ্টিভাবে পরিচালনা করার জন্য তিনি এটি নির্মাণ করেন। এতে তিনটি বিভাগ ছিল, যথা— গ্রন্থাগার, মিলনায়তন ও অনুবাদ কার্যালয়। দুনায়ন ইবনে ইসহাক নামক একজন সুপণ্ডিতকে এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এ অনুবাদক সে আমলের সর্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত ও সর্বাপেক্ষা মহান ছিলেন। তার চেষ্টায় এরিস্টটল, গ্যালিলিও, প্রেটো প্রমুখ পণ্ডিতের গ্রন্থ অনুদিত হয়ে আরবি সাহিত্যের মারফত দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের পাঠাগারটিতে বায়তুল হিকমা কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে।

**৮** খিলাফা আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে বহুমূল্যী অবদান রেখেছে, যার আধিক্য কাজের প্রতিফলন উদ্দীপকের পাঠাগারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যীয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, হেমায়েত উদ্দিন তালুকদারের প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চৰ্তা ও গবেষণাকর্মে অবদান রাখতেও সরকারি প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় নতুন নতুন পরিষেবায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে এটি বিশেষ উন্নতি সাধন করতে পারছে না। এছাড়া এটি ছিল একটি গ্রাম্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। অপরপক্ষে খিলাফা মামুন প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা ছিল একটি বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। যার ফলে গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্তা ও সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এটি বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। আর এ কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে উদ্দীপকের সংস্থার চেয়ে বায়তুল হিকমা অনেক বেশি অবদান রাখে।

মামুনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এই সংস্থাটি এথেস, আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া, এশিয়া মাইনরসহ অনেক স্থান হতে বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে তাদের আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করে। এতে প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এরিস্টটল ও প্রেটোর পুস্তকগুলো এবং গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ মনীষীদের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুদিত হয়। এতে অনুবাদকারীদেরকে গ্রন্থের ওজনে স্বর্গমুদ্রা পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। এ সকল অনুবাদকের সাহায্যে বায়তুল হিকমা গ্রিক পণ্ডিতগণের আজীবনের সাধনা ও গবেষণার ফলাফল ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ইউরোপ যখন গ্রিক চিত্রা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন আরবে এ মহান কার্য সম্পাদিত হয়। বস্তুত মুসলিমানগণ অনুবাদের দ্বারা এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যাত পণ্ডিতদের গবেষণা রক্ষা না করলে পৃথিবী হতে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যেত। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, বায়তুল হিকমা শুধু প্রাচীন সভ্যতার ধারকই নয়, এটি ছিল ইউরোপে নবজাগরণ সৃষ্টিরও মূল কারণ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আক্রাসি খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বায়তুল হিকমা অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে, যার তুলনায় উদ্দীপকের পাঠাগারের অবদান অতি নগণ্য।

**প্রমাণ ৩** সেতু আক্রাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাহিনি পড়ছিল। নতুন খিলাফতের প্রথম আমির নির্বাচিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকেই এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। খিলাফত লাভের প্রেপরেই তিনি তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এর পর তিনি নিরব্রত 'X' কে নির্মতাবে হত্যা করেন। এছাড়াও তিনি পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বহু লোককে কারাবুন্ধ করেন। তাঁর পৌরবময় কীর্তি হলো একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা, যা ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী। তাঁর নাম অনুসারে এই নতুন নগরীর নামকরণ করা হয়।

১. বাগদাদ নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

২. বায়তুল হিকমা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

৩. সেতুর পঠিত ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আক্রাসি খিলাফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

৪. উদ্দীপকে সেতুর পঠিত আমিরের চেয়ে তোমার পঠিত আমির অধিক কৃতিত্বের দাবিদার— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩২. প্রশ্নের উত্তর

**১** আক্রাসি খিলাফা আবু জাফর আল মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

**২** আক্রাসি খিলাফা আল মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা জ্ঞানগৃহ হলো বায়তুল হিকমা।

বায়তুল হিকমা শব্দের অর্থ জ্ঞানগৃহ। খিলাফা আল মামুন ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বিভাগ এ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সুপণ্ডিত হুনায়ন বিন-ইসহাক এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি, পল প্রমুখ মনীষীদের প্রাচীন গ্রন্থাবলি অনুবাদ করা হতো এবং অনুবাদকারীকে গ্রন্থের ওজনে স্বর্গমুদ্রায় পারিশ্রমিক প্রদান করা হতো।

**৩** উদ্দীপকের সেতুর পঠিত কাহিনির সাথে আমার পঠিত আক্রাসি খিলাফা আবু জাফর আল মনসুরের সাদৃশ্য রয়েছে।

আবুল আক্রাস আস-সাফাহাহ আক্রাসি বংশের প্রথম খিলাফা ছিলেন, তবুও আবু জাফরকেই এ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কেননা তিনি অদ্য সাহস, দুরদর্শিতা ও কৃটনৈতিক প্রজার দ্বারা অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের সব বিদ্রোহ দমন করে আক্রাসি খিলাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর অধিষ্ঠিত করেন। তিনি তার চাচা আবুল্যাহ ইবনে আলীর বিদ্রোহ দমন ও আবু মুসলিমকে হত্যা করেন। এভাবে যাবতীয় বিদ্রোহ দমন করে তিনি আক্রাসি রাজবংশের স্থায়িত্ব বিধান করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসক আক্রাসি খিলাফতের প্রথম আমির না হয়েও এ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচিত। তিনি তার চাচার বিদ্রোহ, পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন এবং একটি সম্প্রদায়ের ২০০ লোককে কারাবুন্ধ করেন। এছাড়া নিজের নামে একটি নগরীও প্রতিষ্ঠা করেন। অনুবৃত্তভাবে খিলাফা আবু জাফর আল মনসুর তার চাচা সিরিয়ার শাসনকর্তা আবুল্যাহ ইবনে আলীর বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি আবু মুসলিম খোরাসানিকে নির্মতাবে হত্যা করেন। আর এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে খোরাসান ও পারস্যবাসীরা বিদ্রোহ করলে “তিনি তাদেরকেও কঠোর হত্যে দ্বন্দন করেন। রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খিলাফাকে আঘাত অবতার বলে ঘোষণা করলে তিনি তাদের ২০০ জনকে কারাবুন্ধ করেন। এছাড়া তিনি বাগদাদে নিজের নামানুসারে ‘মনসুরিয়া’ নামে একটি নগরী নির্মাণ করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আক্রাসি খিলাফা আল মনসুরের জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ হ্যা, আমি মনে করি, উদ্দীপকের সেতুর পঠিত আমিরের চেয়ে আমার পঠিত আমির অর্থাৎ আক্ষাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

আক্ষাসি খলিফা আবুল আক্ষাস আস সাফফাহর মৃত্যুর পর আবু জাফর আল মনসুর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তার ক্ষমতায় আরোহণের সাথে সাথে আক্ষাসি খলিফতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি অদ্য সাহস ও দুরদৰ্শিতার দ্বারা বিজয় বিদ্রোহ দমন ও রাজধানী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আক্ষাসি খলিফতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে রাজ্য বিভার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত যা তাকে উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসকের তুলনায় অধিক কৃতিত্বের দাবিদার করে তুলেছে।

উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসক তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমনের পাশাপাশি বাগদাদে নিজের নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। আক্ষাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরও বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনের পাশাপাশি বাগদাদে 'মনসুরিয়া' নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ সমস্ত কার্যাবলি ছাড়াও রাজ্যবিভারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রোমান সম্রাট কনস্টান্টিনকে পরাজিত করে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি তাবারিস্তান ও গিলান স্থীয় সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবিত হয়। এছাড়া মনসুর স্থাপত্যকলারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যার প্রমাণ বহু করে 'কাসর আল খুলদ' ও 'রুসাফা' নামক দুটি প্রাসাদ নির্মাণ। উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সেতুর পঠিত শাসকের তুলনায় আক্ষাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

**প্রশ্ন ৪** মালাগার বৈরাচারী সরকারের কার্যক্রমে সাধারণ মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল, তখন আফেন্দি বংশের সেলিম নামের বিপ্লবী এক নেতার উদ্ধান ঘটে। তিনি সরকারের এ সকল জনবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিবুদ্ধে সরকার উৎখাতের কর্মসূচির ডাক দেন। কর্মসূচিকে বেগবান ও সফল করার জন্য তিনি নানামূর্খী প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতির বিভিন্ন ভূতভোগী শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে উক্ত সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হন।

(ৱা.: দি.: ব.: সি.: ব.: কু.: চ. কো.: ১৭/

ক. কুসেড শব্দের অর্থ কী?

খ. আবু মুসলিম খোরাসানির পরিচয় দাও।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা সেলিমের সাথে আক্ষাসি কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আক্ষাস ও প্রতিশ্রুতিই আক্ষাসি আন্দোলনকে সফল করেছিল— মূল্যায়ন করো।

সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। একই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় আবুল আক্ষাসের আক্ষাসি আন্দোলনের মাধ্যমে উমাইয়াদের পতনের ক্ষেত্রে। উমাইয়া বংশীয় শেষ পর্যায়ের দুর্বল শাসকদের অন্যায়-অপকর্ম যখন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল, তখন আক্ষাসিদ্বা তাদের উৎখাতে তৎপর হয়ে ওঠে। উমাইয়াদের পতনে তারা জনগণকে ঐক্যবন্ধ করে আন্দোলন শুরু করে। আক্ষাসিগণ কুরাইশ বংশের হাশেমি শাখা থেকে উভূত। এই সূত্রে তারা মুহাম্মদ (স)-এর নিকটতম এবং খলিফতের যোগ্য দাবিদার এমন প্রচারণায় সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন আলী আক্ষাসি আন্দোলন শুরু করেন এবং তা বিভিন্ন ব্যক্তির হাত ধরে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। সর্বশেষ আবুল আক্ষাস ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশীয় শেষ খলিফা হিতীয় মারোয়ানকে পরাজিত করে আক্ষাসি বংশের শাসনপর্ব শুরু করেন। তিনি নানা প্রচারণা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিয়া, খারেজি, মাওয়ালি, খোরাসানি প্রভৃতি সম্প্রদায়কে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। তারা উমাইয়াদের পতনে আক্ষাসিদের সর্বতোভাবে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত সেলিমের পৃথীত কর্মকাণ্ডে আক্ষাসি বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আক্ষাস আস-সাফফাহর কাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ** প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতিই ছিল আবুল আক্ষাস আস-সাফফাহ কর্তৃক উমাইয়া বংশের অবসান ঘটিয়ে আক্ষাসি বংশ প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জনের মূল কারণ।

উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিশ্বজ্ঞান সুযোগে ইবনে আক্ষাসের নেতৃত্বে তার অপর তিনি ভাতা ও অন্যারা আক্ষাসি আন্দোলনের সূচনা করেন। তারা শর্মীর সাগরের ভৌরে সেলিম নামক একটি নিরাপদ গ্রামকে উমাইয়াবিরোধী আক্ষাসি প্রচারণার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। তারা পূর্ব পুরুষদের উমাইয়াবিরোধী মনোভাবকে কায়সিস্থির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে লোকজনকে তাদের পক্ষে সমর্পণ করতে সক্ষম হন। আবুল আক্ষাসকে ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর কুফা মসজিদে খলিফা বলে ঘোষণা করা হলেও তার শাসনকাল শুরু হয় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে জাবের যুদ্ধে হিতীয় মারোয়ানের পরাজয় ও পলায়নের পর থেকে।

উদ্দীপকে সেলিম যেমন তার কর্মসূচিকে বেগবান ও সফল করার জন্য জনগণকে নানা ধরনের প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের পৃথ্বী অবলম্বন করেছিল, তেমনি উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনকে সফল করে তুলতে আবুল আক্ষাসও জনগণকে প্রলোভন ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদানের কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি জনগণকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করে উমাইয়া শাসকদের বিবুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। জনগণ তাঁর পক্ষ নিয়ে উমাইয়াদের বিবুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে উমাইয়া বংশের পতনের মধ্য দিয়ে আক্ষাসি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐতিহাসিক ওয়েল বলেন, আবুল আক্ষাস শুধু বৰ্বৰ ও পারণ্ডাই ছিলেন না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দানকারী, কৃতয় ও বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি আক্ষাসি আন্দোলনকে সফল করে তুলেছিল।

**প্রশ্ন ৫** জনাব রাশেদ মিয়া আলমপুর উপজেলা চেয়ারম্যান। প্রজাসাধারণের অবস্থা ব্যয়, অবগত হওয়ার জন্য তিনি ছন্দবেশে প্রাম দ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নকল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণে তার জেলার কোনো চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না।

(পঞ্জ. কোর্ট-২০১৬/

ক. আক্ষাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়?

খ. আক্ষাসি খলিফা আবুল আক্ষাসকে কেন আস-সাফফাহ বলা হয়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাশেদ মিয়ার সাথে কেন আক্ষাসি খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চারিত্রিক গুণাবলির কারণেই কি উক্ত খলিফাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয়? তোমার উত্তরের সমক্ষে যুক্তি দাও।

**ক** কুসেড শব্দের অর্থ কী?

**খ** আক্ষাসি আন্দোলনকে বিপ্লবে পরিণত করার সেরা কারিগর ছিলেন আবু মুসলিম নামক আরব বংশের প্রদানের পৰিচয় দাও।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা সেলিমের সাথে আক্ষাসি খলিফা আবুল আক্ষাস আস-সাফফাহর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

**ঘ** উদ্দীপকের আক্ষাস ও প্রতিশ্রুতি আক্ষাসি আন্দোলনকে সফল করেছিল— মূল্যায়ন করো।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা সেলিমের সাথে আক্ষাসি খলিফা আবুল আক্ষাস আস-সাফফাহর মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মালাগার বৈরাচারী সরকারের অন্যায়, অরাজকতা থেকে জনগণকে রক্ষা করতে আফেন্দি বংশের সেলিম নামের এক বিখ্যাত নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জনগণকে নানামূর্খী প্রলোভন দেখিয়ে ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসমর্থন আদায় করেন এবং সরকার উৎখাতে আন্দোলনের ডাক দেন। তার আক্ষাসে জনগণ সাড়া দেয় এবং তার

## ৫৬. প্রশ্নের উত্তর

**ক.** আবাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন খলিফা আবু জাফর আল মনসুর।

**খ.** আবুল আবাসের চরিত্রে নৃশংসতা ও রক্তলোপতার ছাপ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাকে আস-সাফফাহ উপাধি দেওয়া হয়।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জবের যুদ্ধে ছিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের মাধ্যমে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। সর্বশেষ উমাইয়া শাসক ৫ আগস্ট মারওয়ানের ছিন মন্তক দেখে আবুল আবাস 'আস-সাফফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি প্রদান করেন। খলিফতে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নৃশংসতাবে উমাইয়াদের হত্যা করেন। তিনি ফিলিস্তিনের আবু ফুটস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে হত্যা করেন। এসব কারণেই তাকে আস সাফফাহ বা রক্তপিপাসু বলে অভিহিত করা হয়।

**গ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত রাশেদ মিয়ার সাথে আবাসি খলিফা হাবুন অর রশীদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হাবুন অর রশীদ ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিন্তার্থক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিষ্ট্যের খানিকটাই জনাব রাশেদ মিয়ার চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান রাশেদ মিয়া প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য উচ্চবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি সদাতৎপুর থাকতেন। খলিফা হাবুন অর রশীদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। প্রতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, "অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দৃঢ়থমোচন করার জন্য রাতে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অভ্যাস ছিল।" ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও তিনি দৈনিক একশত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি জনসাধারণের উন্নতি বিধানে ও স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার ন্যায় প্রজাবজ্ঞক ও প্রজাবৎসল নৃপতি, আবাসি খলিফতে আর কেউ ছিল না বললেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, রাশেদ মিয়ার চরিত্র ও কর্ম আবাসি খলিফা হাবুন অর রশীদের চরিত্রের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ.** শুধু উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণাবলীই নয়, খলিফা হাবুন-অর-রশীদের চরিত্রে আরও অনেক গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয়।

খলিফা হাবুন-অর-রশীদ তেইশ বছর (৭৮৬-৮০৯ খ্র.) বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুন্দীর্ঘ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরববোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো, তার অসামান্য প্রতিভা, চিন্তার্থক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

খলিফা হাবুন-অর-রশীদ সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্ত বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে সৈন্য পরিচালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন, অসভ্য খাজার উপজাতি এবং দাইলাম প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় এবং হিমায়িয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হাবুন-অর-রশীদের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রাচ্য ও প্রাচীচোর বহু রাজা তার সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রহী হয়ে ওঠেন। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হাবুনের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করে। তিনি ইসলামি শারিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আবাসি খলিফতে ঝৰ্ণযুগের সূচনা করেন। এছাড়া বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরমা রাজপ্রাসাদ, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন ছাড়া তিনি এ শহরকে সুসজ্জিত করেন। লেবানিজ বংশোদ্ধৃত আবর ইতিহাসবিদ ফিলিপ

খুরি হিট্টি (Philip Khuri Hitti) তার History of the Arabs গ্রন্থে বলেন, 'বাগদাদ তখনকার সময়ে সারা বিশ্বের অদ্বিতীয় শহর ছিল।'

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হাবুন-অর-রশীদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির ঘৰ্ণশিথরে আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

**প্রশ্ন ৬** রোমান রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খুব নৃশংস ছিলেন। প্রতিবন্ধী হতে পারে তবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করলে সেনাপতির সমর্থকদের দ্বারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় রাজা তাও অতি কঠোর হত্যে দমন করেন। তার ধার্মিকতার সুযোগ নিতে একদল প্রজা তাকে প্রভু বলে প্রজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। সৌভাগ্যক্রমে সব কিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। /সকল বোর্ড-২০১৩: সিলেট সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ/

**ক.** 'বাগদাদ' নগর কে প্রতিষ্ঠা করে?

**খ.** খলিফা মনসুর কঠোর আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করো।

**গ.** উদ্দীপকে রাজা ফিউডাল তার প্রধান সেনাপতির প্রতি যে ব্যবহার করেছেন খলিফা আল-মনসুর তার কোন সেনাপতির প্রতি সে আচরণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

**ঘ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মীয় ঘটনার মতোই রাওয়ালিয়া সম্প্রদায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল রাজা ফিউডালের মতোই খলিফা আল-মনসুর তা দমনে সক্ষম হয়েছিলেন— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

## ৫৭. প্রশ্নের উত্তর

**ক.** বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন আবু জাফর আল মনসুর।

**খ.** খলিফা মনসুর আলী বংশীয়দের আবাসি খলিফতের প্রতিবন্ধী ভাবতো; তাই তিনি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন।

হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা)-এর বংশধরণে আবাসি বংশের উত্থানের সময় যথাযথ সাহায্য করলেও খলিফা আল মনসুর তাদেরকে সুনজারে দেখেননি। খলিফতের স্মার্য দাবিদার ও প্রতিবন্ধী মনে করে আল মনসুর তাঁরকে ধ্রস করতে বন্ধপরিকর হন। তাছাড়া আলীর বংশধরদের প্রতি জনসাধারণের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য খলিফা মনসুর বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং তাদের ধ্রস সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন। যার ফলে তিনি আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন।

**গ.** উদ্দীপকে রাজা ফিউডাল তার প্রধান সেনাপতির প্রতি যে ব্যবহার করেছেন খলিফা আল মনসুর তার সেনাপতি আবু মুসলিম খোরাসানির প্রতি সে আচরণ করেছিলেন।

পৃথিবীতে এমন অনেক সেনাপতির সম্পর্কে জানা যায়, যাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার বলে অনেক রাজবংশের জন্ম হয়েছে। তারা নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতায় দৃষ্টিক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে। তবে এ সকল সেনাপতির অনেককেই আবার নির্মম হত্যাকাড়ের শিকার হতে হয়েছে। উদ্দীপকের রাজা ফিউডালের সেনাপতি ও আবু মুসলিম খোরাসানির উভয়েরই এই একই পরিগতি বরণ করতে হয়েছিল।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খুব নৃশংস ছিলেন। প্রতিবন্ধী হতে পারে তবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করেন এবং সেনাপতির সমর্থকদের দ্বারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তাও কঠোর হত্যে দমন করেন। ঠিক একইভাবে সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে আল মনসুরও ছিলেন মৈহশীল মানুষ। একজন মুসলিম হিসেবে তিনি ছিলেন খাটি ধার্মিক ব্যক্তি। তবে শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক। তিনি আবাসি আলেবালনের প্রধান সেনাপতি আবু মুসলিমকে নিজের শাসনের জন্য হুমকি মনে করতেন। তিনি আবু মুসলিমকে কৌশলে রাজদরবারে ডেকে এনে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায়, আবু মুসলিম যতদিন জীবিত ছিলেন আল মনসুর ততদিন নিজেকে নিরাপদ ভাবেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি এখন নিজেকে প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধান মনে করতে লাগলেন। এরপর ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে সানবাদের নেতৃত্বে পারসিকগণ আবু মুসলিম খোরাসানির বর্বরাচিত হত্যার প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এমন অবস্থায় আল মনসুর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে সে বিদ্রোহ দমন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে।

**ব** উদ্বীপকে উঠেছিত ধর্মীয় ঘটনার মতোই রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল রাজা ফিউডালের মতোই আল মনসুর তা দমনে সক্ষম হয়েছিলেন।

খলিফা আল মনসুর ধর্মের প্রতি খুব বেশি আকৃষ্ট ছিলেন বলে একটি সম্প্রদায় তাকে আঞ্চাহর অবতার বলে ঘোষণা করে। এদেরকে রাওয়ান্দিয়া বলা হয়। খলিফার অনুগ্রহ লাভের জন্য এরা ছিল তোধামদকারী। এরা যে বিস্তৃতকর ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল আল মনসুর তা সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উদ্বীপকেও এ দৃশ্যপটই অভিক্ষম হয়েছে। উদ্বীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা ফিউডালের ধার্মিকতার সুযোগ নিয়ে তাকে এক দল প্রজা প্রভু বলে পূজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু তিনি এসব কিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। একই ঘটনা আক্রাসি খলিফা আল মনসুরের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। একদা রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফার প্রাসাদের সম্মুখে একত্রিত হয়ে বলতে থাকে এই আমাদের মাবুদের গৃহ যিনি আমাদেরকে আহারের জন্য খাদ্য এবং পানের জন্যে পানীয় প্রদান করেছেন। তাদের ঐরূপ ইসলামবিরোধী প্রচারণার জন্য মনসুর বাধ্য হয়ে তাদের ২০০ জনকে কারাবুন্দি করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর ৬০০ রাওয়ান্দিয়ার একটি দল প্রাসাদের সম্মুখে এসে খলিফার দর্শন প্রাপ্তি হন। খলিফা তাদেরকে দর্শন প্রদান করলে তারা হঠাতে খলিফাকে আক্রমণ করে বসে। সৌভাগ্যক্রমে মারান বিন যায়েনা নামক একজন সেনাপতি খলিফাকে রুক্ষ করেন। পরে খলিফা কঠোর হস্তে এই সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্বীপকে যেহেন ফিউডালকে একদল প্রজা প্রভু বলে পূজা করতে এসে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে তিনি তা মোকাবিলা করেন, অনুরূপভাবে আক্রাসি খলিফা আল মনসুরের সময় রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি পরিস্থিতিকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন।

**প্রশ্ন ▶ ৭** 'X' নামক শাসক নানা গুণে গুণাবিত। তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ। অনিন্দ্য সুন্দর রাজধানী, সুরম্য প্রাসাদ, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভরপুর ছিল তার রাজ্য। যা কবিসাহিত্যিকদের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু সন্দেহপ্রবণতা তার শাসনকালকে কিছুটা ঘান করেছে। বহুকাল ধরে রাজকার্যে অবদান রাখা একটি পরিবারকে একরাত্রের মধ্যে তিনি নিঃশেষ করে দেন।

/আইডিয়াল স্কুল অ্যাক্স কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/

- ক. আরবীয় জোয়ান অব আর্ক কে ছিলেন? ১  
খ. আবুল আক্রাসকে আস-সাফ্ফাহ বলা হয় কেন? ২  
গ. উদ্বীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে আক্রাসি ঘুগের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. 'উন্ত শাসক সন্দেহের বসে একটি বৎসকে শেষ করে দিয়েছিলেন।' এই উক্তিটি বিশেষণ কর। ৪

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আক্রাসি শাসনামলে খাবেজিদের নেতৃত্বান্বিত লায়লা মতান্তরে আল ফারিয়াকে আরবীয় জোয়ান অব আর্ক বলা হয়।

**খ** আবুল আক্রাসের চরিত্রে নৃশংসতা ও রক্তলোপতার ছাপ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাকে আস-সাফ্ফাহ উপাধি দেওয়া হয়।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জাবের যুদ্ধে ছিটীয়া মারওয়ানের পরাজয়ের মাধ্যমে উমাইয়া বৎসকের পতন ঘটে। সর্বশেষ উমাইয়া শাসক ৫ আগস্ট মারওয়ানের ছিল মন্ত্রক দেখে আবুল আক্রাস 'আস-সাফ্ফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নৃশংসভাবে উমাইয়াদের হত্যা করেন। তিনি ফিলিস্তিনের আবু ফুটাস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে হত্যা করেন। এসব কারণেই তাকে আস সাফ্ফাহ বা রক্তপিপাসু বলে অভিহিত করা হয়।

**গ** উদ্বীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে আক্রাসি ঘুগের শ্রেষ্ঠ শাসক হাবুন-আল-রশিদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হাবুন-অর-রশিদ ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সুনীর্ধ ২৩ বছরের রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। অসাধারণ প্রতিভা, চিন্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং আতুলনীয়

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে আক্রাসি বৎসকে শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে মর্যাদা দেয়। জনকল্যাণকামিতা, প্রজাবৎসল্য ও ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলি তাকে বিশেষভাবে গুণাবিত করলেও বার্মাকি পরিবারের প্রতি নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রকে কিছুটা ঘান করেছে। উদ্বীপকের 'X' শাসকের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি লক্ষণীয়। 'X' একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি ন্যায়পরায়ণতা, প্রজাবৎসল্য প্রভৃতি গুণাবলির ধারক। তবে সন্দেহপ্রবণতা তার চরিত্রকে কিছুটা কল্পিত করেছে। একইভাবে খলিফা হাবুন রশিদ ন্যায় ও কল্যাণের ধারক ছিলেন। তিনি জনসাধারণের উন্নতি ও স্বার্থ সংরক্ষণে সদাতৎপর ছিলেন। প্রতিহাসিক আমীর আলি তার সম্পর্কে বলেন, অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দৃঢ়ব্যোমাচনের জন্য তিনি রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়াতেন। তাছাড়া তার সময়ে বাগদাদ সমসাময়িক বিশের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিগত হয়। তিনি হ্যসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে বাগদাদকে জাকজমকপূর্ণ ও ঐশ্বর্যশালী নগরীতে পরিগত করেন। তবে আক্রাসিদের একান্ত সহযোগী বার্মাকি পরিবারকে ধ্বংস করে তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। সুতরাং দেখা যায়, ন্যায়পরায়ণতা, জনকল্যাণকামিতা, উন্নত বৃচিবোধ প্রভৃতি গুণাবলি এবং নিষ্ঠুরতা খলিফা হাবুন রশিদকে উদ্বীপকের 'X' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

**ঘ** উন্ত শাসক তথা খলিফা হাবুনের রশিদ চারিত্রিক দিক দিয়ে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও সন্দেহপ্রবণতাই একটি বৎস ধ্বংস করতে তাকে প্রয়োচিত করেছিল।

দীর্ঘ সতরো বছর পরম নিষ্ঠা, অবিচল আনুগত্য, আজ্ঞাত্যাগ এবং অসামান্য কমনৈপুণ্যের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে যারা হাবুন-অর-রশিদ এর রাজত্বে গৌরব, মর্যাদা ও সম্মিলন উত্তরোক্ত বৃদ্ধি করেন তারা হলেন বিখ্যাত বার্মাকি উজিরগণ। কিন্তু ফজল বিন রাবির ব্যক্তিগত শুভ্রতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, উজির জাফরের মড়যন্ত বার্মাকি জাফর খলিফার বোন আক্রাসকে গোপনে বিয়ে করা এবং নানা সন্দেহ ও লোকজনের নানা রকম কথার প্রভাবে বার্মাকিদের প্রতি খলিফা ক্ষুণ্ণ হন। তিনি হঠাতে একরাতে জাফরের শিরশেন্দ করেন এবং বৃক্ষ ইয়াহইয়া ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাজার কারাবুন্দি করেন। ফজল তার ঘনিষ্ঠ সহচর হওয়া সন্দেহে তাকে হত্যা করেন শুধুমাত্র সন্দেহের বশবতী হয়ে, যা ছিল তার চরিত্রের এক দুর্বল বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাবুন-অর-রশিদের চরিত্র কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমষ্টি ঘটেছিল। তিনি গরিব-দুঃখীদের প্রতি যতটা সদয় ছিলেন, ততটাই নিদয় ছিলেন অন্যায়কারীদের প্রতি বার্মাকি পরিবারের প্রতি তার নিষ্ঠুর আচরণই এর প্রমাণ দেয়। বার্মাকিদের প্রতি খলিফা অনেকটাই সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু শেষ দিকে তাদের কিছু আচরণ তাকে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। অন্যদিকে সন্দেহপ্রবণতা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নেতৃত্বাচক বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। তাই আক্রাসি বৎসের পৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে বার্মাকিদের অনেক অবদান থাকা সন্দেহের বশবতী হয়ে তিনি তাদের ধ্বংস করেন।

**প্রশ্ন ▶ ৮** মধ্যযুগে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় দীর্ঘকাল ধরে দুই ধর্মের অনুসারী ও দুই মহাদেশের মধ্যে একটা জায়গার দখল নিয়ে। একপক্ষ আক্রমণকারী, অপরপক্ষ প্রতিরোধকারী। দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা এ যুদ্ধে আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে সফল না হলেও তাদের সামগ্রিক জীবনাচারে আসে ব্যাপক পরিবর্তন।

**প্রশ্ন ▶ ৮** মধ্যযুগে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় দীর্ঘকাল ধরে দুই ধর্মের অনুসারী ও দুই মহাদেশের মধ্যে একটা জায়গার দখল নিয়ে। একপক্ষ আক্রমণকারী, অপরপক্ষ প্রতিরোধকারী। দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা এ যুদ্ধে আক্রমণকারীদের জীবনাচারে ব্যাপক পরিবর্তন আনে—  
ক. ব্যালে নৃত্য কে আবিষ্কার করেন? ১  
খ. দাবুল হিকমা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্বীপকে কোন যুদ্ধের ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. এ যুদ্ধ আক্রমণকারীদের জীবনাচারে ব্যাপক পরিবর্তন আনে—  
এ উক্তির সাথে তোমার মতামতের যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ব্যালে নৃত্য আবিষ্কার করেন আক্রাসি খলিফা আল আমিন।

৬ ফাতেমি খলিফা আল হাকিম ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে একটি বিখ্যাত বিজ্ঞানভবন নির্মাণ করেন। এটি দায়ুল হিকমা নামে পরিচিত। বাগদাদের বায়তুল হিকমাৰ অনুকরণে এটি নির্মাণ কৰা হয়েছিল। মিশরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলী-ইবন-ইউসুফ এ জ্ঞানগৃহ নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা হতো। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু অনুলয় প্রশ্নাবৰ্তন সংগ্ৰহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু প্রথ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে হাজিৰ হতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ কৰতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রথ্যাত দার্শনিক ও পদার্থবিজ্ঞানী ইবনে হায়সাম।

৭ উদীপকে দীর্ঘকাল ব্যাপী স্থায়ী মুসলিম-খ্রিস্টান দ্বন্দ্ব কুসেডের প্রতি ইঙ্গিত কৰা হয়েছে।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে হয়ৱত ওমর (রা)-এর নেতৃত্বে ইসলামের সম্প্রসারণ শুরু হয়। আমর বিন আস সর্বপ্রথম খ্রিস্টানদের নিকট থেকে প্যালেস্টাইন দখল করেন এবং খলিফা বুয়ং জেরুজালেম গমন কৰে শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে যীশু খ্রিস্টের জন্মভূমি প্যালেস্টাইন মুসলমানদের করতলগত হলে খ্রিস্টান জগতে তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাদের প্রতিক্রিয়ার ফল ছিল কুসেড।

উদীপকে বৰ্ণিত দুই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধৰে চলতে থাকা যুদ্ধের মাধ্যমে কুসেডের প্রতি ইঙ্গিত কৰা হয়েছে। এই যুদ্ধের পিছনে ধৰ্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। মহানবি (স)-এর মেরাজ গমনের স্থান এবং হয়ৱত মুসা ও হয়ৱত দাউদের স্মৃতি বিজড়িত জেরুজালেম মুসলমানদের এবং খ্রিস্টানদের নিকট সমানভাবে পৰিক্রিত। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলমান এ তিনটি সম্প্রদায়ের অন্য জেরুজালেম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ধার কারণে ফাতেমি নবম খলিফা আল হাকিম ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের খ্রিস্টানদের পৰিক্রিত সমাধি ও গির্জা ধ্বংস কৰলে তারা খুবই বিদ্যুত্ত্ব হয়। এছাড়া সেলজুক শাসকরা খ্রিস্টানদের তীর্থযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আবোপ কৰলে ইউরোপের খ্রিস্টান জগতে ক্ষেত্ৰের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পোপ ছিতীয় আৱৰণের ঘোষণা এবং সন্তুষ্টি কমনেসাসের আবেদন কুসেডকে ত্বরান্বিত কৰেছিল, যা প্রায় দুশত বছৰব্যাপী স্থায়ী ছিল। আটটি বড় রকমের কুসেড সংঘটিত হয়েছিল। প্রতিহাসিকগণ সমগ্র কুসেডকে তিনটি যুগে বিভক্ত কৰেছেন।

১. প্রথম যুগ : ১০৯৫-১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ পৰ্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এ সময় কুসেডার মুসলিম ভূখণ্ডের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং আতাবেগ জজীৰ এডিসা পুনৰুন্বৰ পৰ্যন্ত প্রথম কুসেড স্থায়ী হয়।
২. দ্বিতীয় যুগ : ১১৪৪-১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ পৰ্যন্ত, অৰ্থাৎ ইমামুদ্দীন জজীৰ শাসনকাল হতে সালাহউদ্দিনের শাসনকাল পৰ্যন্ত।
৩. তৃতীয় যুগ : ১১৯৩-১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পৰ্যন্ত। এ যুগে খ্রিস্টানদের মধ্যে কয়েকটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন হতে কুসেডার গমনের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

৮ উক্ত যুদ্ধ তথা কুসেডের ফলে আক্ৰমণকাৰী দল তথা খ্রিস্টানদের জীবনচৰণে ব্যাপক পৰিবৰ্তন এসেছিলো।

প্রকৃতপক্ষে কুসেডের যুদ্ধগুলো ব্যাপক ধৰ্মসংজ্ঞের সৃষ্টি কৰেছিল। ব্যতিচার, অমানুষিক অত্যাচার, ধৰ্মসংজ্ঞ, লুণ্ঠন ছিল ধৰ্মযোৰ্ধাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধৰ্মগুরু পোপের নির্দেশে সংঘটিত এই ধৰ্মযুদ্ধ পক্ষান্তরে যাজকক্ষেণিৰ কলঙ্ককময় কৰ্মকাণ্ড ইতিহাসে পৰিগত হয়। এছাড়া কুসেডের ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহ প্রাচ্য সম্বন্ধে সম্যুক্ত জ্ঞানলাভ কৰে এবং প্রাচ্যে ধৰ্ম প্রচার ও বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়।

সংঘৰ্ষের ঘটনাটি অৰ্থাৎ কুসেড ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির ওপৰ ব্যাপক প্রভাৱ বিস্তুৱ কৰেছিল। কুসেডের প্রভাৱে ছাদশ শাতদশী হতে ইউরোপে হ্যাসপাতালের উত্তৰ ও পূৰ্ব এবং সৰ্বসাধাৱণেৰ মানাগাল প্ৰবৰ্তিত হয়। খ্রিস্টানগণ মুসলমানদেৱ কাছ থেকে মেরিনার্স কম্পাসেৰ ব্যবহাৰ শিক্ষা লাভ কৰে। মুসলমানদেৱ নিকট থেকে তারা সুগন্ধি দ্রব্য মসলা, মিষ্টান্ন ও বিভিন্ন প্ৰকাৰ বেশভূষাৰ ব্যবহাৰ ও গৃহসজ্জা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কৰে। কুসেডে লিপ্ত খ্রিস্টানৱা মুসলমানদেৱ উন্নত সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব, বৃচ্ছিপূৰ্ণ জীবনযাত্রা ভৱক্ষে অবলোকন কৰে বিশ্বাস হয়। কুসেড প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেৰ ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন কৰেছিল। ফলে

সংস্কৃতিৰ আদান-প্ৰদান ঘটে। প্ৰাচ্যেৰ আচাৰ-ব্যবহাৰ, বীতিনীতি, পোশাক-পৰিজ্ঞন এবং গৃহবিন্যাস কৰাৰ সাজ-সৱজাম দ্বাৰা ইউরোপীয়ৱা এতই প্ৰভাৱান্বিত হয়ে যে, তাৰা 'হুবহু আল খায়ৰ' (সমুপভাত) কথাটি পৰ্যন্ত নিজেদেৱ দেশে চালু কৰে। প্ৰতিহাসিক ঝুটন ও ওয়েবস্টাৱ বলেন, 'তাৰা মাৰ্জিত বৃজ্জান, উন্নততাৰ ভাৰধাৱা ও উদাৰ সহানুভূতি নিয়ে বৰ্দেশ প্ৰত্যাবৰ্তন কৰে।' মুসলমানদেৱ উন্নত ভাৰধাৱাৰ সংস্পৰ্শে আসাৰ প্ৰভাৱে প্ৰথমে নবজাগৱণে তথা রেনেসাঁ পৱে নব্য ইউরোপেৰ জন্ম হয়েছে।' পৰিশেষে বলা যায়, কুসেড ইউরোপেৰ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতিৰ ওপৰ অসমান্য প্ৰভাৱ বিস্তুৱ কৰেছিল।

৯ ► ৯ রোমান সম্ভাট অগাস্টাস তাৰ প্ৰজাদেৱ শিক্ষিত কৰে তোলাৰ জন্য রাজ্যেৰ সৰ্বত স্কুল, কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰেন। এছাড়া তিনি অসংখ্য পান্তুলিপি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ কৰেন। ফলে রোমান সাম্যাজিক প্ৰগতিৰ সূচনা হয়। বৰিপ্ৰেষ্ঠ সূৰ্য মোহনাদ প্ৰযৱলিৰ কলেজ, প্ৰিলান, চাৰ্ক।

১. ক. কত সালে বায়তুল হিকমা প্ৰতিষ্ঠিত হয়?
২. খ. রাওয়ান্দিয়া কাৰা?
৩. গ. উক্ত রোমান সম্ভাটেৰ সাথে তোমাৰ পাঠ্যবইয়েৰ কোন আৰুৰাসি শাসকেৰ মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কৰ।
৪. ঘ. তিনি কীভাৱে আৱবদেশে প্ৰগতিৰ সূচনা কৰেছিল? বিশেষণ কৰ।

### ৯ মৎ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

১ ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বায়তুল হিকমা প্ৰতিষ্ঠিত হয়।

২ ১. রাওয়ান্দিয়া ছিল একটি পারসিক উগ্ৰপন্থি সম্প্রদায়।

২. খলিফা আল মনসুর ধৰ্মেৰ প্ৰতি খুব আৰুষ্ট ছিলেন বলে রাওয়ান্দিয়াৰা খলিফাকে আৱাহন অবতাৱ বলে ঘোষণা কৰে। তাদেৱ এৰুপ ইসলামবিৰোধী প্ৰচাৰণার জন্য খলিফা তাদেৱ ২০০ জনকে কাৱাৰুদ্ধ কৰেন। এৱে কিছু দিন পৰ এই সম্প্রদায়েৰ ৬০০ জনেৰ একটি দল খলিফাৰ দৰ্শনপ্ৰাপ্তি হয়ে হৃষ্টাৰ কৰে খলিফাকে আক্ৰমণ কৰে বসে। মায়ান বিন যায়েদার হস্তক্ষেপে খলিফা তাদেৱ হত থেকে রক্ষা পান।

৩ ৩ উদীপকে বৰ্ণিত দেওয়ান রোমান সম্ভাট অগাস্টাসেৰ কৰ্মকাণ্ডেৰ সাথে আৰুৰাসি খলিফা আল মামুনেৰ মিল আছে।

৪ ৪ ৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভাৰত আমিনেৰ বিৰুদ্ধে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ কৰে খলিফা মামুন বাগদাদ নগৰীকে সুদৃঢ়ীকৰণেৰ নানবিধি কৰ্মসূচি গ্ৰহণ কৰেন। তিনি সাম্যাজীৰ শাস্তি-শুজলা রক্ষাৰ পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতিৰ উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগী হন। আৱ এ লক্ষ্যে ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে গড়ে তোলেন বিশ্বাস বায়তুল হিকমা (বিজ্ঞানাপার)। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানেৰ চৰ্চাসহ, অনুবাদ, গবেষণাধৰ্মী নানা কাজ কৰা হতো।

৫ উদীপকে আৰমাৰ লক্ষ কৰি যে, রোমান সম্ভাট অগাস্টাস প্ৰজাদেৱ শিক্ষাৰ জন্য অনেক স্কুল, কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰেছেন এবং তিনি নিজেও খুব জ্ঞানী ছিলেন, যা খলিফা আল মামুনেৰ সাথে সাদৃশ্যময়। আৰুৰাসি খলিফাতে শিক্ষা বিস্তৱেৰ জন্য খলিফা মামুন বাগদাদে একটি কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰেন। শিক্ষাগ্ৰহণেৰ জন্য এ প্ৰতিষ্ঠান স্বাৰূপ জন্ম উন্মুক্ত কৰে দেন। এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানেৰ ব্যয় নিৰ্বাহেৰ জন্য তিনি প্ৰচুৰ অৰ্থ ও লা-খাৱাজ সম্পত্তি দান কৰেন। এছাড়া খলিফা মামুন বায়তুল হিকমা প্ৰতিষ্ঠা কৰে জ্ঞান বিজ্ঞানেৰ প্ৰসাৱেৰ ক্ষেত্ৰে এক নব অধ্যায়েৰ সূচনা কৰেন। এখানে বিভিন্ন প্ৰাচীন পান্তুলিপি অনুবাদেৱ ব্যবস্থা কৰা হয়। কুৰআন, হাদিস, তাফসিৰ, তকশাস্তু, গণিত, রসায়ন, ডুগোল, পদাৰ্থ, চিকিৎসা প্ৰভৃতি শিক্ষাৰ প্ৰসাৱে তিনি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্ৰদান কৰেন। এ সকল দিক দিয়ে উদীপকেৰ অগাস্টাসেৰ সাথে আৰুৰাসি খলিফা আল মামুনেৰ সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

৬ ৬ জ্ঞান-বিজ্ঞানেৰ প্ৰায় প্ৰতিটি শাখাৰ উন্নয়ন ঘটিয়ে আৰুৰাসি খলিফা আল মামুন আৱবদেশে প্ৰগতিৰ সূচনা কৰেছিলেন।

৭ উদীপকে দেখা যায়, রোমান সম্ভাট অগাস্টাস জ্ঞান-বিজ্ঞানেৰ প্ৰসাৱেৰ ক্ষেত্ৰে স্কুল, কলেজ, প্ৰতিষ্ঠা কৰেছে, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানেৰ অগ্ৰযাত্রাৰ বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। অগাস্টাসেৰ এ ভূমিকাৰ ন্যায় খলিফা আল মামুন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানেৰ অগ্ৰগতিতে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা কৰেন। আৱ এ ভূমিকা তৎকালীন আৱব বিশে জাগৱণ সৃষ্টি কৰেছিল।

খলিফা আল মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করে সবার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চার স্থান উন্মুক্ত করে দেন। এখানে দেশি-বিদেশি গ্রন্থের অনুবাদ, গবেষণা করা হতো যা জ্ঞান চৰ্চায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন। তাই জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি বাগদাদের সরিকটে শামাসিয়া নামক স্থানে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। মামুনের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আদেশে মুসলিম মনীষীগণ বিমুক্তরেখা, পৃথিবীর আকৃতি, সূর্যঘড়ি পৃথিবীর ব্যাস, চন্দ্র-সূর্যের স্থান সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। তার সময়ে পদার্থবিদ আবুল হাসান দূরবীপ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। খলিফা মামুনের শাসনামলে আক্রাসি গণিত শাস্ত্রের চৰ্ম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি নিজে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। তার সময়কার বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন 'হিসাবুল-জবর খয়াল মুকাবালাহ' রচয়িতা আল খাওয়ারিজমি'। ঘোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ডসীকরণ ও লঘুকরণ সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন। এছাড়া খলিফা মামুন দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিতে অবদান রেখেছেন। দার্শনিক আল কিন্দি খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি 'এরিস্টটল ধর্মতত্ত্ব' আৰবি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মুসলিম দর্শনের সাথে মেটে ও এরিস্টটলের মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আক্রাসি খলিফা আল মামুন গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন, ইতিহাস ও দর্শন চৰ্চায় অসামান্য অবদান রাখেন। এ কারণে তার রাজত্বকালকে অগাস্টান যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

**প্রশ্ন ১৩** যাসুরুর সাহেবের শাসনামলে দেশের বিষয়ের পণ্ডিতদের অঙ্গন্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। সেখানে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিখ্যাত বইপত্র আনা হয়। ফলে জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা গবেষণা কার্যক্রমে উৎসাহিত হতে থাকে। কিন্তু সরকারি অনুদানের অভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপকভাবে এর ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে পারছেন না। //বি এ এল শাহীদ কলেজ, ঢাকা।

- ক. সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১
- খ. আবুল আক্রাসকে আসু সাক্ষাহ বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির সাথে আল-মামুনের কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. গবেষণা কর্মকাণ্ডে উক্ত সংস্থার চেয়ে আক্রাসীয় প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে আরো বেশি ছিল— মূল্যায়ন কর। ৪

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ব. সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম আত তুম্বিল বেগ।

খ. সূজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. সূজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. গবেষণা কর্মকাণ্ডে উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আক্রাসি খলিফা আল-মামুনের বায়তুল হিকমাহ অবদান আরো অনেক বেশি ছিল— মন্তব্যটি সঠিক।

আক্রাসি খলিফা আল-মামুন ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তার নির্মিত বায়তুল হিকমাহ ছিল আক্রাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক।

উদ্দীপকে যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির কথা বলা হয়েছে সেখানে গবেষণার জন্য দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিখ্যাত বই সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু সরকারি অনুদানের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাকভাবে প্রসারলাভ করেনি। কিন্তু আক্রাসি খলিফা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বায়তুল হিকমাহ নির্মাণ ও কার্যক্রম চালিয়েছেন এবং জ্ঞান বিকাশে বায়তুল হিকমাহ গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বৃত্তে এই তিনটি বিভাগ স্থাপন করেন। বায়তুল হিকমাহ অনুবাদ বৃত্তের কার্যক্রম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসার সাধনে অতুলনীয় ভূমিকার দাবিদার। খলিফা আল-মামুন বায়তুল হিকমাহ অনুবাদ দণ্ডে গ্রিক সিরীয়,

পারসিক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাদি এবং লিটক, বোস্টার, গ্যালেন ইউলিঙ্গ, টলেমি, পল, এরিস্টটল ও প্লেটো রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ঘোলিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে সেগুলো আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এজন্য ঐতিহ্যবিহীন পি কে হিন্দু বায়তুল হিকমাহকে 'ইসলামের প্রথম উচ্চ শিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করেন।'

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে বোৰা যাছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে উদ্দীপকের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে গবেষণা কর্মকাণ্ডে খলিফা আল-মামুনের বায়তুল হিকমাহের অবদান আরো অনেক বেশি ছিল।

**প্রশ্ন ১৪** ইথিওপিয়ার বৈরাচারী সরকারের কার্যক্রমে যখন সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ তখন হ্যামাস বৎশের হাফিস নামে বিপ্লবী এক নেতার উত্থান ঘটে। তিনি সাধারণ মানুষের সমন্বয়ে গঠিত 'জনতার আন্দোলন' নামে সরকার বিরোধি কর্মসূচির জাক দেন। কর্মসূচিকে বেগবান ও সংকল করার জন্য নানামূর্খী প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিভিন্ন ভূতভোগী শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় করার কারণে উক্ত আন্দোলন সফল হলে অতি সহজে সরকার পতনে সংক্ষম হন। //বি এ এল শাহীদ কলেজ, ঢাকা।

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. মামুনের শাসনামলে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত বিপ্লবী নেতা হাফিসের সাথে আক্রাসীয় কোন খলিফাৰ মিল রয়েছে তার চরিত্র বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি আক্রাসীয় আন্দোলনকে সফল করেছিল— মুল্যায়ন কর। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জাফর বার্মাকি।

খ. মামুনের সময় রোমান সন্ত্রাট অগাস্টানের শাসনামলের মতো বাগদাদ শিক্ষা, সংস্কৃতির পাদপীঠে পরিষ্ঠত হয়েছিল বলে তার শাসনামলকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়।

মামুনের শাসনকাল ছিল আক্রাসি তথা আববদের জন্য অলংকারন্তৃপ্ত। সৈয়দ আমির আলী বলেন, "তার বিশ বছরব্যাপী শাসনকাল চিন্তাধারার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিবর্ধিত স্থায়ী সৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে।" তার শাসনকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। আমির আলী বলেন, "মামুনের খিলাফত সারাসামীয় ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। যথাৰ্থভাবেই এটিকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়েছে।"

গ. সূজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ১৫** বাল্লায় ইলিয়াসশাহী বংশের শাসক শিয়াসউদ্দিন আজমশাহ ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক। রাজ্যের প্রজাসাধারনের জন্য তিনি রাস্তাধাটি, সরাইখানা, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মক্কা ও মদিনাতে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণে অর্থ ব্যয় করেন। তিনি হজতুত পালনকারীদেরও অর্থ সাহায্য দেন। তিনি কাব্যপ্রতীতিতে মগ্ন থাকতেন। ফরাসি কবি হাফিজের সাথে তার পত্রালাপ হয়েছিল। চীনের সন্ত্রাট ইয়াংলু তার দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তবে তিনি সমরনীতিতে তেমন কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। এমনকি তিনি আসামে বিফল অভিযান প্রেরণ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের ওপর তিনি প্রভৃতি কার্যে করতে পারেননি। //জাতিসংগ্রহ গবেষণা স্কুল এচ কলেজ, ঢাকা।

ক. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. খলিফা হাসুন-অর-রশিদ বার্মাকির প্রতি কীরুপ নীতি প্রণ করেছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন আক্রাসি খলিফার আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শাসক উক্ত খলিফার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে কি? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

**ক.** বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর।

**খ.** খলিফা হাবুন অর রশিদ বার্মাকি উজির পরিবারের প্রতি দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

দীর্ঘ সতেরো বছর পরম নিষ্ঠা অবিচল আনুগত্য ও আত্মায়ণ এবং অসামান্য কর্মনিপুণ্যে বার্মাকি উজিরগণ আব্বাসিদের শক্তি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেও ফজল বিন রাবির ব্যক্তিগত শক্তি ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব, বার্মাকি জাফর কর্তৃক বেন আব্বাসাকে গোপন বিবাহ এবং নানা সন্দেহের কারণে খলিফা হাবুন বার্মাকিদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ হন। ফলে জাফরের শিরস্থেদ করা হয়। বৃন্দ ইয়াহিয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাজায় কারাবুন্দ করা হয় এবং তাদের সমৃদ্ধ সম্পত্তি বাজেয়ান্ত করা হয়। এভাবে বার্মাকিদের প্রতি খলিফা হাবুন-অর-রশিদ দমন নীতি গ্রহণ করেন।

**গ.** উদ্দীপকের শাসকের সাথে আব্বাসি খলিফা আল মাহদির কর্মকাণ্ডের আঁশিক মিল পাওয়া যায়।

পিতা মনসুরের মৃত্যুর পর তারই মনোনয়নানুসারে আল মাহদি ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি স্বত্ত্বাবত দয়ালু ও মহানুভব ছিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই পিতার শাসনকালের নিষ্ঠুরতার প্রতিকার সাধন করেন। এছাড়া জনগণের কল্যাণার্থে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খলিফা আল মাহদি জ্ঞানী-গুণীদেরও খুব সমাদর করতেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলোর প্রতিজ্ঞবি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের শাসক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন একজন প্রজারাজক শাসক। তিনি প্রজাসাধারণের জন্য রাস্তাখাট, সরাইখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মঙ্গা-মদিনায় মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণে অর্থ ব্যয় করেন এবং হজ পালনকারীদের অর্থ সাহায্য দেন। তাছাড়া তিনি কবিদের বিশেষ সমাদর করতেন। এই বিষয়গুলোর সাথে আব্বাসি খলিফা আল মাহদির কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে। আল মাহদি তার জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য মহিমান্বিত হয়ে আছেন। তার আদেশে শহরের সমুদ্রযাপন পাকা ও প্রশস্ত করা হয়। পরিত্র মঙ্গা-মদিনা নগরীত্বয় পর্যন্ত সমগ্র পথে কৃপ ও জলাধর সমন্বিত বৃহৎ এবং আরামদায়ক গৃহ নির্মিত হয়। তীর্থযাত্রী ও পথচারীর রক্ফলাবেক্ষণের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কাবা শরিফের জন্য তিনি গিলাফ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের বাগদাদে আমন্ত্রণ জানান। মুহাম্মদ শায়িয়াহ বিন আবি উহুব, সুফিয়ানছুবী, বৈষ্ণবকরণ খলিল আহমদ প্রমুখ মাহদির সময় বাগদাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। এ সকল দিক দিয়ে মিল থাকলেও সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে আল মাহদি ও উদ্দীপকের শাসকের মধ্যে কোনো মিল নেই। তাই বলা যায় উদ্দীপকে আল মাহদির কর্মকাণ্ডের আঁশিক সামৃদ্ধ লক্ষণীয়।

**ঘ.** উদ্দীপকের শাসকের অনেক কর্মকাণ্ডই উক্ত খলিফার অর্থাৎ আল-মাহদির কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, বাল্লার ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ জনকল্যাণমূলক অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সমরনীতিতে তেমন কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। এমনকি তিনি আসামে বিফল অভিযান প্রেরণ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের ওপরও তিনি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের এ সকল কর্মকাণ্ড আব্বাসি খলিফা আল মাহদির কর্মকাণ্ডের বিপরীত।

উদ্দীপকের শাসক সমরাভিযানে ব্যর্থ হলেও আল মাহদি একেবারে ব্যর্থ ছিলেন না। আল মাহদি বাইজান্টাইনে সফল অভিযান প্রেরণ করেন। বাইজান্টাইনগণ খলিফা মনসুরের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গ করে ৭৯৯-৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত লুণ্ঠন শুরু করলে খলিফা তাদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। আল মাহদি বাইজান্টাইনে অভিযান প্রেরণ করে সফলতা অর্জন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই মেগাথাকেমিস নামক এক সেনাপতির নেতৃত্বে বাইজান্টাইনগণ মুসলিম রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করে এবং ক্ষতিসাধন করে। সেনাপতি হাবুন তাদের প্রতিরোধ করার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হলে বাইজান্টাইনগণ হতাহত হয়ে পরাজয় বরপ করে। এছাড়া খলিফা আল মাহদি কঠোর হস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন।

উদ্দীপকের শাসক তার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের ওপর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কিন্তু আল মাহদি তার সাম্রাজ্যের বিদ্রোহদের দমন করে স্বীয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, আব্বাসি খলিফার বাইজান্টাইনে সফল সামরিক অভিযান ও বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের বিষয়গুলো উদ্দীপকের শাসকের আসামে বিফল অভিযান এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার বিষয়গুলোকে সমর্থন করে না।

**ঝ.** ১৩ 'ক' দেশের শাসক কর্তৃক 'খ' দেশের শাসক প্রারজিত হয়ে কর প্রদানে বাধ্য হলে 'ক' দেশের শাসক দেশে ফিরে যান। কিন্তু কিছুদিন পর 'খ' দেশের শাসক কর প্রদানে অধীকৃতি জানালে পুনরায় 'ক' দেশের শাসক আক্রমণ করে তাকে প্রারজিত করেন এবং পুনরায় কর প্রদানে রাজি করান। কিন্তু তার বারও 'খ' দেশের শাসক পুনরায় কর প্রদান করতে অধীকৃতি জানালে পুনরায় প্রারজিত হন। এভাবে 'ক' দেশের শাসক বার বার ক্ষমা করায় তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। /আজিমগুর গড়: গল্পস স্কুল এবং জন্মজ চক্ৰ।

ক. খায়জুরান কে ছিলেন?

খ. কুসেড বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের সাথে আব্বাসি খলিফা বংশের যে খলিফার বৈদেশিক নীতির মিল রয়েছে তা লেখ।

ঘ. উক্ত নীতির মাধ্যমে কি আব্বাসীয় বংশের ঐ শাসকের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** খায়জুরান ছিসেন আব্বাসি খলিফা হাবুন-অর-রশিদের রাজমাতা যার প্রভাবে খলিফা বন্দিকৃত ইয়াহিয়া বার্মাকিকে মুক্ত করে দেন।

**খ.** কুসেড বলতে দ্বাদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধকে বোঝায়।

একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনিশত বছর ধরে ঈর্ষাপরায়ণ ও বিকুল খ্রিস্টান জগৎ ধর্মের ডাকে বক্ষে কুস চিহ্ন ধারণ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাই ইতিহাসে কুসেড নামে পরিচিত। কুসেড শব্দটির অর্থ ধর্মযুদ্ধ। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক কুস থেকে 'কুসেড' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। মুসলিম এশিয়ার বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ইউরোপের সীমান্তে হিস্সা-বিহেষে প্রকাশিত হয়েছে কুসেড নামক এ ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে।

**গ.** উদ্দীপকের সাথে আব্বাসি খলিফা হাবুন-অর-রশিদের বৈদেশিক নীতির মিল রয়েছে।

আরব উপন্যাসের নায়ক আব্বাসি খলিফা হাবুন-অর-রশিদের শাসনকাল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি তাকে শাসক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছে। যদিও তার চারিত্রিক দুর্বলতা বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাপ্তি এনে দিয়েছিল।

উদ্দীপকের ঘটনাটি খলিফা বাইজান্টাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাস আইরিনের প্রতি খলিফা হাবুন-অর-রশিদের নীতির ইঙ্গিত দেয়। আইরিন বারবার খলিফাকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। দান্তিকতাপূর্ণ আচরণের কারণে খলিফা ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে সন্ধি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু ধূর্ত আইরিন সন্ধি ভঙ্গ করে পুনরায় মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। খলিফা পুনরায় তাকে শাস্তি দিতে অভিযান প্রেরণ করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু নাইসিফোরাস প্রতিবারই সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের 'ক' শাসকের বৈদেশিক নীতি খলিফা হাবুন-অর-রশিদের নাইসিফোরাস আইরিনের প্রতি অনুসৃত নীতিরই অনুরূপ।

**ঘ.** উক্ত নীতির মাধ্যমে অর্থাৎ বাইজান্টাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাস আইরিনের প্রতি খলিফা হাবুন-অর-রশিদের অনুসৃত নীতি তার চারিত্রিক দুর্বলতাকেই তুলে ধরে।

আব্বাসি বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক খলিফা হাবুন-অর-রশিদ তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির দ্বারা সাম্রাজ্যকে পৌরবের চরম শিখারে নিয়ে যান। তার শাসনামল ছিল আব্বাসি বংশের শ্রেষ্ঠ যুগ। বিদ্রোহ দমন, বাইজান্টাইনদের

প্রতিরোধ, বাগদাদের উন্নতি সাধনসহ নানা জনকল্যাণমূলী কর্মের মাধ্যমে তিনি রাজ্যের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন। কিন্তু বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি সামান্য ভুল করায় তাকে এর খেসারত দিতে হয়।

উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈদেশিক নীতি অর্থাৎ বাইজান্টাইনদের প্রতি খলিফা হারুন-অর-রশীদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ছিল একটি মন্তব্ধ ভুল। তিনি বাইজান্টাইনদের সাথে বারবার সংঘর্ষে বিজয়ী হয়েও তাদেরকে সমুলে বিনাশ না করে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। বাইজান্টাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাস আইরিন খলিফাকে কর প্রদানে সম্মত হয়েও সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। সর্বশেষ ৮০৮-৮০৯ খ্রিস্টাব্দে নাইসিফোরাস মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে খলিফা পূর্বাঞ্চলের খোরাসনের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় তাকে শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন। কিন্তু এ অভিযানে খলিফার মৃত্যু হয়। তাই বাইজান্টাইনদের মোকাবিলা করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয় যে, বাইজান্টাইনদের প্রতি খলিফার নীতি তার দুর্বলতার পরিচয়কে উপস্থাপন করে।

**প্রশ্ন ১৪** প্রাচীন বুশ দেশে একজন প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। তার মহানৃত্বতায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের অভ্যন্তরে একদল মানুষ তাকে খোদার সাথে তুলনা করতে থাকেন। এতে রাজা বিত্রুত বোধ করেন। উক্ত আচরণ থেকে বিরোত রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে রাজা তাদের বন্দী করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের আচরণে ও কর্মকাণ্ডে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাদের দমনের ফলে রাজা বড় ধরনের দুর্যোগের ঘাত থেকে রক্ষা পান। এর ফলে রাজ্যে বিশ্বালো প্রশংসিত হয়ে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। /জাজিমপুর গড়: গ্লোস স্কুল এচ কলেজ, চাকা/

ক. আস-সাফফাহ কে ছিলেন? ১

খ. খলিফা আল মামুনের 'জ্ঞানমন্দির' কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি আক্রাসি খিলাফতের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট খলিফা তার রাজ্যে এবুপ বিভিন্ন বিশ্বালো দমনে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা মূলপাঠের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আক্রাসি বৎশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবুল আক্রাস আস-সাফফাহ।

খ. আল মনসুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিভিন্ন সভ্যতার ও ভাষার গ্রন্থান্বয়ি আরবি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য একটি অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবনে মুকাফফা সংস্কৃত হতে ফারসি ভাষায় অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবনে মুকাফফা সংস্কৃত হতে ফারসি ভাষায় অনুদিত কালিলা ও দীমালা নামক সর্বজনবিদিত পশু রক্ষার গল্প আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। আল মনসুরের নির্দেশে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র খণ্ডকা খাদ্যকা এবং গঞ্জপুষ্টক 'হিতোপদেশ' আরবি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি আক্রাসি খলিফা আল মনসুরের সময়ের রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেয়।

খলিফা আল মনসুর ধর্মপ্রাপ্ত হিলেন বলে ৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফাকে আঝাহর অবতার বলে ঘোষণা করেন। তাদের এবুপ ধর্মবিরোধী কার্যের জন্য মনসুর বাধ্য হয়ে তাদের ২০০ জনকে কারাবন্দি করেন। ফলে ৬০০ রাওয়ান্দিয়ার একটি দল খলিফার সঙ্গে সাম্পত্তির কথা বলে তাকে আক্রমণ করে। মারওয়ানের বংশধর মারান বিন যায়েদার সহযোগিতায় তিনি রাওয়ান্দিয়াদের আক্রমণ থেকে বেঁচে যান এবং তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

উদ্দীপকে এ ঘটনারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। বুশ দেশীয় প্রজাহিতৈষী রাজা হারুন-অর-রশিদ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করে। তাকে খোদার সাথে তুলনা করে। রাজা এতে বিত্রুতবোধ করেন। তাদের আচরণে রাজ্যে বিশ্বালো দেখা দেওয়ার রাজা তাদের বন্দি করে রাজ্যে শাস্তি ফিরিয়ে আনেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উল্লিখিত ঘটনা এবং খলিফা আল মনসুরের সময়ের রাওয়ান্দিয়াদের বিদ্রোহ ও দমন একই সূত্রে গাথা।

ঘ. উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট খলিফা অর্ধাং আল মনসুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা তার রাজ্যে এবুপ বিভিন্ন বিশ্বালো কঠোরভাবে দমন করেছিলেন।

উদ্দীপকে আল মনসুরের রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমনের বিষয়টির ইঙ্গিত করা হয়েছে। খলিফা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাওয়ান্দিয়াদের বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

আক্রাসি শাসক আল মনসুর তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা আক্রাসি শাসনকে সুদৃঢ়করণের জন্য বিভিন্ন বিদ্রোহ-গোলযোগ দমনের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খিলাফত লাভের পরপরই তার চাচা ও সিরিয়ার শাসনকর্তা আবুল্লাহ বিন আলীর বিদ্রোহ দমন করেন। কারণ আবুল আক্রাস তাকে পরবর্তী খলিফা বালানোর প্রতিশুতি দিয়েছিলেন। এরপর আবু মুসলিম খোরাসানির অভ্যাধিক জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে পরিকল্পনা করে তাকেও হত্যা করেন। কারণ আবু মুসলিমের জীবদ্ধশায় মনসুর নিজেকে সিংহাসনে নিরাপদ মনে করেননি। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে সানবাদের বিদ্রোহ, রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও খোরাসানির বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রকাশ পায় এবং দেশ মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

সার্বিক আলোচনার প্রক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আল মনসুর তার অক্ষণ পরিশ্রম, অদম্য সাহস, দুরদর্শিতা ও কৃটনৈতিক প্রজ্ঞার বলে সকল বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে নব প্রতিষ্ঠিত আক্রাসি সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করেন।

**প্রশ্ন ১৫** রফিক মিয়া শফিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। জনদরদি ও জনপ্রতিনিধি ইউনিয়নবাসীর অবস্থা ব্যাং অবগত হওয়ার জন্য ছয়াবেশে ইউনিয়ন ভ্রমণ করতেন। জনসাধারণের সর্ববিধ উন্নতি বিধান এবং স্বার্থ সংরক্ষণ তার উপজেলায় কোন চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না।

/উক্ত চেয়ার হাস্ত স্কুল এচ কলেজ, চাকা/

ক. আল মামুন কত খ্রিস্টাব্দে আক্রাসি খিলাফত লাভ করেন? ১

খ. আল মনসুরকে আক্রাসি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন আক্রাসি খলিফার চারিত্রিক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রকাশিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও উক্ত খলিফা নানা গুণের অধিকারী ছিলেন— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৮১৩ খ্রিস্টাব্দে আল মামুন আক্রাসি খিলাফত লাভ করেন।

খ. আবুল আক্রাস পরিকল্পিতভাবে উমাইয়াদের নিধনযাজ্ঞের আয়োজন করেন। এ কারণেই তাকে আস-সাফফাহ বলা হয়।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি ফিলিস্তিনের আবু ফুট্রস নামক স্থানে উমাইয়া বংশীয় ৮০ জনকে মৃশস্তভাবে হত্যা করেন। বসরাতেও অনুরূপ হত্যাযাজ্ঞ সাধিত হয়। শুধু তাই নয় আস-সাফফাহের আদেশে মৃতদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে হাড়গুলো ভস্তীভূত করে বায়ুতে হেঁড়ে দেওয়া হয়। এসকল হত্যাযাজ্ঞের কারণে আবুল আক্রাসকে আস সাফফাহ বা রক্তপিপাসু বলা হয়ে থাকে।

গ. উদ্দীপকে আক্রাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চারিত্রিক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুন-অর-রশিদ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক ও দানশীল ছিলেন। এছাড়াও অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক মাহাযোগের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিষ্ট্য রফিক মিয়ার চারিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

শফিপুরের চেয়ারম্যান রফিক মিয়া ইউনিয়নবাসীর অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য ছয়াবেশে ভ্রমণ করতেন। জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধান এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তার মতো যত্নবান চেয়ারম্যান আর ছিল না।

খলিফা হারুন-অর-রশিদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। অবিচার প্রতিকার এবং অসামান্য ও দুর্দশাপ্রস্তুদের দৃঢ়খ্যোচন করার জন্য রাতে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তার অভ্যাস ছিল। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও

তিনি জনসাধারনের উন্নতি বিধানে ও রাষ্ট্র সম্বৰ্কণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। প্রজাসাধারণের কল্যাণে তিনি নহর-ই-জুবাইদা খনন করেন। তার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও প্রজাবৎসল নৃপতি আক্রাসি খিলাফতের আর কেউ ছিল না বলগেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, রাফিক মিহার চরিত্র ও কর্ম আক্রাসি খিলিফা হাবুন-আর-রশিদের চরিত্রের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

**৭** শুধু উদ্দীপকের উল্লিখিত গুণাবলীই নয়, বরং বহু গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল খিলিফা হাবুন-আর-রশিদের চরিত্রে।

আল হাদীর পুত্রকে পরাজিত করে হাবুন-আর-রশিদ ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ২৩ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার অসামান্য প্রতিভা ও অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাযোগের জন্য ইতিহাসে তার রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জল যুগ। উদ্দীপকের প্রজাবৎসল্য গুণটি ছাড়া বহু গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। খিলিফা হাবুন-আর-রশিদ সিংহাসনে বসেই কঠোর হস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে দক্ষ রণকুশলতার পরিচয় দেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় ও হিমারীয়দের দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইসলামি শরিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আক্রাসি খিলাফতে স্বৃষ্টিগুণের সূচনা করেন। বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিষ্ঠিত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনালয়তন দ্বারা তিনি শহরকে সুসজ্জিত করেন। তিনি সর্বপ্রথম আরব সাম্রাজ্যে হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তার সময়ে সমগ্র রাজ্যে ৩৪টি হাসপাতাল ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, খিলিফা হাবুন-আর-রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির স্বীকৃতির আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

**প্রমাণ ১৬** কৃতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লির সুলতানি আমলের প্রতিষ্ঠাতা। দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, জাতিগত বিরোধ, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে সুলতানি আমলের পতন তুরাবিত হয়। আর ১৫২৬ সালে সম্মাট বাবর কর্তৃক ভারত আক্রমণের মাধ্যমে সুলতানি আমলের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং মুঘল রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(উত্তর হাতে সুলতান এবং কলেজ, ঢাকা)

ক. আক্রাসি কারা?

১

খ. আবুল আক্রাসকে আস-সাফফাহ বলা হয় কেন?

২

গ. সুলতানি আমলের পতনের সাথে তোমার পঠিত আক্রাসি রাজবংশের পতনের কী কী সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. তুমি কি মনে কর সম্মাট বাবরের দিল্লি আক্রমণের ন্যায় একটি আক্রমণই আক্রাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটায়? যুক্তি দাও।

৪

### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আক্রাসিরা হলো মক্তাব কুরাইশ বংশের হাশেমিদের বংশধর।

খ সুজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতানি আমল পতনের কারণের সাথে আক্রাসি রাজবংশের পতনের কারণসমূহের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

যে কোনো সাম্রাজ্যের পতনে কতকগুলো কারণ ত্রিয়াশীল থাকে। আক্রাসি রাজবংশের পতনের মধ্যে উদ্দীপকের অনেকগুলো কারণ লক্ষ করা যায়। এ কারণগুলোর মধ্যে উদ্দীপকের সুলতানি আমলের পতনের কারণের সাথে কতকগুলো সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তা হলো খিলিফাদের অযোগ্যতা, সামরিক বিভাগের প্রতি অমনোযোগিতা, জাতিগত বিভেদ ইত্যাদি।

উদ্দীপকের কৃতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক দিল্লির সুলতানি আমলের পতন তুরাবিত হওয়ার যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো দুর্বল শাসন ব্যবস্থা জাতিগত বিরোধ, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ইত্যাদি। উল্লিখিত কারণগুলোর সাথে আক্রাসি রাজবংশের যথাক্রমে সাদৃশ্যগুলো হলো— দুর্বল শাসন ব্যবস্থার সাথে খিলিফাদের অযোগ্যতা তুলনা করা যায়।

জাতিগত বিরোধের সাথে তুলনা করা যায়। আক্রাসি খিলাফতে হিমারীয়, মুদারীয়, পারস্পরিক তুর্কি, সেমেটিক ও বার্বারদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ ও গোত্রকলহ। এমনকি এযুগে শিয়া, সুনি, মুতাজিলা, আশায়ারী, ফাতেমি প্রভৃতি ধর্মতাবলীদের মাঝে বিরোধ লক্ষ করা যায়। সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা সাথে তুলনা করা যায় আক্রাসি খিলিফাদের সামরিক বিভাগের প্রতি অমনোযোগিতা। যার কারণে সৈন্যবাহিনীর শক্তি হ্রাস পায়। আর এ বিষয়গুলোই সুলতানি আমলের পতনের সাথে আক্রাসি রাজবংশের পতনের সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

**৮** হ্যা, সম্মাট বাবরের দিল্লি আক্রমণের ন্যায় হালাকু খানের একটি আক্রমণই আক্রাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটায়।

যেকোনো সমাজের পতন সহজে হয় না। একেতে কতগুলি কারণ বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কারণ যেমন দায়ী থাকে, তেমনি বহিঃশক্তির আক্রমণও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। আর এটিই উদ্দীপকের সুলতানি শাসন এবং আক্রাসি বংশের পতনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দুর্বল শাসন ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কারণে দিল্লির সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই ১৫২৬ সালে সম্মাট বাবরের ভারত আক্রমণের মাধ্যমে সুলতানি আমলের পতন তুরাবিত হয়। ঠিক এভাবেই আক্রাসি বংশের পতন হয়। আমির-উমরাহদের বৈচিত্র্যাচারিতা, ফাতেমীয়দের উত্থানসহ বহুবিধ কারণে আক্রাসি সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। এমন অবস্থায় ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঝাল নেতৃ চেঙিস খানের পৌত্র হালাকু খান আক্রমণ করলে পৌচশ বছরের আক্রাসি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাগদাদের লোকসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। কিন্তু হালাকুর হয়ে সপ্তাহের ধ্রংসযজ্ঞে ১৬ লক্ষ প্রাণ হ্রাস পায়। সৈয়দ আমির আলী বলেন, তিনি দিল ধরে নগরীর রাজপথে রক্তপ্রাপ্ত প্রবাহিত হয় এবং দজলার পানিত গতিপথে বহু মাইল পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, সম্মাট বাবরের দিল্লি আক্রমণের ন্যায় হালাকু খানের একটি আক্রমণই আক্রাসিদের পরাজয় হয়।

**প্রমাণ ১৭** আমরা জানি যে একটি রাজবংশ একশত থেকে দেড়শ বছরের বেশি তার শৌয়বীর্য ধরে রাখতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে পতন ঘটে।

/শহীদ বীর বিজয় সমিজ ট্রান্সলেট ক্যাম্পাসহেমেট কলেজ, ঢাকা/

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১

খ. বায়তুল হিকমা বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উক্ত রাজবংশ পতনের পরোক্ষ কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উক্ত রাজবংশ পতনের জন্য শেষ খিলিফাকে দায়ী করা হয়— বিশেষণ কর।

৪

### ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা খালিদ বিন বার্মাক।

**১** আক্রাসি খিলিফা আল মামুন প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাস্তুনগৃহ হলো বায়তুল হিকমা।

বায়তুল হিকমা শব্দের অর্থ জননগৃহ। খিলিফা আল মামুন ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বিভাগ এ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। সুপ্রতিষ্ঠিত হুনায়ন বিন-ইসহাক এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে গ্যালেন, ইউক্রিড, টেলেমী, পল প্রমুখ মনীষীদের প্রাচীন গ্রন্থাবলি অনুবাদ করা হতো এবং অনুবাদকারীকে প্রশংসন ও জননে হৃষ্ণমুদ্রায় পারিশ্রমিক প্রদান করা হতো।

**২** উক্ত রাজবংশ অর্থাৎ আক্রাসি বংশের পতনে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলাসহ মানবিধ পরোক্ষ কারণ ভূমিকা রাখে।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো রাজবংশ স্থায়িত্ব লক্ষ করতে পারেনি। একটা নিদিষ্ট সময়ে তাদের পতন তুরাবিত হয়েছে। আক্রাসি রাজবংশের ক্ষেত্রেও এর বিপরীত ঘটেনি। কিন্তু এই রাজবংশের অবলুপ্তির জন্য প্রত্যক্ষ কারণের চেয়ে পরোক্ষ কারণগুলো ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বার্বারদের অত্যাচারকে এই খিলাফত অবসানের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেও ব্যাঙের ছাতার

মতো গ়জিয়ে শুটা অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজবংশের উত্থান ও পরবর্তীতে সাম্রাজ্যের ওপর তাদের কর্তৃত এই বংশের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। আক্রাসিদের বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আল ওয়াসিকের (৮৪২-৮৭) পর অন্য কোন শাসক দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি। যার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ বিদ্রোহ শুরু করলে আক্রাসীয় রাজবংশের পক্ষে তা মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। কেননা পরবর্তী শাসকগণের উদাসীনতা ও অবহেলার ফলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা অরাজকতায় সৃষ্টি হয়। এছাড়াও প্রশাসনের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার পরিপূরক ছিল না। শোধন ও অতিরিক্ত কর আদায়ের ক্ষেত্রেও আরব ও অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখাটা ছিল স্পষ্ট। উত্তরাধিকার অঙ্গুলীয়, পারস্পরিক হিংসা ও বড়বড়। বিলাসবহুল জীবন এবং মদ ও নারী পারিবারিক প্রাণ শক্তিকে ঝংস করে এই সাম্রাজ্যের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। উদ্দীপকে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর শৈথৰীয় হারিয়ে পতনের দিকে ধাবিত হয় বলে যে কথা উচ্চে করা হয়েছে তা আক্রাসি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

**৪** উত্তর রাজবংশ অর্থাৎ আক্রাসি বংশের পতনের জন্য অনেক কারণ থাকলেও চূড়ান্তভাবে পতনের জন্য শেষ খলিফাকে দায়ী করা যায়।

আক্রাসি বংশের পতনের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। এ শাসনামলের শেষ দিকের শাসকগণ ভোগ বিলাসিতায় মন্ত ছিলেন। তাদের দুর্বল শাসন ব্যবস্থার কারণে সাম্রাজ্যের নানা অনিয়ম, অরাজকতা, বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, যা তাদের পতনকে তুরাবিত করে। তবে তাদের চূড়ান্ত পতনের ক্ষেত্রে শেষ খলিফা মুতাসিমের অদ্বৃদ্ধশীতা ও মোগল নেতৃ হালাকু খানের সাথে ঔপর্যুক্ত আচরণ প্রধান ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে একটি রাজ বংশের কথা বলা হয়েছে। যে বংশটি ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে পতন ঘটে। এ বর্ণনার মাধ্যমে আক্রাসি বংশের উত্থান ও পতনকেই নির্দেশ করা হয়েছে। আর আক্রাসি বংশের চূড়ান্ত পতনের জন্য শেষ খলিফা মুতাসিমকে দায়ী করা যায়। কেননা তার অদ্বৃদ্ধশী সিদ্ধান্ত এ বংশের চূড়ান্ত পতন নিশ্চিত করে। ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোজাল নেতৃ চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান গুপ্তাতক সম্প্রদায়কে নির্মূল করার জন্য মুতাসিমের সাহায্য কামনা করলে তিনি তাতে সাড়া দেলনি। এতে ক্ষুধ হয়ে হালাকু খান একই গুপ্তাতকদেরকে উচ্ছেদ করে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বাগদাদ নগরীকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং খলিফার আক্রসমর্পণ দাবি করে মুতাসিমের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করেন। এতেও মুতাসিম সাড়া না দিলে মোজালরা বাগদাদ নগরীর বাইরের প্রাচীর ঝংস করে। নিরূপায় খলিফা মুতাসিম হালাকু খানের নিকট আক্রসমর্পণ করে ও তার পরিবার বর্গের প্রাগভিক্ষ চাইলে ক্রোধাত্মক হালাকু খান এতে কর্ণপাত না করে সপরিবারে মুতাসিমকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এভাবে আক্রাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে। তবে মুতাসিম যদি হালাকু খানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার সাহায্য এগিয়ে যেতেন তাহলে আক্রাসি বংশ আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আক্রাসি শেষ খলিফা তার বংশের চূড়ান্ত পতনের ক্ষেত্রে দায়ী ছিলেন।

**প্রশ্ন ১:** রহমান সাহেব ইতিহাস পঢ়ে জানতে পারেন যে, 'ক' নামক শাসক পূর্ববর্তী রাজবংশের পতন ঘটিয়ে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তের পর তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের পাইকারিভাবে হত্যা করেন। তার নৃশংসতার জন্য তিনি রক্তপিপাসু নামে পরিচিত।

(পর্যবেক্ষণ রচিত রাজিষ্ঠানীক ক্যাস্টমেট কলেজ, ঢাকা)

- |                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. বাগদাদ নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন?                                                          | ১ |
| খ. জালালি ক্যালেভার বলতে কী বোঝায়?                                                        | ২ |
| গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উত্তর শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।                                                      | ৪ |

### ১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**১** বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন আক্রাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর।

**২** বিশিষ্ট দার্শনিক ও জ্যোতিবিদ উমর বৈয়ামের নেতৃত্বে নিশাপুরে জ্যোতিবিদগণ চান্দ মাসের পরিবর্তে সৌর মাস অনুযায়ী দিন গণনার প্রথা প্রচলন করেন, যা জালালি পঞ্জিকা হিসেবে পরিচিত। আক্রাসি শানামলে প্রচলিত গণনা পদ্ধতির ধারাতীয় ভূল সংশোধন করে একটি নতুন পঞ্জিকা তৈরি করা হয়। সুলতান মালিক শাহ জালাল-উদ-দৌলার নামানুসারে এর নাম দেওয়া হয় জালালি পঞ্জিকা।

**৩** উদ্দীপকে 'ক' নামক শাসকের কর্মকাণ্ডে আক্রাসি খিলাফতের প্রথম খলিফা আবুল আক্রাস আস-সাফফাহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মুটে উঠেছে।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশের শেষ শাসক হিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করে আবুল আক্রাস আক্রাসি খিলাফতের সূচনা করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্ঞালে উঠেন। তিনি উমাইয়াদের নির্বিচারে হত্যা করেন। তবে তার নিষ্ঠুরতা সঙ্গেও তিনি দায়িত্বের সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, 'ক' রাস্তপ্রধান হয়েই শত্রুদের ওপর হামলা পরিচালনা করেন ও পূর্ববর্তী শাসকের লোকদের হত্যা করেন যা আবুল আক্রাস আস-সাফফাহের চারিত্রিক গুণাবলির অনুরূপ। ক্ষমতারোহণ করেই তিনি উমাইয়া নির্ধনয়জ্ঞে মেতে উঠেন। তাঁর এ হত্যায়জ্ঞ থেকে মৃত উমাইয়ারা ও রক্ষা পায়নি। তিনি শুধু নিষ্ঠুরই ছিলেন না, অঙ্গীকারের বরখেলাপকারী, এমনকি বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন। তবে ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'সকল নিষ্ঠুরতা সঙ্গেও সাফ-ফাহকে সদাশয়, কর্তৃব্যপ্রায়ণ এবং ভোগসত্ত্ববিহীন নরপতি বলে মনে করা হতো।' সে যুগেও সমাজে একধিক দাসি পরিহাই করার প্রথা বিদ্যমান থাকলেও আস-সাফফাহের সালমা নামক একজন মাত্র ত্রী ছিল। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি কুফা থেকে মুক্তা পর্যন্ত নীর রাজপথ তৈরি করেন এবং হজযাতীদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে দুরত্ব ফলক (mile post) স্থাপন ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি শিল্প ও সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। তিনি জানী, গুণী ও কবি সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন।

**৪** উদ্দীপকের 'ক' নামক শাসক অর্থাৎ আবুল আক্রাস আস-সাফফাহ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান কৃতিত্বের অধিকারী।

আবুল আক্রাস ক্ষমতারোহণ করেই বিদ্রোহীদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মনোনিবেশ করেন। এই ধারায় ইরাকে উমাইয়া রাজপ্রতিনিধি ইয়াজিদ ইবনে হুবাইয়া ক্ষমতা আকড়ে থাকলে আস-সাফফাহ সেনাপতি হসান বিন কাহতাবা এবং ভ্রাতা আবু জাফরকে প্রেরণ করে আবু মুসলিমের পরামর্শে তাকে হত্যা করা হয়।

প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি এবং বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের পর আস-সাফফাহ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা পুনৰ্গঠন করেন। খালিদ বার্মাকিকে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। আবু সালমা আল খালাল যিনি আস সাফফাহকে খলিফা বলে ঘোষণা করতে বিশেষ সহজয়তা করেছেন তাকে উজির পদে নিযুক্ত করা হয় সম্ভবত তিনি বিশ্বস্ত উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করতেন। এছাড়াও তিনি তদীয় ভ্রাতা আবু জাফরকে ইরাক, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর তিনি সেনাপতি আবু মুসলিমকে খোরাসানের এবং সেনাপতি আবু আয়ুনকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তবে তিনি সন্দেহসত্ত্ব ফন্দি করে আবু সালমাকে হত্যা করে এ হত্যার দায়ভার খারেজিদের ওপর চাপিয়ে দেন। তাছাড়া তিনি নিজের বংশের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কুফা হতে আল হাশেমিয়ায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। সেখানে তিনি আল হাশেমিয়া নামে একটি দুর্গ প্রসাদও নির্মাণ করেন। তিনি রাজধানীতে বিভিন্ন উদ্যোগ ও হর্মরাজি নির্মাণ করে সুসজ্জিত করেন।

আবুল আক্রাস আস-সাফফাহের অপরিসীম কৃতিত্বের বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি যে রাজবংশের সূচনা করেছেন তা একটি সভ্যতার সূচনা করেছিল।

**প্রশ্ন ১৯** ভিত্তিতে আলিফ লায়লা সিরিজ চলছে। রূমা, রানা, রীতু অবাক হয়ে তা দেখছে। ওদের দাদু বললেন, তোমরা কি জান, আলিফ লায়লা কল্পলোকের গুরু হলেও এর নায়ক একজন মহান শাসক। ওরা খুবই অবাক হলো এবং সে শাসকের নাম জানতে চাইল। দাদু বললেন, সে শাসকের নাম হারুন-অর-রশিদ। তিনি সমৃদ্ধ এক বিশাল সাম্রাজ্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শাসন করেছেন। তার শাসনামলকে আরবাসীয় বৰ্ণযুগ বলা হয়।

(পেছে কল্পলোকের সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ) ক. আরবাসীয় বৎসে মোট কতজন খলিফা ছিলেন?

১ খ. বার্মাকিদের পরিচয় দাও।

২ গ. দাদুর গঁরোর ভিত্তিতে কল্পলোকের স্বপ্ননগরী হিসেবে হারুন-অর-রশিদের বাগদাদ নগরীর বর্ণনা দাও।

৩ ঘ. দাদুর বক্তব্য অনুসারে হারুন-অর-রশিদের শাসনামলকে বৰ্ণযুগ বলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

৪

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আরবাসীয় বৎসে মোট ৩৭ জন খলিফা ছিলেন।

**খ** বার্মাকিদা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী।

গিলমানের মতে, বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর বলখের বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তার উপাধি ছিল বার্মাক। উজ্জ্বল্য জাফর ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি কুতাইবা ইবন মুসলিম কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়ের সময় যুদ্ধ বন্দিরূপে ধৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে বন্দিত হতে মুক্তি লাভ করে। এরা আরবাসি আন্দোলন থেকে শুরু করে এই বৎসের প্রতিষ্ঠা, বিদ্রোহ দমন ও প্রশাসন পরিচালনায় বিশেষ অবদান রেখে খ্যাতি অর্জন করে।

**ঘ** দাদুর গঁরোর ভিত্তিতে কল্পলোকের স্বপ্ননগরীর ন্যায় হারুন-অর-রশিদের বাগদাদ নগরী ছিল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

হারুন-অর-রশিদ ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাহিতৈষী শাসক। জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি বাগদাদ নগরীকে সমসাময়িক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। এ নগরীকেই উদ্দীপকের দাদু কল্পলোকের স্বপ্ননগরী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আরব্য উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র হারুন-অর-রশিদের শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের নিশ্চয়তা বিধান করা। তিনি বাগদাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, নয়নাভিরাম মিলনায়তন, সুসজ্জিত হেরেম, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার দিয়ে তিনি রাজধানীকে সুসজ্জিত করেন। আরব ইতিহাসবিদ হিটি বলেন, ‘বাগদাদ সারা বিশ্বের একটি অস্তিত্ব নগরী’। যে নগরীকে উদ্দীপকের দাদু কল্পলোকের স্বপ্ননগরী হিসেবে নাতিদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকের দাদুর বক্তব্য অনুসারে হারুন-অর-রশিদের শাসনামলকে বৰ্ণযুগ বলা যৌক্তিক।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ তেইশ বছর (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুন্দীর্ঘ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো, তার অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে সৈন্য পরিচালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন, অসভ্য খাজার উপজাতি এবং দাইলাম প্রদেশে বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদ্রারীয় এবং হিমারীয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন-অর-রশিদের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, পাচ ও প্রতিচ্যোর বহু রাজা তার সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রহী হয়ে উঠেন। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হারুনের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত

করে। তিনি ইসলামি খরিয়াভিত্তিক সুপরিকলিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আরবাসি খিলাফতে স্বর্গযুগের সূচনা করেন। এছাড়া বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন ছাড়া তিনি এ শহরকে সুসজ্জিত করেন। লেবানিজ বৎসে আরব ইতিহাসবিদ ফিলিপ খুরি হিটি (Philip Khuri Hitti) তার History of the Arabs প্রম্পত্বে বলেন, ‘বাগদাদ তখনকার সময়ে সারা বিশ্বের অস্তিত্বীয় শহর ছিল।’

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণালির আরোহণ করে। তাই দাদুর বক্তব্য অনুসারে হারুন-অর-রশিদের শাসনামলকে বৰ্ণযুগ বলা যৌক্তিক।

**প্রশ্ন ২০** জনাব আজম চৌধুরী খলিফা উপজেলার চেয়ারম্যান। প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তার জেলার কোনো চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না।

(পেছে কল্পলোকের সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ)

ক. আরবাসীয় বৎসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়?

১ খ. কাকে এবং কেন আস-সাফ্ফাহ বলা হয়?

২ গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আজম চৌধুরীর সাথে আরবাসীয় কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩ ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চারিত্রিক গুণবলির কারণেই উক্ত খলিফাকে ইতিহাসে বিদ্রোহ বলা হয় কেন? তোমার উত্তরের সপরে যুক্তি দাও।

৪

### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আবু জাফর আল মনসুরকে আরবাসীয় বৎসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

**কু** সূজনশীল ৭ এর ‘খ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত আজম চৌধুরীর সাথে আরবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিষ্ট্যের খালিকটাই জনাব আজম চৌধুরীর চারিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান জনাব আজম চৌধুরীর প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি সদাতৎপর থাকতেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। প্রতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, ‘অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দুঃখমোচন করার জন্য রাতে বাগদাদের রাজপথে দুরে বেড়ানো তার অভ্যাস ছিল।’ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও তিনি দৈনিক একশত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি জনসাধারণের উন্নতি বিধানে ও স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও প্রজাবৎসল নরপতি আরবাসি খিলাফতে আর কেউ ছিল না বলেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, জনাব আজম চৌধুরীর চারিত্রে ও কর্ম আরবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চারিত্রের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** শুধু উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণবলিই নয়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের চারিত্রে আরও অনেক গুণবলির সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তাকে ইতিহাসে বিদ্রোহ বলা হয়।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ তেইশ বছর (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুন্দীর্ঘ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো, তার অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে সৈন্য পরিচালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও বণকুশলতার পরিচয় দেন। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন, অসভ্য খাজার উপজাতি এবং দাইলাম প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদ্রারীয় এবং হিমারীয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন-অর-রশিদের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজা তার সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হারুনের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করে। তিনি ইসলামি শরিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আব্বাসি খিলাফতে স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। এছাড়া বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, আভুরপূর্ণ দরবার, নয়ানভিরাম মিলনায়তন দ্বারা তিনি এ শহরকে সুসজ্জিত করেন। পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

**প্রশ্ন ▶ ২১** সম্মাট m ছিলেন কিংবদন্তির নায়ক। তিনি গরিব-দৃঢ়ীদের প্রতি ছিলেন দরদী এবং অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি ছিলেন কঠোর। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় ছাড়াও গভীর রাত পর্যন্ত ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। তিনি দশবার পরিত্র হজ সম্পাদন করেন।

/ক্লাস্টারমেন্ট প্রাচীনত স্কুল ও কলেজ, মোহেনপুরী, ময়মনসিংহ/

- ক. আস-সাফফাহ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. আবু জাফর আল মনসুরকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? বর্ণনা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন খলিফার সাদৃশ্য হয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উক্ত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মূল্যায়ন কর। ৪

### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** আস-সাফফাহ শব্দের অর্থ কী? ১

**খ.** সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করায় আবু জাফর আল মনসুরকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

আবুল আব্বাস আল-সাফফাহ আব্বাসি বংশের ভিত প্রতিষ্ঠিত করলেও তিনি সাম্রাজ্যকে সুসংঘবন্ধ কাঠামো দিতে পারেননি। কিন্তু খলিফা আল মনসুর সিংহাসনে বসে অক্ষণ্ট পরিশ্রম, অদ্যম সাহস, দুরদর্শিতা ও প্রজা দ্বারা ভিতরে-বাইরের সকল বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেন। তাই তাকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

**গ.** উদ্দীপকের সম্মাট m এর সাথে আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশিদের মিল রয়েছে।

আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশিদের রাজত্বকালে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। একজন প্রজারাজক শাসক হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই শাসক একাধারে ন্যায়বিচারক, রাজ্যবিজেতা, কৃটনৈতিক, সমরকুশলী, দানশীল, কঠোরতা ও কোমলতা, ধর্মভীরু, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। উদ্দীপকেও সম্মাট m এর ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন দেখতে পাই।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, সম্মাট m একজন প্রজারাজক শাসক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমন করেন। গরিব-দৃঢ়ীদের জন্য ছিলেন দরদী। হজ, নামাজ ছাড়াও গভীর রাত পর্যন্ত তিনি ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন। অনুরূপভাবে খলিফা হারুন অর-রশিদও একজন প্রজাতিহীয় ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও

প্রতি রাতে একশ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চৱম বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমন ও রাজ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও প্রজাকল্পণাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। প্রজাসাধারণের অসুবিধার কথা চিন্তা করেই তিনি ৮০২ সালে নহরে ‘জুবায়দা’ নামক খাল খনন করেন। সুতরাং খলিফা হারুন অর রশিদের সাথে উদ্দীপকের সম্মাটের কার্যক্রমের মিল থাঁজে পাওয়া যায়।

**ঘ. উক্ত খলিফা আর্দ্ধ হারুন-অর-রশিদ অত্যন্ত মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।**

কিংবদন্তির নায়ক খলিফা হারুন-অর-রশিদ তার খিলাফতকালে ইসলামের ইতিহাসে এক হিসেবের অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিন্তাকর্ষক বাস্তিত্ত এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খলিফা হারুন অর রশিদ অত্যন্ত ধর্মপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন। প্রজাদরদি শাসক প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য হস্তাবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। এছাড়াও প্রতি রাতে একশ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। তিনি এতটাই ধর্মিক ছিলেন যে, দশবার হজত্বত্ব পালন করেন। ন্যায়বিচার ও দানশীলতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। প্রতিবার হজত্বত্ব পালনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে অকাতরে ধন-সম্পদ দান করতেন। তিনি বিরোধীদের প্রতি যেমন কঠোর ছিলেন তেমনি প্রজাসাধারণ ও বন্ধুদের নিকট ছিলেন অত্যন্ত সহজয়। এতিহাসিক আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাপ্রদদের দৃঢ়ত্বমোচন করার জন্য রাতে বাগদানের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তার অভ্যাস ছিল। তিনি সমরনেপুণ্যে, অভ্যন্তরীণ শাস্তি ও নিরাগতা বিধানে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অত্রজাতিক পরিমণ্ডলে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, যা তার চারিত্রিক মাধুর্যকে আরো ড্রাইভিত করে তোলে।

**প্রশ্ন ▶ ২২** রেজা সাহেব ছিলেন জ্ঞানপিপাসু শাসক। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিতদের প্রশংসনীয় আরবি ভাষায় অনুবাদ করান। অনুবাদ কার্যকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য রাজধানী শহরে জ্ঞান গৃহ নামে একটি প্রতিষ্ঠান করা হয়। তার শাসনকালকে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়।

**ক. সেলজুক বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিল?** ১  
**খ. বার্মাকি কারা? বর্ণনা দাও।** ২  
**গ. উদ্দীপকের রেজা সাহেবের সাথে কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।** ৩  
**ঘ. তার শাসনকালকে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয় - উক্তিটির যথার্থতা নির্মপণ কর।** ৪

### ২২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** সেলজুক বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন মালিক শাহ।

**খ.** বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী।

গিলমানের মতে, বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরু জাফর বলখের বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তার উপাধি ছিল বার্মাক। উক্তের জাফর স্তু ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি কুতাইবা ইবন মুসলিম কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়ের সময় মৃত্যু বন্দিরূপে ধৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে বন্দিত্ব হতে সুস্থির লাভ করে। এরা আব্বাসি আন্দোলন থেকে শুরু করে এই বংশের প্রতিষ্ঠা, বিদ্রোহ দমন ও প্রশাসন পরিচালনায় বিশেষ অবদান রেখে খ্যাতি অর্জন করে।

**গ.** উদ্দীপকে রেজা সাহেবের সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুনের তুলনা করা যায়।

আব্বাসি খলিফা আল মামুনের রাজত্বকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চৰ্চা ও অগ্রযাত্রার গৌরবময় যুগ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী একজন বাস্তিত্ত। তিনি বিশ্ব বহুল শাসনকার্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্ধক স্থায়ী স্বত্তিত্বের রেখে গোছেন। তার রাজসভায় বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ সমুজ্জ্বল ছিল। তিনি এথেল, আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থান

থেকে বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন পণ্ডিতগণের ওপর সেগুলোকে আরবি ভাষায় অনুবাদের ভার অর্পণ করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় এরিন্টটল, প্লেটো, ইউক্রিড, টলেমি প্রমুখ মনীষীর গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদ কার্যকে সৃষ্টিভাবে পরিচালনার জন্য মাঝে ৮৩০ সালে বাগদাদে 'বাযতুল হিকমাহ' বা জ্ঞানগৃহ (House of Wisdom) নামে একটি কার্যালয় স্থাপন করেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, রেজা সাহেব ছিলেন একজন জ্ঞানপিণ্ডসু সুলতান। তিনি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। অনুবাদ কার্যকে সৃষ্টিভাবে পরিচালনার জন্য রাজধানী শহরে জ্ঞানগৃহ নামে একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়। এ বিষয়গুলো আমরা খলিফা আল মামুনের রাজত্বকালেও লক্ষ করি।

**১.** উদ্দীপকের রেজা সাহেবের অর্থাৎ খলিফা আল মামুনের রাজত্বকাল ছিল মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ।

আরবাসি খলিফা আল মামুন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পোটা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। আরবাসি আমলে এক্ষেত্রে যে ব্রহ্মযুগের সূচনা হয় তার পুরোটা ছিলেন আল মামুন। তার উদার পৃষ্ঠপোষকতায় জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বহু দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, আইনবিদ, হাদিস সংগ্রাহক প্রভৃতি মনীষী তার দরবারে স্থানলাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সর্ব বিভাগে অপূর্ব উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মানুনের আমলে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক মানবিক জ্ঞানরণ সংঘটিত হয়। ইউরোপের নবজাগরণ ও আধুনিক সভ্যতা তারই সুচিহ্নিত ভাবধারা ও দূরদর্শিতার ফল। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল, কলেজ, মাস্তুলা প্রতিষ্ঠা করেন। এগেস, আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া ও এশিয়ার মাইনর থেকে তিনি প্রায়ত মনীষীদের গ্রন্থাবলি এনে তা আবরিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি বাগদাদে ৮৩০ সালে বাযতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে গণিত, ভূগোল, চিকিৎসা, রসায়নবিদ্যা, দর্শন ও সাহিত্যক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। আবুল হাসান নামক একজন বৈজ্ঞানিক এসময় দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌ-কম্পাস আবিষ্কার করেন। মুহাম্মদ বিন মুসা আল খাওয়ারিজমী (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) মামুনের রাজত্বকালে আত্মপকাশ করেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও ভূগোলবিদ। তার সিদ্ধিত হিসাবুল জবর ওয়াল মুকাবালাহ অঙ্ক ও বীজগণিতের ওপর প্রাচীনতম গ্রন্থ। সে যুগে উহানা বিন খোসাওয়াহ একজন বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। আল মামুনের আমলে রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ভস্তীকরণ ও লঘুকরণ সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন। তিনি প্রতি মঙ্গলবার সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা সভা আজ্ঞান করতেন। সেখানে বহু জ্ঞানগুর্ণ বক্তৃতা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। এছাড়াও ফারসি সাহিত্য, ফিকাহশাস্ত্র, হস্তলিপি শিল্প ও সংগীত শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল আল মামুনের শাসনামলে।

**প্রশ্ন ▶ ২৩** মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 'রোহিঙ্গা' নামে অভিহিত করা হয়। পুরোনো দলিলপত্রে দেখা যায়, ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত এখানে 'রোসাঙ্গ' নামে একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য ছিল। রাজা বোদাওয়াফা এ অঞ্চল দখল করার পর সেখানে বৌদ্ধ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় এসে রোহিঙ্গাদের সকল অধিকার ছিনিয়ে নেন। এমনকি তাদের ওপর অমানুমিক নির্মাতন ও হত্যাকাণ্ড চালান। /শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর/

ক. খায়জুরান কে ছিলেন? ১

খ. আরবাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? তার সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সাথে খলিফা হারুনের শাসনামলের যে পরিবারের মিল রয়েছে তাদের সম্পর্কে লিখ। ৩

ঘ. উক্ত জাতিগোষ্ঠীর পতনের কারণগুলো লিখ। ৪

### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. খায়জুরান ছিলেন আরবাসি খলিফা আল হাদী এবং হারুন-অর-রশিদের মা।

**১.** আরবাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবু জাফর আল মনসুর। আবু জাফর হলেন আরবাসি খলিফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আরবাসের ভাই। ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আরবাসি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। খলিফতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি তার চাচা এবং জাবের যুন্দের সেনাপতি আব্দুর্রাহিম বিন আলীর বিদ্রোহ দমন করেন। আরবাসি খলিফত প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালনকারী আবু মুসলিম খোরাসানিকে তিনি সুকোশলে হত্যা করেন। এছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার করে আবু জাফর আল মনসুর আরবাসি খলিফতকে সুদৃঢ় ভিত্তের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন।

**২.** উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সাথে খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনামলের বার্মাকি উজির পরিবারের মিল রয়েছে। বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়াদের নিকট যুদ্ধবন্দীর পথে ধৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বন্দিত হতে মুক্তি লাভ করেন। তারা আরবাসি আন্দোলনেও যোগ দেন। উদ্দীপকেও এই বার্মাকি পরিবারের চিত্তই অভিক্ষেপ হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মায়ানমারের রোহিঙ্গারা নিজেদের দক্ষতাবলে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের পোতাপত্তি করে। পরবর্তীতে বৌদ্ধরা তা দখল করে নেয় এবং তাদের ওপর নির্মাম নির্মাতন চালায়। একই পরিস্থিতি বার্মাকি পরিবারের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

আরবাসি সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বার্মাকি উজির পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহিয়ার পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। খালিদ ইবন বার্মাকি আরবাসি খলিফত প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। খলিফা মনসুর খালিদ বার্মাকির পুত্র ইয়াহিয়াকে আমেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে খলিফা হারুন ইয়াহিয়াকে উজিরের পদে নিযুক্ত করেন। ইয়াহিয়ার চার পুত্র যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আরবাসি খলিফতকে সেবা করে এর পৌরো ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অক্রম পরিশেষ করেন। এভাবে উদ্দীপকের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতো বার্মাকি পরিবারও আরবাসি খলিফতের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে।

**৩.** অতিরিক্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি, আমিরগণের সাথে শত্রুতা, খলিফা হারুন-অর-রশিদের সন্দেহ প্রভৃতি কারণে উক্ত জাতিগোষ্ঠী তথা বার্মাকিদের পতন হয়।

হারুন-অর-রশিদের শাসনামলে বার্মাকি বংশ পৌরো ও ঐশ্বর্যের চূড়ায় আরোহণ করে। তাদের প্রভাব বৃদ্ধি জাফর বার্মাকি কর্তৃক হারুনের বোন আরবাসাকে গোপনে বিবাহ এবং ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠানী ভূবে হারুন-অর-রশিদ ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে এ বংশের পতন ঘটান। যা উদ্দীপকে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বর্ণিত আছে, রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠী 'রোসাঙ্গ' নামে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় এসে রোহিঙ্গাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। আর আরবাসীয় শাসনামলে দীর্ঘ সময়ের বস্তর পরমনিষ্ঠা, অবচল আনুগত্য ও আত্মান্বয় এবং অসামান্য কমনেপুণ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বার্মাকি উজিরগণ আরবাসাদের শক্ত ভিত্তি ওপর প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ফজল বিন রাবীর ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, উজির জাফরের প্রাসাদ ঘড়ঘন্টের ঘটনার পর বার্মাকি জাফর কর্তৃক হারুনের বোন আরবাসাকে গোপনে বিবাহ এবং নানা সন্দেহ ও লোকজনের নানারকম কথার প্রভাবে খলিফা হারুন-অর-রশিদ বার্মাকিদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ হন। খলিফা হারুন-অর-রশিদের মাঝে মাঝে রাজ্য, মুসা ও মুহাম্মদকে রাজ্যাদ্য করে তাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াঙ্গ করা হয়। এবং ৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ফজল কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। এরই সাথে বার্মাকিদের পতন ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, অতিরিক্ত প্রভাব, উচ্চাভিলাষ, খলিফার সন্দেহ প্রভৃতি কারণে বার্মাকিদের পতন ঘটে।

**প্রশ্ন ▶ ২৪** অযোদ্ধার বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘন্টা-কলহ দীর্ঘদিনের। সম্ভাট বাবর ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে এটি শ্রী রামের জন্মস্থান এবং তাদের জন্য পৃণ্যভূমি। তারা জায়গাটি উন্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগদ উক্ত জায়গাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষের সূচনা হয়। এই সংঘর্ষ কয়েক দশক পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণ নিহিত ছিল। /শেরপুর সরকারি কলেজ প্রেসার/

ক. গুপ্তধাতক সম্প্রদায়ের নেতা কে? ১

খ. নিজামুল মুলক সম্মন্দে যা জান লিখ। ২

গ. উন্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষের সাথে আক্রাসি আমলের শেষের দিকের যে সংঘর্ষ সাদৃশ্যপূর্ণ তার কারণগুলো লিখ। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির উপর কীবৃপ্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

#### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গুপ্তধাতক সম্প্রদায়ের নেতা হলেন হাসান বিন সাবাহ।

**খ** আলাপ-আরসালান এবং মালিক শাহের উজির হিসেবে খাজা হাসান নিজামুল মুলক (রাজ্যের সংগঠক) সেলজুক বংশ তথা আক্রাসি সুন্নি খিলাফতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

নিজামের একনিষ্ঠ সেবা ও আনুগত্যে গ্রীত হয়ে সুলতান মালিক শাহ তাকে আতাবেগ (আমিরের শাসনকর্তা) উপাধিতে ভূষিত করেন। পি কে হিস্তি তাকে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের অলঙ্কার বলে অভিহিত করেন। নিজামুল মুলকের সিয়াসতনামা রাজ্য শাসন প্রণালির ওপর লিখিত একটি গবেষণামূলক রচনা বলে মনে করা হয়।

**গ** উন্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষের সাথে আক্রাসি আমলের শেষের দিকে সংঘটিত ক্রুসেডের যুদ্ধ সাদৃশ্যপূর্ণ।

নানা কারণে ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল। তন্মধ্যে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বাধিক্যিক, সামাজিক, মনস্তান্তিক প্রভৃতি অন্যতম। ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হলো ধর্মীয় কারণ। ধর্মীয়ভাবে জেরুজালেম মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি তথা তিন গ্রান ধর্মাবলম্বনের পৃণ্যভূমি। খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে জেরুজালেম মুসলমানদের দখলে আসে খ্রিস্টান জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। যা পরবর্তীতে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে বৃপ্ত নেয়। অন্যদিকে, ডুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল মুসলমানদের অধীনে থাকায় আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়া ও ইউরোপিয়ানরা আর্থিক সংকটে পরাও ধর্মযুদ্ধে বা ক্রুসেডের অন্যতম ক্ষরণ। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের অন্যতম একটি প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক। স্পেনে উমাইয়া, আক্রিকায় ফাতেমি, আরব ভূখণ্ডে আক্রাসি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপের খ্রিস্টানরা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে। বেনজামিন জে কেদার বলেন, ‘নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়।’ অপরদিকে সামাজিকভাবে খ্রিস্টানরা সামন্তান্ত্রিক হওয়ায় তারা চারিত্বিক কারণেই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত হয়।

উন্দীপকেও আমরা লক্ষ করি যে, অযোধ্যার বাবরি মসজিদকে নিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধের সূত্রপাতা হয়। এই বন্ধের মূল কারণ ছিল উভয় সম্প্রদায়ই বাবরি মসজিদকে নিজেদের ধর্মীয় তথা পুন্যস্থান বলে দাবি করে। তাছাড়া এর পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি কারণও বিদ্যমান ছিল। আর এই কারণের সাথে ক্রুসেডেরও সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** সংঘর্ষের ঘটনাটি অর্থাৎ ক্রুসেড ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ক্রুসেডের প্রভাবে হাদিশ শতাব্দী হতে ইউরোপে হাসপাতালের উত্থব ও প্রসার এবং সর্বসাধারণের মানাগার প্রবর্তিত হয়। খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের কাছ থেকে মেরিনার্স কম্পানির ব্যবহার শিক্ষা লাভ করে। মুসলমানদের নিকট থেকে তারা সুপন্থি দ্রব্য মসলা, মিষ্টান্ন ও বিভিন্ন প্রকার বেশভূষার ব্যবহার ও গৃহসজ্জা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ক্রুসেডে লিপ্ত খ্রিস্টানরা মুসলমানদের

উন্নত সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব, বুচিপূর্ণ জীবনযাত্রা রচক্ষে অবলোকন করে বিস্মিত হয়। ক্রুসেড প্রাচী ও পাচাত্তের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেছিল। ফলে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। প্রাচ্যের আচার-ব্যবহার, বীতিনীতি, পোশাক-পরিজ্ঞান এবং গৃহবিন্যাস করার সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস ইউরোপীয়রা এতই প্রভাবাব্ধিত হয় যে, তারা ‘হৃবতু আল বায়ুর’ (সমুপ্রভাত) কথাটি পর্যন্ত নিজেদের দেশে চাল করে। ঐতিহাসিক হুটন ও ওয়েবস্টার বলেন, ‘তারা মার্জিত বুচিজ্ঞান, উন্নততর ভাবধারা ও উদার সহানুভূতি নিয়ে বংশেশ প্রত্যাবর্তন করে।’ মুসলমানদের উন্নত ভাবধারার সংস্পর্শে আসার প্রভাবে প্রথমে নবজাগরণে তথা রেনেসাঁ পরে নব্য ইউরোপের জন্ম হয়েছে।’

পরিশেষে বলা যায়, ক্রুসেড ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

**প্রশ্ন ▶ ২৫** ইতিহাসে অনেক গণহত্যার নজির রয়েছে। তেমনি এক গণহত্যার ফলে একটি নদীর পানি রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। ঐ গণহত্যায় একটি রাজবংশের ৫০০ বছরের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। তদানিন্তন সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ নগরী ধ্বন্সন্ধূপে পরিষ্ঠত হয়।

/নিউ প্রচ টিচ্চি কলেজ, রাজশাহী/

ক. কত খ্রিস্টাব্দে আক্রাসি বংশের পতন হয়? ১

খ. আক্রাসি শাসনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. বাগদাদ ধ্বন্সকারীর পরিচয় দাও। ৩

ঘ. বাগদাদ ধ্বন্সের ফলাফল নিরূপণ কর। ৪

#### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আক্রাসি বংশের পতন হয়।

**খ** আক্রাসি শাসনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন হয়েছিল।

আক্রাসীয় শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যাপ্তি লাভ করে। চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক, পাটিগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণগণিত ও ভূগোলের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। খলিফা মামুন কর্তৃক নির্মিত বায়তুল হিকমাহ ছিল আক্রাসিদের গৌরবোজ্জ্বল ধূগের অন্যতম প্রতীক। যেখানে প্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি, পল, এরিস্টল ও প্লেটোর রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে সেগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হতো। তাই বরা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আক্রাসীয়রা অসামান্য অবদান রেখেছে।

**গ** মোজগল নেতা হালাকু খান বাগদাদ নগরী ধ্বন্স করেন।

হালাকু খান ছিলেন চেঙিস খানের অন্যতম পুত্র তোলুইয়ের সন্তান। তার মাসোরগাগতানি বেকি ছিলেন একজন প্রভাবশালী কেরাইত শাহজাদি। সোরগাগতানি ছিলেন একজন নেস্টরিয়ান খ্রিস্টান। হালাকু খানের স্তু দকুজ খাতুন এবং তার স্বনিষ্ঠ বন্ধু ও সেনাপতি কিতুকুও খ্রিস্টান ছিলেন। মৃত্যুর আগমনে হালাকু খান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। উন্দীপকে মোজগল নেতা হালাকু খান সম্পর্কে বলা হয়েছে যার আক্রমণে আক্রাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

১২৫৫ সালে মোজগল নেতা হালাকু খান দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া মুসলিম অঞ্চল জয়ের জন্য অভিযান চালান। হালাকু খানের অভিযানের সময় গুপ্তধাতক সম্প্রদায় হ্যাসাসিনদের ধ্বন্স করা হয় এবং আক্রাসীয় খিলাফতের পতন হয়। ১২৫৮ সালে হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করেন।

আক্রাসি খলিফা মুনতাসিম ৪০ দিন প্রতিরোধ করার পর দুর্বল হয়ে পড়ায় প্রাণভিক্ষা চাল। ১২৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খলিফা ও তার পরিবারের সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে তার আক্রমণের মধ্য দিয়ে আক্রাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে। সুতরাং বলা যায়, আক্রাসি বংশের পতনকারী হিসেবে হালাকু খান আজও ইতিহাসের পাতায় চিরমারণীয় হয়ে আছেন।

**য** বাগদাদ ধর্মসের ফিলাফল ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নৃশংস যার মাধ্যমে আক্রাসি বৎশের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

আক্রাসি শাসনামলের পতনের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। আক্রাসি বৎশের শেষ দিকের শাসকগণ ছিল অযোগ্য ও ভোগ-বিলাসে মন্ত। তাদের দুর্বলতা এ বৎশের পতনকে ত্বরান্বিত করে। তবে হালাকু খানের আক্রমণই ছিল এ বৎশের পতনের চূড়ান্ত কারণ।

১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মোজাল নেতা হালাকু খান গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে নির্মূল করার জন্য আক্রাসি খলিফা মুসতাসিমের (১২৪২-৫৮) সহযোগিতা চেয়ে চিঠি দেন। খলিফা তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং অপমানসূচক উত্তর দেন। হালাকু খান এতে চৰম ক্ষুব্ধ হন। তিনি একাই গুপ্তঘাতকদের নির্মূল করেন। এরপর ১২৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি বাগদাদ আক্রমণ করেন। হালাকু খানকে বাধা দেওয়ার সাথ্য খলিফার সৈনিকদের ছিল না। তারা দু'বার পরাজিত হন। শেষে বাগদাদের সুরক্ষিত দেয়ালের মধ্যে আশ্রয় নেন। হালাকু খান ৪০ দিন নগর অবরোধ করে রাখেন। তারা বড় পাথর ও আগুন দিয়ে নগরদেয়াল ভেঙে ফেলেন। নিরূপায় খলিফা হালাকু খানের কাছে প্রাণভিঙ্গ চান। কিন্তু হালাকু খান অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খলিফার রাজপরিবারের সকলকে হত্যা করেন। ইবনে খালদুনের মতে, বাগদাদের ২০ লাখ লোকের মধ্যে ১৬ লাখ লোক হালাকু খানের সেনাদের হাতে নিহত হয়। খানসেনারা বাগদাদে কল্পনাতীত ধূমস্ফোর্জ চালায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় হালাকু খানের আক্রমণে রাজবৎশের সকলে নিহত হওয়ায় আক্রাসিদের চূড়ান্ত পতন ঘটে। আর আক্রাসিদের পতনে এ ঘটনাই ছিল প্রত্যক্ষ কারণ।

**প্রশ্ন ▶ ১৬** ফারিন একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পড়ছিল। নতুন খিলাফতের প্রথম শাসক না হওয়া সত্ত্বেও তাকেই এই রাজবৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। খিলাফত লাভের পরপরই তিনি তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর তিনি 'X' কে নির্মতভাবে হত্যা করেন। এছাড়া তিনি পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দুই শত লোককে কারাবুন্ধ করেন। তার গৌরবময় কীর্তি হলো একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা যা ছিল তার সাম্রাজ্যের রাজধানী। তার নামানুসারে এই নতুন নগরীর নামকরণ করা হয়।

(নিউ গ্র্যান্ড ট্রাফি কলেজ, রাজশাহী)

- ক. আক্রাসি বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১  
খ. আক্রাসিদের পরিচয় দাও। ২  
গ. ফারিনের পঠিত কাহিনির সাথে তোমার পঠিত কোন আক্রাসীয় খলিফার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর ফারিনের পঠিত শাসকের চেয়ে তোমার পঠিত শাসক অধিক কৃতিত্বের দাবিদার? একমত হলে যুক্তি দাও। ৪

### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আক্রাসি বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর আল মনসুর।

**খ** আক্রাসিরা মজার বিখ্যাত কুরাইশ বৎশের হাশেমি শাখা হতে উত্তৃত।

আক্রাসি বৎশের নামকরণ করা হয়েছে মহানবি (স) এর পিতৃবা আল আক্রাস বিন আবুল মুত্তালিব বিন হাশেমের নাম থেকে। কুরাইশ বৎশের অন্য শাখাটি উমাইয়া নামে ব্যাপ্ত। আল আক্রাসের মৃত্যুর পর তার চার পুত্র সিফিনের যুদ্ধের সময় উমাইয়া গোত্রের মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে হাশেমি গোত্রের হ্যরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করেন। আর্থায়তার দিক থেকে উমাইয়াদের তুলনায় মহানবি (স)-এর নিকটতম হওয়ায় নিজেদেরকে মুসলিম খিলাফতের বৈধ দাবিদার বলে তারা দাবি করত।

**গ** সূজনশীল ৩ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সূজনশীল ৩ এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ১৭** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বজ্রবন্ধুর প্রচেষ্টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চার জন্য এখানে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ করা হয়। এখানে একটি অনুবাদ বিভাগও রয়েছে। এ বিভাগে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার বইগুলো বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা রয়েছে।

আর তি এ ল্যাব স্কুল এজ কলেজ, কুম্ভা।

- ক. 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১  
খ. সালাহউদ্দীন আইয়ুবির পরিচয় দাও। ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইসলামি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সাথে খলিফা আল-মামুনের কোন সংস্কার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. আক্রাসীয় খিলাফতে সংস্কৃতির উন্নয়নে উক্ত সংস্থার অবদান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তুলনায় বেশি ছিল—বিশ্বেষণ কর। ৪

### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থের রচয়িতা হলো সেলজুক সুলতান মালিক শাহের উজির খাজা হাসান নিজামুল মুলক।

**খ** টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত তিকরিতে ১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সালাহউদ্দীন আইয়ুবি জন্মগ্রহণ করেন।

তার বাবা ছিলেন কুর্দি নেতা আইয়ুব। সালাহউদ্দীন আইয়ুবি ১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা পদে স্থলাভিষিক্ত হন। শাসক ও ব্যক্তি হিসেবে তিনি মহানুভব ছিলেন। কুসেভারদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর্পর্যপূর্ণ অবদান রাখেন।

**গ** সূজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সূজনশীল ২ এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ১৮** সম্মাট 'ক' ছিলেন কিংবদন্তি নায়ক। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের তিনি যেমন কঠোর শাস্তি দিতেন, অন্যদিকে গরিব-দৃঢ়ুরীদের প্রতি ছিল তার অপরিসীম দয়া। তিনি নামাজ আদায় করা ছাড়াও গভীর রাত পর্যন্ত অতিরিক্ত ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। তিনি প্রতিদিন পৃচ্ছ অর্থ দান-খয়রাত করতেন। কোনো কাজ তিনি অবহেলায় ফেলে রাখতেন না এবং রাজকোষ থেকে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো খরচ করতেন না। পাশাপাশি সবসময় তার প্রজাদের মজালের কথা ভাবতেন।

আর তি এ ল্যাব স্কুল এজ কলেজ, কুম্ভা।

- ক. বালখ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের নাম কী ছিল? ১

- খ. হাসান বিন সাবাহ ইতিহাসে পর্বতের বৃন্দ মানব নামে পরিচিত কেন? ২

- গ. উদ্দীপকের সম্মাট 'ক' এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন বিষ্যাত শাসকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

- ঘ. উক্ত খলিফার আর কী কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন ছিল বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বালখ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের নাম নওবাহার।

**খ** হাসান বিন সাবাহ পর্বতে শিখরের একটি সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন বলে তিনি পর্বতের বৃন্দ মানব নামে পরিচিত।

সেলজুক সুলতান শাহের রাজত্বকালে ইসলামের ইতিহাসের হত্যাকারী সম্প্রদায় বা গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের উত্তর হয়। আর এ গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাসান বিন সাবাহ। তিনি ইরানের উত্তর-পশ্চিমে আলামুত পর্বত শিখরে একটি সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন এবং এখান থেকেই সন্তানী কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন। পর্বতে বাস করার জন্য তিনি পর্বতের বৃন্দ মানব নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকে 'ক'-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে আক্রাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের কঠোরতা, কোমলতা, দানশীলতা, ধর্মভীরুতা, কর্তব্যপ্রায়ণতা, সততা ও ব্রহ্মভাষ্যী ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আক্ষাসি খলিফা হাবুন-অর-রশিদ ছিলেন একজন জনদরদি শাসক। তবে তিনি অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে ছিলেন চরম কঠোর। কঠোরতা ও কমলতার অপূর্ণ মিশ্রণ ঘটেছিল তার চরিত্রে। তিনি নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন করতেন এবং প্রচুর দান করতেন। তার এ সকল গুণাবলী উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সম্মাট 'ক' গরিবদের প্রতি দয়া করতেন, বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দিতেন, নামাজ পড়তেন, প্রচুর দান-ব্যয়রাত করতেন এবং প্রজাদের মজালের কথা ভাবতেন। অনুরূপভাবে খলিফা হাবুন-অর-রশিদও ছিলেন একজন প্রজাশিতিষ্ঠী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনি গরিব ও দুর্ঘাতের প্রতি তিনি ছিলেন পৃষ্ঠের মতো কোমল। তার মতো ন্যায়পরায়ণ, মহানুভব, দানবীর নরপতি সে যুগে ছিল না বললেই চলে। তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করতেন। এছাড়াও তিনি প্রত্যেক রাতে একশ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। তিনি প্রতিদিন ১০০০ দিনহাম করে দান করতেন। কোনো কাজ তিনি অবহেলা করে ফেলে রাখতেন না। তিনি রাজকোষ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতেন না। তিনি কম কথা বলতেন। উদ্দীপকের সম্মাট 'ক' এর ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

**য** উদ্দীপকের সম্মাট 'ক' অর্থাৎ খলিফা হাবুন-অর-রশিদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শাসক হিসেবে আরও অনেকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

উদ্দীপকে হাবুন-অর-রশিদের বিদ্রোহ দমন, ধর্মপরায়ণতা ও জনকল্যাণমূলক গুণের প্রকাশ ঘটেছে। একজন সফল শাসক হিসেবে তার আরো অনেক গুণাবলির অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ সকল গুণাবলির মধ্যে রয়েছে সমরকুশলী, কৃটনৈতিক, উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, ন্যায়বিচারক, আপসহীন, রাজ্যবিজেতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি।

কিংবদন্তির নায়ক খলিফা হাবুন-অর-রশিদ তার খিলাফতকালে ইসলামের ইতিহাসে এক হিরন্যায় অধ্যায়ের সূচনা করেন। তারপরও শাসক হিসেবে তার সমরকুশলী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ দেশকে বিহুশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তার একটি দক্ষ সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা উচিত ছিল। এই সামরিক বাহিনীর সাহায্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দমন করতে পারতেন। একজন প্রসিদ্ধ শাসক হিসেবে খলিফা হাবুন-অর-রশিদকে রাজ্য বিজয় করে সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি করে তার মনোনিবেশ করা উচিত ছিল। তাছাড়াও তার বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। একজন সফল শাসক হিসেবে হাবুন-অর-রশিদকে ন্যায়বিচারক ও প্রজারঞ্জক শাসক হওয়া প্রয়োজন। অরাজকতা দমন করতে এবং প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য তার মধ্যে এ গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। খলিফা হাবুন-অর-রশিদকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। এ সকল অন্যায়, অবিচার, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁকে আপোসহীন হতে হবে। যার মাধ্যমে তিনি তার সাম্রাজ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ শাসক হিসেবে তাঁকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। ফলে তার শাসনকাল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

উপরের আলোচনায় বোঝা যায় যে, একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ শাসক হিসেবে খলিফা হাবুন-অর-রশিদের উপর্যুক্ত চারিত্রিক গুণাবলি থাকা প্রয়োজন ছিল বলে আর্থি মনে করি।

**প্রশ্ন** ▶ ২৯ নাহিন তার বাবার কাছে একজন খলিফার গল্প শুনছিল। যিনি অত্যন্ত যোগ্য ও সৎ শাসক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও জনহিতকর কার্যে রাজার সঙ্গে অংশ নিতেন। তবে রাজ্য পরিচালনায় তিনি একটি বিশেষ বংশের উজিরের উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু উজিরের কাজকর্মে সন্দিহান হয়ে তিনি সে উজিরকে বংশসহ ধ্বংস করেন।

/অর. তি. এ ন্যাব স্কুল এন্ড কলেজ, কৃষ্ণ/

- |    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ক. | আক্ষাসি খলাফতের রাজধানী কোথায় ছিল? 1                                                 |
| খ. | আক্ষাসি বংশের পতনে কেন নদীর পানি কীভাবে রঞ্জিত হয়েছিল? 2                             |
| গ. | উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ বংশের সাথে তোমার পঠিত কোন বংশের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা কর। 3 |
| ঘ. | উল্লিখিত বংশের ধ্বংসের ঘটনা উল্লেখ কর। 4                                              |

## ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** আক্ষাসি খলাফতের রাজধানী ছিল বাগদাদ।
- খ** আক্ষাসি বংশের পতনে টাইগ্রিস নদীর পানি রক্তে রঞ্জিত হয়। ১২৫৮ সালে মোজাল নেতা হালাকু যান বাগদাদ আক্রমণ করেন। তার আক্রমণের মধ্য দিয়ে পাঁচশ বছরের দীর্ঘস্থায়ী আক্ষাসি বংশের পতন ঘটে। হালাকু থান ছয় সপ্তাহ ধরে বাগদাদে ধ্বংসাত্ত্ব পরিচালনা করেন। এতে বাগদাদের ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৬ লক্ষ প্রাণ হারায়। আর তাদের রক্তে টাইগ্রিসের পানি এর গতিপথে বহু মাইল পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়।
- গ** উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ বংশের সাথে আমার পঠিত বার্মাকি পরিবারের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়াদের নিকট যুদ্ধবন্দিরূপে মৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বন্দিত হতে মুক্তি লাভ করেন। তারা আক্ষাসি আন্দোলনেও যোগ দেন। উদ্দীপকেও এই বার্মাকি পরিবারের চিহ্নই অঙ্গিত হয়েছে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত আক্ষাসি সাম্রাজ্যের পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। ইয়াহিয়ার পিতা খালিদ ইবন বার্মাকি আক্ষাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। খলিফা মনসুর খালিদ বার্মাকির পুত্র ইয়াহিয়াকে আমেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে খলিফা হাবুন ইয়াহিয়াকে উজিরের পদে নিযুক্ত করেন। ইয়াহিয়ার চার পুত্র যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আক্ষাসি খিলাফতকে সেবা করে এর পৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অক্ষত পরিশ্রম করেন। এভাবে উদ্দীপকের বিশেষ বংশের মতো বার্মাকি পরিবারও আক্ষাসি খিলাফতের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে।
- ঘ** উল্লিখিত বংশ অর্থাৎ বার্মাকি পরিবারের ধ্বংসের ঘটনা ছিল অত্যন্ত মর্যাদিক।

পারস্যবাসী বার্মাকি বংশ হাবুনের খিলাফতে প্রধান উজিরের পদে অধিষ্ঠিত হলে আরব আমিরগণ তাদের প্রভাব হারাতে থাকেন। অন্যদিকে, ফজল বিন রাবির ব্যক্তিগত শক্তুতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, উজির জাফরের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ঘটনা, বার্মাকি জাফর হাবুন-অর-রশিদের বেন আবৰ্সাকে গোপনে বিয়ে করা এবং নানা সন্দেহে ও লোকজনের নানা রূপক কথার প্রভাবে খলিফা হাবুন বার্মাকিদের প্রতি দুর্বই কৃত্তি হন, যা তাদের পতনের দরজা খুলে দেয়। অর্থাৎ এ সকল বিষয়ই বার্মাকিদের উদ্দীপকের ন্যায় পরিণতির দিকে ধাবিত করে।

খলিফা হাবুন বার্মাকিদের বহুপুরুষের সেবার কথা ভুলে গিয়ে হ্তান্ত এক রাতে মনসুর নামক তাঁর এক নৈশ অনুচর দ্বারা জাফরের শিরশেদ করান। বৃদ্ধ ইয়াহিয়া, ফজল, ও মুসাকে রাজ্য কারাবুন্দ করা হয় এবং তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াণ্ড করা হয়। ৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়াহিয়া এবং ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ফজল কানাগারে মৃত্যুবরণ করেন। আর এভাবেই বার্মাকি উজিরের পতন সম্পন্ন হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বার্মাকিদের উদ্দীপকের বিশেষ বংশের মতো একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। আক্ষাসি খলিফা হাবুন জাফর বার্মাকিকে হত্যা এবং অন্যদের কারাবুন্দ করে খালিদ বিন বার্মাকির প্রতিষ্ঠিত বার্মাকি উজির পরিবারকে সমূলে বিনাশ করেন।

**প্রশ্ন ৩০** রহিম মিয়া রায়পুর ইউনিয়নের একজন শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান। জনদরদি এই প্রতিনিধি ইউনিয়নবাসীর অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছস্ববেশে ঘুরে ঘুরে খোঁজ খবর নিতেন। অন্যায়কারী বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। জনগণের সার্বিক মজলিসের জন্য তিনি ছিলেন বেশ যত্নবান।

(দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর)

- ক. আক্বাসি খিলাফতের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
- খ. আবু মুসলিম খোরাসানি কে ছিলেন? ২
- গ. উদ্দীপকে চেয়ারম্যান রহিম মিয়ার মধ্যে আক্বাসি কোন মহান খলিফার চারিত্রিক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও উন্ত আক্বাসি খলিফা ছিলেন নানা গুণের অধিকারী - তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. আক্বাসি খিলাফতের রাজধানী ছিল বাগদাদে।

খ. সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকে রহিম মিয়ার মধ্যে আক্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চারিত্রের প্রজারাজক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

আক্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ একজন প্রজারাজক শাসক হিসেবে বিশেষ সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য তিনি ছস্ববেশে নগর ভ্রমণ করতেন। খলিফা স্বয়ং সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমা ও পরিপথগুলো পরিদর্শন করতেন। তিনি কখনও শাসনকার্যে কষ্ট দ্বিকারে পিছপা হতেন না। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধানে এবং প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণে সে যুগে বিশেষ কোনো শাসকই তাঁর মতো যত্নবান ছিলেন না। ব্যবসায়ী, সওদাগর, পণ্ডিত ও বৌদ্ধব্রাহ্মণ যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করত, এটা তাঁর শাসনকার্যের দক্ষতাই পরিচয় বহন করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, রহিম মিয়া রায়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। জনদরদি এ জনপ্রতিনিধি ইউনিয়নবাসীর অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছস্ববেশে ইউনিয়ন ভ্রমণ করতেন। জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধান এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁর উপজেলায় কোনো চেয়ারম্যানই তাঁর মতো যত্নবান ছিলেন না। এ বিষয়গুলো আমরা আক্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চারিত্রের প্রজারাজক গুণাবলির মধ্যেও দেখতে পাই।

ঘ. উদ্দীপকে রহিম মিয়ার অধীর খলিফা হারুন-অর-রশিদের চারিত্রে প্রজারাজক গুণাবলি ছাড়াও আরও অনেকগুলো গুণাবলি বিদ্যমান।

আক্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চারিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংগ্রহণ ঘটেছিল। ন্যায়বিচারক, রাজ্যবিজেতা, সহারকুশলী, কৃটনেতিক, কঠোরতা, ও কোমলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক, সংগীতকলার বাহক, ধর্মতীরুতা, দানশীলতা ইত্যাদি ছিল তাঁর চারিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনি গরিব-দুঃখীদের প্রতি তিনি ছিলেন পৃষ্ঠের ন্যায় কোমল। ব্যক্তিগত জীবনে হারুন ছিলেন ধর্মতীরু। তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। তিনি প্রত্যেক রাত্রিতে ১০০ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। তাঁর তেইশ বছর শাসনকালে তিনি ন্যাবার হজারত সম্পাদন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও দানবীর। তিনি প্রতিদিন ১০০০ দিরহাম দান-ধ্যানাত করতেন। তিনি একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন। অরাজকতা দমন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন আপসাহী। খলিফা হারুন-অর-রশিদ একজন রাজ্যবিজেতা হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সাইপ্রাস, ক্রিটস, হেরেক্সিয়া প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় করেন। এছাড়াও সাম্রাজ্যকে বাহিশত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি সিসিলি, ফ্রান্স, চীনসহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু রাজ্যের নৃপতিগণের সাথে কৃটনেতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি সবার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চার হার উন্নত করে দেন। তাঁর দরবার ছিল জরীগুপ্তি লোকদের তীর্থস্থান। তিনি একটি সংগীত একাডেমি ও প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে খলিফা হারুন-অর-রশিদের উপর্যুক্ত গুণাবলির কোনো ইঙ্গিত নেই। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রকাশিত গুণাবলি ছাড়াও হারুন-অর-রশিদ আরও নানা গুণাবলির অধিকারী ছিলেন।

**প্রশ্ন ৩১** বসনিয়ার সরকার নিজ দেশের বিভিন্ন বিষয়ের পশ্চিমদের সহযোগিতায় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে দেশি-বিদেশি বিষ্যাত ব্যক্তিদের বইপত্র সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষা-সাহিত্য, ইতিহাস দর্শনে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে উন্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেশের কল্যাণে একটি বৃগ্নালী অধ্যায় সংযোজন করে।

(দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর)

- ক. 'আস-সাফফাহ' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. বাগদাদ নগরীর বর্ণনা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির সাথে আক্বাসি খলিফা আল মামুনের কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. গবেষণা কর্মকাণ্ডে বসনিয়ার উন্ত সংস্থার চেয়ে আক্বাসি প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে আরও বেশি ছিল - বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'আস-সাফফাহ' শব্দের অর্থ রত্নপিণ্ডসু।

খ. বাগদাদ নগরী আক্বাসি খাসনামলে অত্যন্ত সুরম্য নগরী ছিল।

বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আবু জাফর আল মনসুর। তিনি টাইগ্রিস নদীর ডান তীরে একটি সুন্দর নগরী প্রতিষ্ঠা করে তার নাম রাখেন বাগদাদ এবং এখানে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। ১,০০,০০০ শ্রমিক ও শিল্পী সুদীর্ঘ ৪ বছর অক্রম্য পরিশ্রম করে ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম ব্যয়ে এই নতুন নগরীর নির্মাণ কাজ শেষ করে।

গ. সৃজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ৩২** বিজ্ঞান চৰ্চা, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক মৌলিক গ্রন্থ অনুদিত ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাকাশ সম্পর্কিত অনেক তথ্য ও শান্তিশালী দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

(বাংলাদেশ সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. আক্বাসি বংশে মোট কতজন খলিফা ছিল? ১

খ. হারুন-অর-রশিদ ইসলামের ইতিহাসে এত বিষ্যাত কেন? ২

গ. বাংলা একাডেমির কাজের সাথে আক্বাসির খিলাফতের কোন সংস্থার কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এ যুগের কাগজের কল, মন্ডির, দূরবীণ যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কারে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকার ন্যায় কোন আক্বাসি খলিফা ভূমিকা রেখেছিলেন বলে তুমি মনে কর? তোমার উন্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আক্বাসি বংশে মোট ৩৭ জন খলিফা ছিল।

খ. বৈদেশিক নীতি, জুনকল্যাণমুখী কার্যকলাপ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য খলিফা হারুন-অর-রশিদ ইতিহাসে বিষ্যাত হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত, জোর্ডিবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানগণ অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দানশীলতার জন্য তিনি ছিলেন জগত্প্রিদ্যাত। প্রজাসাধারণের কল্যাণ ছাড়াও বৈদেশিক নীতির জন্য তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ঘ. সৃজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

**ব** উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকার ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় আক্ষরিক খলিফা আল মামুনের অবদান ছিল অপরিসীম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি নামক একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে। তাহাড়া বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। কাগজের কল, মানমন্দির, দুরবীন যত্ন আবিষ্কারে বাংলাদেশ সরকার সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় এ সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। সরকারের এ ভূমিকার ন্যায় খলিফা আল মামুনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

খলিফা আল মামুন জ্যোতির্বিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন। তাই তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাগদাদের সঁগ্রহক্টে শামাসিয়া নামক স্থানে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। মামুনের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আদেশে মুসলিম মনীষীগণ বিবুরণে, পৃথিবীর আকৃতি, সূর্যঘড়ি পৃথিবীর ব্যাস, চন্দ্র-সূর্যের দ্বারা সম্পর্কিত মল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। তার সময়ে পদার্থবিদ আবুল হ্যসান দুর্বীণ যত্ন আবিষ্কার করেন। খলিফা মামুনের শাসনামলে আক্ষরিক গণিত শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি নিজে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। তার সময়কার বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন 'হিসাবুল-জবর ওয়াল মুকাবালাহ' রচয়িতা আল খাওয়ারিজামি'। বোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ভস্মীকরণ ও লঘুকরণ সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন। এছাড়া খলিফা মামুন দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিতে অবদান রেখেছেন। দার্শনিক আল কিন্দি খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি 'এরিস্টটল ধর্মতত্ত্ব' আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মুসলিম দর্শনের সাথে প্রেটো ও এরিস্টটলের মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আক্ষরিক খলিফা আল মামুন বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকার ন্যায় গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন, ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় অসামান্য অবদান রাখেন। এ কারণে তার রাজত্বকালকে অগাস্টান যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

**প্রশ্ন ৩৩** শিহাব আক্ষরিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘটনা পড়ছিল। নতুন খেলাফতের সময় খলিফা না হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। খেলাফত লাভের পরপরই তিনি তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর তিনি নিরত্ব 'ক' কে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এছাড়া পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন। তার গৌরবময় কীর্তি হলো একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা, যা ছিল তার রাজ্যের রাজধানী। তার নাম অনুসারে এই নতুন শহরের নামকরণ করা হয়।

/গ্রাহণবাক্সের সরকারি মহিলা অন্দেশ/

- ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১  
খ. আবুল আক্ষরিক আস-সাফিয়াহ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা ক্ষমতা প্রহণের পর যে সকল বিদ্রোহ দমন করেছিল তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তাকে কেন আক্ষরিক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তা মূল্যায়ন কর। ৪

### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খলিদ বার্মাক।

খ. সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা অর্থাৎ আবু জাফর আল মনসুর ক্ষমতা প্রহণের পর চাচা আবদুল্লাহ বিন আলীর বিদ্রোহসহ সানবাদ, রাওয়ান্দিয়া, খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন।

আবুল আক্ষরিক আস-সাফিয়াহ মৃত্যুর পর ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে আবু জাফর আল মনসুর খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা হয়ে আক্ষরিক বংশের জন্য তুমিকুরুপ কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ আচরণ করেন। ফলে সেসকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিদ্রোহ করে। আবু জাফর আল মনসুর তাদের বিদ্রোহ দৃঢ়তার সাথে দমন করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করেই আবু জাফর আল মনসুর চাচা আবদুল্লাহ বিন আলীর বিদ্রোহ দমনের জন্য আবু মুসলিম খোরাসানিকে প্রেরণ করেন। নাসিবিনের যুদ্ধে আবদুল্লাহকে প্রারজিত করা হয়। আবু মুসলিম খোরাসানিকে প্রতিষ্ঠান্বৃত্তি দেবে তাকে হত্যা করলে সানবাদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আল মনসুর বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে সানবাদের বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া আল মনসুর খারেজি বিদ্রোহ দমন করেন। সুতরাং আবু জাফর আল মনসুর ক্ষমতা প্রহণের পর উল্লিখিত বিদ্রোহ দমন করে আক্ষরিক বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

**ব** আক্ষরিক খেলাফত সুদৃঢ়করণে খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের অসামান্য অবদানের জন্য তাকে এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। খলিফা মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের শাস্তি ও সম্মতির জন্য তিনি সকল প্রকার বিদ্রোহ দমন করে অভ্যন্তরীণ শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে মাজুসি সম্প্রদায়ের নেতা সানবাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে সানবাদকে প্রারজিত করেন। ৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন, রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের পর আবু জাফর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তার শাসনামলে তাবারিন্স্তান ও গিলান জয় করেন এবং কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম-উত্তরে অবস্থিত দায়লামকে আক্ষরিক সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। প্রশাসনিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে খলিফা মনসুর দামেস্ক থেকে রাজধানী বাদগাদে স্থানান্তর করে বাগদাদকে সুদূর ও সুপরিকল্পিত নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। সামরিক শক্তিই যে সাম্রাজ্যের মূলনীতি এ সত্যকে অনুধাবন করে আল মনসুর একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শক্তিশালী নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাহাড়া তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শির-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা মনসুর তার সাম্রাজ্যের শাস্তি ও সম্মতির জন্য যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তার স্বীকৃতিভূরূপ তাকে আক্ষরিক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

**প্রশ্ন ৩৪** 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ' একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। একদল অগ্রসর ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানটি আয়োজকাশ করে। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য এখানে রয়েছে প্রচুর গ্রন্থ, দেশ বিদেশি জার্নাল ও প্রকাশনা। দেশ বিদেশ হতে বতু শিক্ষানুরাগী জ্ঞান সাধনার জন্য এখানে আসেন। তবে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞান পিপাসুদের সকল চাহিদা প্ররূপ করতে পারছেন।

/ইস্লামী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস/

ক. আল মামুনের মাতার নাম কী? ১

খ. 'নহর-ই-জুবায়দা' কী? ২

গ. 'এশিয়াটিক সোসাইটি' সাথে আক্ষরিক খলিফা আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানটি সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রতিষ্ঠানটির পূর্ণ প্রতিজ্ঞা নয়' — বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আল মামুনের মাতার নাম হলো জুবাইদা।

খ. নহর-ই-জুবাইদা হলো খলিফা হারুন-অর-রশিদের ত্রী জুবাইদাৰ অর্থাৎনে খননকৃত একটি খাল।

হারুন-অর-রশিদ ৮০২ খ্রিস্টাব্দে মহীয়সী জুবাইদা, আমীন ও মামুনকে নিয়ে মৃত্যু হজ পালন করেন। এ সময় সম্রাজ্ঞী জুবাইদা মক্কাবাসীর পানির কষ্ট দেখে ১৫,০০,০০০ দিনার ব্যয়ে কোরাত নদীর উপকূল হতে মৃত্যু পর্যন্ত একটি খাল খনন করেন। এটা নহর-ই-জুবাইদা নামে পরিচিত।

গ. সৃজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ২ এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন** ▶ ৩৫ সোনারতরী রাজ্যের রাজা হীরা চৌধুরীকে বলা হয় কিংবদন্তির নায়ক। তিনি অন্যায়কারীদের প্রতি যেমন ছিলেন কঠোর; তেমনি গরিব-দৃষ্টব্যদের প্রতি ছিলেন উদার ও সহানুভূতিশীল। তিনি সকল ধর্মীয় বিধি-বিধান নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। তিনি প্রচুর দান খয়াত করতেন এবং প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকনের জন্য রাত্রিকালে ছদ্মবেশে পথে-প্রাতুরে ঘুরে বেড়াতেন। সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেশের মতো বহির্বিশেও তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন।

(ইস্পাহানী প্রাচীন স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানীবাস)

ক. 'আকবাস' কে? ১

খ. 'আরবীয় জওয়ান অব আক' কাকে বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের মানবিক গুণাবলি কোন আকবাসি খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'একটি সুদূরপ্রসারী ও দূরদৰ্শী পরবাস্তুনীতি উক্ত আকবাসি খলিফাকে উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের চেয়ে আরও বেশ বিখ্যাত করেছে' — বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'আকবাস' ছিলেন আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের বোন।

খ. আকবাসি শাসনামলে খারেজিদের নেতৃত্বদানকারী মহিলা লায়লা মতান্তরে আল ফারিয়া 'আরবীয় জোয়ান অব আক' নামে পরিচিত। আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ে খারেজি নেতৃ ওলীদ বিন তারিক আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং মেসোপটেমিয়ার তুলওয়ান পর্যন্ত চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। ফলে হারুন-অর-রশিদ তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। তার মৃত্যুর পর তারই ভাগী লায়লা মতান্তরে আল ফারিয়া খারেজিদের নেতৃত্ব প্রদর্শ করেন। তিনি উপর্যুক্তি সংঘর্ষে খলিফার বাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি ইতিহাসে Arabian Joan of Ark নামে পরিচিতি লাভ করেন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হীরা চৌধুরীর সাথে আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিন্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিষ্ট্যের বানিকটাই রাজা হীরা চৌধুরীর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।  
রাজা হীরা চৌধুরী প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি সদাতৎপর থাকতেন। খলিফা হারুন অর-রশিদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, "অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাত্মকদের দৃঢ়খ্যান করার জন্য রাতে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তার অভ্যাস ছিল।" ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও তিনি দৈনিক একশত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি জনসাধারণের উন্নতি বিধানে ও স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও প্রজাবৎসল নৱপতি আকবাসি খলিফতে আর কেউ ছিল না বলেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, হীরা চৌধুরীর চরিত্র ও কর্ম আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. একটি সুদূরপ্রসারী ও দূরদৰ্শী পরবাস্তুনীতি আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদকে উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের চেয়ে অধিক বিখ্যাত করেছে।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ তেইশ বছর বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুনীর রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিন্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসকদের সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। উদ্দীপকেও তার কৃটনৈতিক অবদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাজা হীরা চৌধুরী তার প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত উদার ও সহানুভূতিশীল। তার রাজ্যে সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেশের মত বহির্বিশেও তিনি বেশ পরিচিত। কিন্তু সেটি খলিফা হারুন-অর-রশিদের দূরদৰ্শী কৃটনৈতির সমকক্ষ নয়। কেননা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজা-বাদশার সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন। হারুনই প্রথম মুসলিম শাসক, যিনি চীনের সন্ত্রাট ফাগফুর প্রেরিত রান্ডুত্তকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং চীনের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বের ঘোষণা দেন। তিনি ফ্রান্সের সমসাময়িক নৃপতি শালিম্যানের সাথে এবং ভারতবর্ষের রাজাদের সাথেও কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, রাজা হীরা চৌধুরীর তুলনায় খলিফা হারুন-অর-রশিদ কৃটনৈতির ক্ষেত্রে অধিক দূরদৰ্শী ও সফল ছিলেন।

**প্রশ্ন** ▶ ৩৬ জনাব এখলাস সাহেব একজন উপজেলা চেয়ারম্যান।

উপজেলার সর্বসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বিভিন্ন গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি একজন ধর্মনিষ্ঠ শাসক ছিলেন। পার্শ্ববর্তী উপজেলা চেয়ারম্যান বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তার সাথে শঠতার আশ্রয় নিলেও তিনি বারবার ক্ষমা করে দেন। /কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ/

ক. বায়তুল হিকমা কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. কুসেড বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যানের সাথে আকবাসি কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিনিধি যে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করেছিল উক্ত— খলিফার বৈদেশিক নীতির সাথে তার তুলনা করে ত্রিতীয়সিকদের সমালোচনা তুলে ধরো। ৪

### ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. খলিফা আল-মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন।

খ. কুসেড বলতে দ্বাদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধকে বোঝায়।

একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনিশত বছর ধরে সৌধাপরায়ণ ও বিকুল খ্রিস্টান জগৎ ধর্মের ডাকে বক্ষে ক্রুস চিহ্ন ধারণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে মুক্ত পরিচালনা করে, তাই ইতিহাসে কুসেড নামে পরিচিত। কুসেড শব্দটির অর্থ ধর্মযুদ্ধ। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রুস থেকে 'কুসেড' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। মুসলিম এশিয়ার বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ইউরোপের সীমান্তীন হিসা-বিহেষ প্রকাশিত হয়েছে কুসেড নামক এ ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে।

গ. উদ্দীপকে এখলাস সাহেবের মধ্যে আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের প্রজারঞ্জক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ একজন প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে বিশে সর্বাধিক ধ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য তিনি ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ করতেন। খলিফা স্বয়ং সাম্রাজ্যের প্রাস্তুতীয়া ও গিরিপথগুলো পরিদর্শন করতেন। তিনি কখনও শাসনকার্যে কষ্ট ব্রীকারে পিছপা হতেন না, বিপুল বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধানে এবং প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণে সে যুগে বিশে কোনো শাসকই তাঁর মতো যত্নবান ছিলেন না। ব্যবসায়ী, সওদাগর, পণ্ডিত ও তীর্থ্যাত্মিকণ যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিদ্রমণ করত, এটাই তাঁর শাসনকার্যের দক্ষতার পরিচয় করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, এখলাস সাহেব উপজেলা চেয়ারম্যান। জনদরদি এ জনপ্রতিনিধি উপজেলাবাসীর অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বিভিন্ন গ্রাম ভ্রমণ করতেন। জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধান এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তার উপজেলায় কোনো চেয়ারম্যানই তাঁর মতো যত্নবান ছিলেন না। এ বিষয়গুলো আমরা আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের প্রজারঞ্জক গুণাবলির মাঝেও দেখতে পাই।

**৬** উদ্দীপকে বর্ণিত বারবার ক্ষমার বিষয়টির সাথে খলিফা হারুন-অর-রশিদের বৈদেশিক নীতির মিল রয়েছে।

আরবু উপন্যাসের নায়ক আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনকাল ইতিহাসে বৃণ্যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বৈদেশিক নীতিই তাকে শাসক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। যদিও ঐতিহাসিকরা তার এই বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করেছেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের বারবার ক্ষমা করার ঘটনাটি খলিফা বাইজেন্টাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাসের প্রতি খলিফা হারুন-অর-রশিদের নীতির ইঙ্গিত দেয়। নাইসিফোরাস বারবার কর প্রদানের প্রতিশ্রূতি দিয়েও প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করেন। দাঙ্গিকতাপূর্ণ আচরণের জন্য খলিফা ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। কিন্তু ধূর্ত নাইসিফোরাস সন্ধি ভঙ্গ করে পুনরায় মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। খলিফা পুনরায় তাকে শাস্তি দিতে অভিযান প্রেরণ করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু নাইসিফোরাস প্রতিবাইহ সন্ধি ভঙ্গ মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এ সম্ভব কারণে অনেক ঐতিহাসিক খলিফা হারুন-অর-রশিদকে চারিত্বিক দুর্বলতার কথা বলে তার সমালোচনা করেন। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও তার ক্ষমার কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের নীতি খলিফা হারুন-অর-রশিদের নীতিবাই অনুরূপ।

**প্রমাণ ৩৭** সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হলেও সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে চালিগ্রাসহ সকল শত্রু ও বিদ্রোহীকে নিশ্চিহ্ন করেন। এসব কঠোর কর্মকাণ্ড বাহ্যিক দৃষ্টিতে অমানবিক হলেও সালতানাতের নিরাপত্তা জন্য এর বিকল্প ছিল না।

/কুমিল্লা সরকারি পিটি কলেজ/

ক. বাগদাদ নগর কে প্রতিষ্ঠা করেন?

১

খ. আবুল আব্বাসকে আস-সাফাহ লা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুলতানের সাথে খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য তুলে ধরো।

৩

ঘ. "খলিফার কর্মকাণ্ড ব্যক্তিস্থার্থে নয় বরং বংশের স্বার্থেই নেয়া পদক্ষেপ"— উদ্দীপকের সাথে তুলনা করে বিশ্লেষণ কর।

৪

### ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর বাগদাদ নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

**খ** সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সাথে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের মিল রয়েছে।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নন, কিন্তু নিজ বৃন্দিমত্তা, প্রজ্ঞা আর কঠোর পরিশ্রম করে তারা সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন। অভিস্তরীণ ও বহিশক্তুকে কঠোর হস্তে দমন করে তার সাম্রাজ্যকে শক্তিমূল্য করেছেন। আবার সাম্রাজ্যের উন্নতিতেও তারা ব্যাপক অবদান রেখেছেন। এমন দুজন শাসক হলেন উদ্দীপকের বলবন এবং আব্বাসি খলিফা আল মনসুর।

আবুল আব্বাস আস সাফাহ আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হলেও আব্বাসি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবু জাফর আল মনসুর। খলিফা মনসুর তার অক্ষত পরিশ্রম, দূরদর্শিতা, কৃটবীতি বলে অভিস্তরীণ ও বহিশক্তুকে দমন করে আব্বাসি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজ খিলাফতের তুমকির আশঙ্কায় চাচাকে বন্দি (পরবর্তী মৃত্যুবরণ), আবু মুসলিম খোরাসানি, শিয়া ইমাম মুহাম্মদ ও ইত্তাহিম প্রমুখ ব্যক্তিকে হত্যা করেন ও আব্বাসি বংশকে শত্রুমুক্ত করেন। একইভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হলেও সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি

খলিফা মনসুরের ন্যায় রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রয়োগ করে চারিশ চক্রসহ সকল শত্রুকে ধ্বংস সাধন করে দিল্লি সালতানাতকে শত্রুমুক্ত করেন। সুতরাং গিয়াসউদ্দিন বলবনের সাথে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের সুলতানের মতো আব্বাসি খলিফা আল মনসুরও যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা মূলত আব্বাসি বংশের কল্যাণে, নিজের স্বার্থে নয়।

দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোরনীতি প্রয়োগ করে সালতানাতের শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করেছিলেন। তার এ কঠোরনীতি ও কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে অমানবিক মনে হলেও সালতানাতের নিরাপত্তা ও সম্পদ্বার জন্য এর বিকল্প কোনো পথ ছিল না। অনুরূপভাবে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর সিংহাসনে আরোহণের পর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নীতিতে দারুণ পরিবর্তন সাধন করেন।

খলিফা মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করেই তার চাচা 'জাবের যুদ্ধ বিজেতা' আবুজ্বাহ বিন আলীর রোষানলের সম্মুখীন হলে আবু মুসলিম খোরাসানিকে প্রেরণ করে তাকে পরাজিত ও বন্দি করেন। পরবর্তীতে তিনি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। আব্বাসি বংশের জন্য তুমকি মনে করে তিনি মুসলিম খোরাসানিকেও কৌশলে হত্যা করেন। তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করেন। এমনকি আব্বাসি আলেকানে, সহায়তাকারী আলীর বংশধরদের হাতে কমতা প্রদান না করায় আলী বংশীয় সমর্থক শিয়া ইমাম মুহাম্মদ ও ইত্তাহিম যথাক্রমে মদিনা ও বসরার বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলিফা মনসুর তাদের পরাজিত ও হত্যা করে আব্বাসি রাজবংশকে শত্রুমুক্ত করেন। এভাবে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর আব্বাসি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার জন্য 'তথা বংশের স্বার্থে দমন-পীড়ন, হত্যাযজ্ঞ ও কঠোরনীতি অবলম্বন করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, খলিফা আল মনসুর আব্বাসি বংশকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর সাথে তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে জড়িত ছিল না।

**প্রমাণ ৩৮** 'ক' একজন ধার্মিক ও প্রজাদরদি শাসক। তিনি প্রজাদের দৃঢ়-কষ্ট দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি পানির কষ্ট দূর করার জন্য তার ত্রীর নামে একটি কৃপ খনন করেন। তিনি দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজসহ ১০০ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন।

//বি এ এফ প্রাইভেট কলেজ, চট্টগ্রাম/

ক. 'Arabian Joan of Ark' কাকে বলা হয়?

১

খ. 'পর্বতের বৃক্ষ লোক' বলা হয় কাকে এবং কেন?

২

গ. উদ্দীপকে 'ক' এর ন্যায় পাঠ্যবইয়ের শাসকের অবদান বর্ণনা করো।

৩

ঘ. পানির কষ্ট দূর করা জন্য তিনি কি কিছু করতে পেরেছিলেন? আলোচনা করো।

### ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** খারেজি নেতা ওয়ালিদের ভাগী লায়লাকে 'Arabian Joan of Ark' বলা হয়।

**খ** সৃজনশীল ২৮ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকে 'ক'-এর চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের কোমলতা, দানশীলতা, ধর্মভীরুতা, কর্তব্যপ্রাপ্তি ও সততা ইত্যাদি চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ ছিলেন একজন জনদরদি শাসক। তবে তিনি অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে ছিলেন চরম কঠোর। কঠোরতা ও কমলতার অপূর্ণ মিশ্রণ ঘটেছিল তার চরিত্বে। তিনি নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন করতেন এবং প্রচুর দান করতেন। তার এ সকল গুণাবলীই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক 'ক' প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে ছড়াবেশে ঘুরে বেড়াতেন। প্রজাদের পানির সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ঝীর নামে একটি কৃপ খনন করেন। দৈনিক ফরজ নামাজের পাশাপাশি ১০০ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। অনুরূপভাবে খলিফা হাবুন-অর-রশিদও ছিল একজন প্রজাহিতীয় ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনি গরিব ও দুঃখীদের প্রতি তিনি ছিলেন পুশ্পের মতো কোমল। তার মতো ন্যায়পরায়ণ, মহানুভব, দানবীর নরপতি সে যুগে ছিল না বললেও অতুষ্টি হয় না। তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করতেন। এছাড়াও তিনি প্রত্যেক রাতে একশ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। তিনি প্রতিদিন ১০০০ দিরহাম করে দান করতেন। উদ্দীপকেও শাসক 'ক' এর ক্ষেত্রেও এ বিমুগ্ধলোর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

**ঘ** হ্যা, পানির কষ্ট দূর করার জন্য তিনি নহর-ই-জুবাইদা নামে একটি খাল খনন করেন।

হাবুন-অর-রশিদ ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি প্রজাদের উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে দেখতেন। পানি কষ্ট দূর করার জন্য তিনি ঝীর নামানুসারে নহর-ই-জুবাইদা খাল খনন করেন যা উদ্দীপকে বর্ণিত আছে।

উদ্দীপকের 'ক' নামের প্রজাদরদী শাসক প্রজাদের পানিকষ্ট দূর করার জন্য ঝীর নামানুসারে একটি কৃপ খনন করেন। যেটা আক্রাসি খলিফা হাবুন-অর-রশিদের ঝীর নামানুসারে 'নহর-ই-জুবাইদা' খাল খননের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দূর দূরাত্ত থেকে ইজ করতে যাওয়া হজযাতীদের পানি কষ্ট দূর করার জন্য হাবুন-অর-রশিদ ঝীর জুবাইদার উৎসাহে ফোরাত থেকে যক্তা পর্যন্ত একটি খাল খনন করেন। এটিই ঝীর জুবাইদার নামানুসারে 'নহর-ই-জুবাইদা' নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায়, পানির কষ্ট দূর করার জন্য হাবুন-অর-রশিদ 'নহর-ই-জুবাইদা' খাল খনন করেছিলেন।

**প্রশ্ন** ▶ ৩৯ ইদিস বংশের শাসকদের মধ্যে দিদার ছিলেন সাহসী ও ক্ষমতাবান। তবে তার চরিত্রে নৈতিক দিক ছিল সন্দেহ প্রবণতা। যার কারণে তিনি তার বিশ্বস্ত সেনাপতিকে হত্যা করেন। নিষ্ঠুর হলেও তিনি কর্তব্যপরায়ণ ও ভোগাসন্তুবহীন মানুষ। প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি ও শাসন পরিচালনার মাধ্যমে তিনি প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত পেয়েছেন।

(বিএক্স পার্টন কলেজ, চট্টগ্রাম)

- |                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. 'কালীলা ওয়া দীমনা' কী?                                                                   | ১ |
| খ. বার্মাকিদের পরিচয় দাও।                                                                   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের দিদারের সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির প্রাথমিক কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. কী কারণে তুমি তাকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করো?                                        | ৪ |

### ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'কালীলা ওয়া দীমনা' সংস্কৃত ভাষায় রচিত পশুপক্ষীর গল্প সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ।

**খ** সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত দিদারের সাথে পাঠ্যবইয়ের আবু জাফর আল মনসুরের প্রাথমিক কার্যাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ।

আবুল আক্রাস আস সাফাফাহ-এর মৃত্যুর পর ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আবু জাফর কুফায় আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং আল-মনসুর বা বিজয়ী উপাধি ধারণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নানা বিদ্রোহের সম্মুখীন হন এবং তা কঠোর হস্তে দমন করেন। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত দিদারের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

ইদিস বংশের শাসক দিদার ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে নানা রোধানলে পড়েন। তিনি সবকিছু শক্ত হাতে মোকাবিলা করে সাম্রাজ্যের ভিতকে মজবুত করেন। তাই জনকল্যাণে তিনি তেমন ভূমিকা রাখতে পারেননি। একইভাবে খলিফা মনসুর আক্রাসি খিলাফতের ভিতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সাম্রাজ্যের জন্য তুমকিহুরূপ এমন প্রত্যেককে নিশ্চিহ্ন করে নিজ বংশকে নিষ্কৃতক করেন। এক্ষেত্রে তিনি চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। যেমন-আক্রাসি বংশের প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালনকারী সেনাপতি আবু মুসলিম খোরাসানিকে তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন। তিনি সুনি ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করে খিলাফতের সম্মান সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধি করেন। তিনি শাসনব্যবস্থার সাথে ধর্মীয় ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে সুস্থ্যাতি অর্জন করেন। ফলে আক্রাসি খলিফাগণ মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা ছাড়াও আধ্যাত্মিক প্রধানেরও সম্মান লাভ করেন। তিনি শুধু বংশের শত্রুগণের নির্মল করেই ক্ষমতা হননি, বংশের সমর্থনকারীদের কার্যকলাপের প্রতিও তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। শিক্ষা, কৃষি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে আক্রাসিগণের বৰ্ণময় যুগের উভৌধাক ছিলেন খলিফা মনসুর।

**ঘ** বিদ্রোহ দমন, রাজ্যবিস্তার ও সাম্রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আক্রাসি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে আমি আবু জাফর আল মনসুরকে আক্রাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করি।

আক্রাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবু জাফর আল মনসুরের অবদান খুবই তৎপর্যপূর্ণ। যদিও আস-সাফফাহ আক্রাসি বংশের প্রথম খলিফা ছিলেন, তবুও তিনি সময়ের অভাবে তার বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। কিন্তু আবু মনসুর ভাইয়ের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে এ বংশের শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও শত্রুমুক্ত করেন।

আস-সাফফাহর প্রতিষ্ঠিত আক্রাসি বংশ যখন সম্পূর্ণরূপে শত্রু কবলিত, ঠিক সেই মুহূর্তে শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে আল মনসুর অত্যন্ত কঠোরভাবে সকল বিদ্রোহের অবসান ঘটান। তিনি আবুজ্যাহার বিদ্রোহ, আবু মুসলিমকে হত্যা, সানবাদের বিদ্রোহ, রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ, খোরাসানের বিদ্রোহ, তাবারিস্থামের বিদ্রোহ, আলী বংশীয়দের দমন এবং খারেজিদের বিদ্রোহ অত্যন্ত কঠোরভাবে সাথে দমন করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের পর রাজ্যবিস্তারে তৎপর হন। একে একে তিনি গিলান, কুর্দিস্তান, আমেনিয়া দখল করে তথায় আক্রাসি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতাও তিনি পারস্যের বিশ্বাত স্বাত্র নওশেরওয়ানের গ্রীষ্মাবাস বাগদাদকে রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ দমন ও রাজ্যের শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি জনগণের কল্যাণে রাজ্ঞাদাট, সরাইখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এভাবে আল-মনসুর তার অক্ষম পরিশেষ, অদম্য সাহস, দূরদৰ্শিতা ও কৃটনৈতিক ভ্রান্তি বলে ভিতরের ও বাইরের সকল শত্রুকে দমন করে আক্রাসি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুতরাং আবু জাফর আল মনসুরের গৃহীত কার্যাবলির কারণে আমি তাকে আক্রাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করি।

**প্রশ্ন** ▶ ৪০ লুবনা আক্রাসীয় খিলাফতের পতন সম্পর্কে তার নামার কাছে শুনছিল। ৫০০ বছরের রাজত্বকালের শেষ দিকের কিছু দুর্বল শাসন বিশাল সাম্রাজ্যের অবস্থাকে ধরে রাখতে সক্ষম হননি। ফলে জনৈক মোজাল নেতা কর্তৃক ১২৫৮ সালে আক্রাসীয় খিলাফতের পতন ঘটে।

(বেগম পারস্য স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম)

- |                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. 'মনসুর' শব্দের অর্থ কী?                                                                         | ১ |
| খ. খলিফা মামুনের রাজত্বকালকে 'ইসলামের অগাস্টান যুগ' বলা হয় কেন?                                   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে জনৈক মোজাল নেতা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তিনি কেন বাগদাদ আক্রমণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো কি আক্রাসি বংশের পতনের জন্য দায়ী? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও।     | ৪ |

**ক** 'মনসুর' শব্দের অর্থ বিজয়ী।

**খ** আব্বাসি খলিফা আল-মামুনের সময় রোমান সম্রাট অগাস্টানের শাসনামলের মতো বাগদাদ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পদপীঠে পরিণত হয়েছিল বলে তার শাসনামলকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়।

মামুনের শাসনকাল ছিল আব্বাসি তথা আরবদের জন্য অলংকারস্বরূপ। সৈয়দ আমির আলী বলেন, "তাঁর বিশ বছরব্যাপী শাসনকাল চিত্তাধারার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বৃন্দিবৃত্তি পরিবর্ধিত স্থায়ী সৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে।" তাঁর শাসনকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুব, শাস্তি ও শুভলা বিরাজ করত। আমির আলী বলেন, "মামুনের খলিফত সারাসামীয় ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। যথার্থভাবেই এটিকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়েছে।"

**গ** উদ্দীপকে জনৈক মোজাল নেতা বলতে হালাকু খানকে বোঝানো হয়েছে। তাঁর বাগদাদ আক্রমণের কারণ ছিল আক্রাসীয়দের উন্নত্যপূর্ণ আচরণ।

৫০০ বছরের অধিককাল প্রতিষ্ঠিত আব্বাসি শাসন পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল হালাকু খানের আক্রমণ। তিনি ১২৫৮ সালে বাগদাদ আক্রমণ করে আব্বাসি বংশের পতন ঘটান। মূলত এর পিছনে বড় কারণ হলো আব্বাসি খলিফাদের চরম দুর্বলতা ও শেষ খলিফা আল মুসতাসিমের উন্নত্যপূর্ণ আচরণ। অরাজকতা সৃষ্টিকারী গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের নির্মলের উদ্দেশ্যে শেষ আব্বাসি খলিফার নিকট সাহায্য কামনা করে একটি পত্র প্রেরণ করেন হালাকু খান। খলিফা এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তাকে উন্নত্যপূর্ণ উত্তর প্রদান করে চরম অদৃশদর্শিতার পরিচয় দেন। ক্রোধাপ্তি হালাকু খান একাকী গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে উঞ্চেদ করে বাগদাদ আক্রমণ করেন এবং ১২৫৮ সালে আব্বাসি বংশের পতন ঘটান। সুতরাং বলা যায়, শেষ আব্বাসি খলিফার উন্নত্য ও অদৃশদর্শী আচরণই হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণে প্ররোচিত করে।

**ঘ** হ্যা, আমি মনে করি, লুবনার নানার বণিত কারণ ছাড়াও আব্বাসি খলিফত পতনের আরও কারণ রয়েছে।

আব্বাসি রাজবংশের পতনের মূল কারণ দুর্বল শাসন ও হালাকু খানের আক্রমণ হলো এর পেছনে আরও কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। দশম শতাব্দীর ছিত্তীয়ার্ধে বিভিন্ন বংশীয় নেতা ও দলপতিগণ আব্বাসি খলিফতের বিজয় স্থানে নিজেদের কন্তকগুলো স্বাধীন বৎশ প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন—ইন্দোসীয় বংশ, সামান্যীয় বংশ, সেলজুক বংশ, ফাতেমি বংশ ইত্যাদি। এই অবস্থায় খলিফাদের পক্ষে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা মোটেই সম্ভব ছিল না।

উদ্দীপকে লুবনার নানা আব্বাসি বংশের পতনের পেছনে শাসকদের দুর্বলতা ও এক মোজাল নেতা হালাকু খানের আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আব্বাসিদের পতনের পেছনে এগুলো ছাড়া আরও অনেক কারণ দায়ী ছিল। আব্বাসি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফাগণ রাজ্য বিজয় অপেক্ষা সাম্রাজ্যের মানসিক ও আধ্যাতিক উন্নতি সাধনে বেশ যত্নবান ছিলেন। তাই আব্বাসি খলিফাগণ সামরিক বিভাগের ওপর বিশেষ নজর দেননি। যার ফলে বহিশক্তু কর্তৃক আক্রমণ আব্বাসি সৈন্যগণ প্রতিহত করতে পারেনি। আব্বাসি খলিফতের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আরবদের প্রতি খলিফাদের অন্তর্দ্বা এবং পারসিক, তুর্কি প্রভৃতি জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ আস্থা। কেবলে খলিফা ইন্দ্রিকালের পর খলিফতের সিংহসন-এর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে সুষ্ঠু নীতির অভাব থাকায় এই সাম্রাজ্যের পতন তুরাপ্তি হয়। খলিফতের অধিনেতৃক বিপর্যয় ও আব্বাসি বংশের পতনের অন্যতম কারণ। শাসকগোষ্ঠীর ভোগ-বিলাসের জন্য গুজাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতার চাপিয়ে দেওয়া হতো। শাসকগোষ্ঠীর অভাবে দেশের শির ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষিক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এ অধিনেতৃক বিপর্যয় রোধ করার শক্তি ও ইচ্ছা পরবর্তী আব্বাসি খলিফাদের ছিল না। এ সমস্ত কারণে আব্বাসি খলিফতের পতন হয়।

সার্বিক দিক বিবেচনা করে একথা বলা যায় যে, আব্বাসিদের পতনের পেছনে শাসকদের দুর্বলতা ও হালাকু খানের আক্রমণ ছাড়াও অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল।

**ঘ** ► ৪১ হুসাইন মালিকের তিন পুত্র ছিল। সম্পদের উত্তরাধিকারিত নিয়ে সন্তান বিরোধের আশঙ্কায় তিনি পুত্রের মধ্যে একটি অঙ্গীকার পত্র করে দেন। কিছু দিন পর তিনি মারা যান। অতঃপর তার এক পুত্র অঙ্গীকার পত্রটি হিঁড়ে ফেলে। তার বিলাসিতা ও অপরিগামদর্শিতার ফলে ভ্রাত-কলহ তীব্র আকার ধারণ করে।

/বেঙ্গল প্রদেশ স্বতন্ত্র প্রকল্প চুক্তিগ্রহণ/

ক. কাকে আরবের 'জোয়ান অব আর্ক' বলা হয়? ১

খ. 'মাওয়ালি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. হুসাইন মালিকের পুত্রের স্বত্ত্ব আবাসীয় আমলের ছন্দের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত যুক্তি যোগ্য ব্যক্তির সফলতার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আব্বাসি শাসনামলে খারেজিদের নেতৃত্বাধীনকারী মহিলা লায়লা মতান্তরে আল ফারিয়াকে আরবের 'জোয়ান অব আর্ক' বলা হয়।

**খ** বংশগতভাবে যারা মুসলিম না বা যারা নতুনভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তাদেরকে মাওয়ালি বলা হয়।

সাধারণত মাওয়ালিরা অনারব বা নবদীক্ষিত মুসলিম। নব মুসলিম হওয়ায় তাদের প্রতি উমাইয়া বংশের শাসকদের দুর্ভিতিগ্রহণ ছিল নেতৃবাচক। এজন্য তাদেরকে বৈষম্যমূলক খারাজ ও জিজিয়া কর দিতে হতো। একমাত্র উমর বিন আবদুল আজিজ এ ধরনের বৈষম্যমূলক খারাজ ও জিজিয়া কর হতে তাদেরকে মৃত্যি দেন।

**গ** হুসাইন মালিকের পুত্রের ছন্দের সাথে আব্বাসি শাসনামলের আমিন-মামুনের গৃহযুদ্ধের মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আব্বাসীয় খলিফা হারুনের দুই পুত্র আল-আমিন ও আল-মামুনের মধ্যকার উত্তরাধিকার ছন্দের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ যুদ্ধে সংঘটিত হওয়ার পেছনে অনেক কারণ ছিল। সন্তানীয়ী যুবাইদা ও তাঁর ভাই ঈশা ইবন-জাফরের প্রভাবে ৭৯১ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ বছরের পুত্র মুহাম্মদকে আল-আমিন উপাধি দিয়ে প্রথম এবং পারস্য সুরী গভর্নাত পুত্র আবুমাহাকে 'আল-মামুন' উপাধি দান করে ছিতীয় উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। তৃতীয় পুত্র কাশিমকে মামুনের প্রবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় খলিফা হারুনের মৃত্যুর পর তিনি ভাইয়ের মধ্যে ক্ষমতার ছন্দ শুরু হয়। তা ছাড়া আল-আমিনের চারিত্রিক দুর্বলতা, বংশগত ও শিক্ষাগত পার্থক্য, আরব-পারস্য বৈষম্য, আল-আমিনের কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, আল-আমিনের উজির ফজল বিন রাবীর ষড়যন্ত্র, আল-আমিনের অদৃশদর্শিতা প্রভৃতি কারণে ছন্দ অনিবার্য হয়ে উঠে।

উপর্যুক্ত কারণে ৮১২ খ্রিস্টাব্দে আমিন-মামুনের ছন্দ সংঘটিত হয়। অবশ্যে আল-মামুনের বাহিনীর নিকট আল-আমিন আস্তসম্পর্ক করতে বাধ্য হন এবং ৮১৩ খ্রিস্টাব্দে একজন ঘাতকের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। খলিফা আল-আমিন এবং খোরাসানের শাসকক্তি আল-মামুনের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে আরব ও পারস্য জাতীয় সংৰূপ বলে অভিহিত করা হয়। ধর্মীয় দিক থেকে বিচার করলে এ যুদ্ধকে শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত মারাত্মক যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। এ যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে খলিফা আল-আমিনের পতন ঘটে এবং আল-মামুনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

**ঘ** ভ্রাতৃহন্তে মামুনের সফলতার অন্তরালে চারিত্রিক পার্থক্যসহ নানাবিধ কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

খলিফা হারুন-অর-রশিদের পুত্র আমিন ও মামুনের মধ্যে ছন্দ ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ছন্দে আরাম ও বিলাস প্রিয় আমিনকে পরাজিত করে আব্বাসি খলিফতে অধিষ্ঠিত হন। সৎ কর্ম ও ন্যায়নিষ্ঠ মামুন। তবে চারিত্রিক শক্তিমত্তা ছাড়াও পারস্যবাসীর সহায়তা ও দক্ষ সেনাবাহিনীর কারণে মামুন সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

উদ্দীপকের হুসাইন মালিক তিন পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারীর অঙ্গীকার পত্র করেছিলেন ও তার মৃত্যুর পর তাদের মধ্যে ছন্দ দেখা দেয়। এই ছন্দ খলিফা মামুন ও আমিনের মধ্যকার ছন্দের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। এই ছন্দে মামুনের সফলতার পেছনে পারসিকদের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া মামুনের সেনাপতিগণ আমিনের সেনাপতি থেকে অধিকতর যোগ্য, কর্মসূচি ও সাহসী ছিলেন। বিশেষ করে তাজির বিন হুসাইন ও হারসামা ছিলেন অধিক দক্ষতাসম্পন্ন। মামুন ছিলেন সৎ কর্মসূচি, ন্যায়নিষ্ঠ ও চরিত্রবান। তিনি ছিলেন একাধারে শাস্তি, নিষ্কাশন, প্রতিভাবান ও

বৃক্ষিমান। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমিন অপেক্ষা মামুন অধিক অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। অসীম প্রজ্ঞা ও কর্তৃব্যপরায়ণতার কারণে তিনি সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন এবং যুদ্ধকালে সকলের সহায়তা লাভ করেন। এসব কারণে মামুনের সাফল্য অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মামুন চারিত্রিক মাধুর্য ও অন্যান্য যোগ্যতার কারণে সকলের সমর্থন পান। এ সমর্থন তাকে যুদ্ধে সফলতা লাভে সাহায্য করে।

**প্রশ্ন ▶ ৪২** একদল জ্ঞান পিণাসু ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চার জন্য এখানে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণার কাজেও পৃষ্ঠপোষকতা করে। *(বেগমা প্রবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাক্কাপথ)*

ক. কার নামানুসারে আক্রাসীয় বৎশের নামকরণ করা হয়? ১

খ. 'হিজরত' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত সংস্থার কর্মকাণ্ডের সাথে কোন আক্রাসীয় সংস্থার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আক্রাসীয় খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে উক্ত সংস্থাটির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

## ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা আবুল আক্রাসের নামানুসারে আক্রাসি বৎশের নামকরণ করা হয়েছে।

খ. হিজরত শব্দের অর্থ প্রস্থান বা গমন করা। ইসলামের স্বার্থে সৌয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে গমন করাকে হিজরত বলে। মুক্তির কুরাইশগণ বাঙা-বিদ্রূপ, অত্যাচার, প্রলোভন ইত্যাদি দিয়েও হয়েরত মুহাম্মদ (স) কে যখন ইসলাম প্রচার থেকে বিরুত রাখতে পারল না তখন তারা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। আবু জেহেলের নেতৃত্বে হয়েরত মুহাম্মদ (স) কে হত্যার ঘড়িযন্ত্র করলে ৬২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় গমন করেন। মুহাম্মদ (স)-এর মুক্তি থেকে মদিনায় এ প্রস্থানকে হিজরত বলা হয়।

গ. সূজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. আক্রাসীয় খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে উক্ত সংস্থাটির অর্থাৎ বায়তুল হিকমার অবদান অতুলনীয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার অবদান ছিল অপরিসীম। আক্রাসি খিলাফা আল মামুনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতার এক অনন্য দৃষ্টিক্ষেত্র বায়তুল হিকমা। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমা গড়ে তোলা হয়। এ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান বিকাশের এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিপন্থ হয়েছিল। যেমনটি উদ্বীপকের এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ সংস্থাটি পাঠাগারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

খিলাফা মামুন নির্মিত বায়তুল হিকমা ছিল আক্রাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। গ্রিক, সংস্কৃতি, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকদির অনুবাদ কার্যকে সুস্থুভাবে পরিচালনা করার জন্য ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাগদাদ নগরীতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনিটি বিভাগ ছিল যথা— গ্রান্থাগার, মিলনায়তন ও অনুবাদ কার্যালয়। হুনায়ন ইবনে ইসহাক নামক একজন সুপ্রতিষ্ঠিতকে এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ অনুবাদক সে আমলের সর্বাপেক্ষা বড় পভিত্র ও সর্বাপেক্ষা মহান ছিলেন। তার চেষ্টায় এরিস্টল, গ্যালিলিও, প্লেটো প্রমুখ পভিত্রের গ্রন্থ অনুদিত হয়ে আরবি সাহিত্যের মারফত দেশে দেশে প্রচারিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি সমসাময়িককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চার এক উন্নত ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। এ প্রতিষ্ঠানটি বই সংগ্রহ অনুবাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিস্তৃত হয়েছিল। বায়তুল হিকমা ও ছিল বিভিন্ন বইয়ে সমৃদ্ধ এক অনন্য পাঠ্যাগার। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইসলামের প্রথম উচ্চ শিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের হার উন্মোচনে এ পাঠ্যাগারটির ভূমিকা ছিল অনন্য।

পরিশেষে বলা যায় আক্রাসিদের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠানটি অনন্য অবদান রেখেছিল।

**প্রশ্ন ▶ ৪৩** কারাকাসের বৈরাচারী সরকারের কার্যক্রমে যখন সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ, তখন হামাস বৎশের হাফিস নামের এক বিপ্লবী নেতার উত্থান ঘটে। তিনি সরকারের উত্থানের ডাক দেন। কর্মসূচীকে বেগবান ও সফল করার জন্য নানামুখী প্রলোভন প্রতিশ্রুতির বিনিয়োগে বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে উক্ত সরকারের পতান ঘটানো সম্ভব হয়।

/কর্তৃব্যক্তির সরকারি কলেজ/

ক. কখন জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. মামুনের শাসনকালে ইসলামের আগাস্টান যুগ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা হাফিসের সাথে কোন আক্রাসীয় খিলাফার সাদৃশ্য রয়েছে? তার চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি'ই উক্ত আন্দোলনকে সফল করেছিল'- মূল্যায়ন কর। ৪

## ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৭৫০ সালে জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ. সূজনশীল ৪০ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. সূজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৪৪** জনাব ফিরোজ মিয়া আলমপুর উপজেলা চেয়ারম্যান। প্রজা সাধারণের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য ছন্দবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছাড়াও প্রতি রাতে একশত নফল নামাজ আদায় করতেন। জন সাধারণের উন্নতি সংরক্ষণে তার অঞ্চলের কোন চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না। /কর্তৃব্যক্তির সরকারি কলেজ/

ক. আক্রাসীয় বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. কাকে এবং কেন আস-সাফিফাহ বলা হয়? ২

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত ফিরোজ মিয়ার সাথে আক্রাসীয় কোন খিলাফার সাদৃশ্য রয়েছে। ৩

ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত চারিত্রিক গুণাবলির কারণেই উক্ত খিলাফকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয় কি? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

## ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আক্রাসীয় বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন খিলাফা আবু জাফর আল মনসুর।

খ. সূজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত ফিরোজ মিয়ার সাথে আক্রাসি খিলাফা হারুন অর রশীদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খিলাফা হারুন অর রশীদ ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিন্তাকর্মক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিষ্ট্যের খানিকটাই জনাব ফিরোজ মিয়ার চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান ফিরোজ মিয়া প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছন্দবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় ছাড়াও প্রতি রাতে একশত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি সদাতৎপর থাকতেন।

খিলাফা হারুন অর রশীদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। প্রতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, "অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দৃঢ়ব্যোচন করার জন্য রাতে বাগদাদের রাজপথে ঘূরে বেড়ানো তাঁর অভ্যাস ছিল।" ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও তিনি দৈনিক একশত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি জনসাধারণের উন্নতি বিধানে ও স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও প্রজাবৎসল নরপতি আক্রাসি খিলাফতে আর কেউ ছিল না বললেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, ফিরোজ মিয়ার চরিত্র ও কর্ম আক্রাসি খিলাফতে আর কেউ ছিল না বললেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, ফিরোজ মিয়ার চরিত্র ও কর্ম আক্রাসি খিলাফা হারুন-অর-রশীদের চরিত্রে সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ব** শুধু উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণাবলীই নয়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রে আরও অনেক গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয়।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ তেইশ বছর (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুনীর্ধ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো, তার অসামান্য প্রতিভা, চিভাকৰ্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্ত বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে সৈন্য পরিচালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। তাহাড়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন, অসভ্য খাজার উপজাতি এবং দাইলাম প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদ্রারীয় এবং হিমারীয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন-অর-রশিদের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রাচ ও প্রতীচ্যের বহু রাজা তার সাথে কৃটনেতৃক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কৃটনেতৃক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হারুনের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করে। তিনি ইসলামি শরিয়াতিক সুপরিকল্পিত শাসনক্যবস্থা পরিচালনা করে আকবাসি খিলাফতে স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। এছাড়া বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন দ্বারা তিনি এ শহরকে সুসজ্জিত করেন। লেবানিজ বংশোদ্ধৃত আবর ইতিহাসবিদ ফিলিপ খুরি খিটি (Philip Khuri Hitti) তার History of the Arabs গ্রন্থে বলেন, 'বাগদাদ তখনকার সময়ে সারা বিশ্বের অঙ্গীয় শহর ছিল'।

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির স্বৰ্ণশিখরে আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

**প্রশ্ন ৪৫** একদল জ্ঞানী, পণ্ডিত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ ইতিহাস পরিবন্দ গঠিত হয়। দেশি-বৈদেশি জ্ঞান চৰ্চার জন্য এখানে প্রস্থাবলি সংরক্ষণ, অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনার উদ্দোগ নেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠান নতুন গবেষকদের জন্য প্রচুর সহায়তা করে থাকে।

(সিলেটি সরকারি কলেজ, সিলেট)

- ক. আরবীয় 'জোয়ান-অব-আক' উপাধি কারু? ১  
খ. 'নহর-ই-জুবাইদা' কী? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকের ইতিহাস পরিষদের সাথে আকবাসীয় প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'জোয়ান অব আক' বলা হয় আকবাসি আমলে খারেজিদের নেতৃত্বান্বকারী মহিলা আল ফারিয়া বা লাম্লাকে।

**খ** নহর-ই-জুবাইদা হলো আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদার অর্থায়নে খননকৃত একটি খাল। হারুন-অর-রশিদ ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে মহীয়সী জুবাইদা, আমীন ও মামুনকে নিয়ে মক্কায় হজ পালন করেন। এ সময় সম্রাজ্যী জুবাইদা মক্কাবাসীর পানির কষ্ট দেখে ১৫,০০,০০০ দিনার ব্যয়ে সেখানে একটি খাল খনন করেন। এটা নহর-ই-জুবাইদা নামে পরিচিত।

**গ** সূজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সূজনশীল ৪২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ৪৬** আরিফ রায়হান একজন শাসকের কর্মকাণ্ড পড়ছিল। উক্ত শাসক ইতিহাস বিষ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী ও বীর তেমনি ছিলেন দয়ালু ও মহানুভব। পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে তার চার বার যুদ্ধ হয়, যুক্তে তিনি প্রতিবারই জয়লাভ করেন। পরাজিত শত্রুরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি প্রতিবারই ক্ষমা করেন। এতে তার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু বীর ছিলেন না সাহিত্য, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাই তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

- ক. কাকে 'কুরাইশদের বাজপাথি' বলা হয়? ১  
খ. আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন? ২  
গ. আরিফ রায়হানের পঠিত শাসকের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের, পঠিত শাসকের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক ইতিহাসে বিখ্যাত ছিলেন - পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রথম আব্দুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাথি' বলা হয়।

**খ** আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বা Father of kings বলা হয়। কারণ তার পরবর্তী চারজন খলিফাই আব্দুল মালিকের পুত্র ছিলেন। এ চার জন পুত্র ও খলিফা (হলেন- আল ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫) সুলাইমান (৭১৫-৭১৭), হিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-৭২৪) এবং হিশাম (৭২৪-৭৪৩) প্রতিহাসিক পি. কে. হিটি বলেন, "আব্দুল মালিক এবং তার উত্তরাধিকারী চার পুত্রের শাসনকাল দামেস্কুর এ রাজবংশ শৈঘ্ৰবীৰ্য ও গৌরবের চৰম শিখেৱে আরোহণ করে।" এ কারণে আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের আরিফ রায়হানের পঠিত শাসকের সাথে আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের বৈদেশিক নীতির মিল রয়েছে।

আরব্য উপন্যাসের নায়ক আকবাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনকাল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি তাকে শাসক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছে। যদিও তার চারিত্রিক দুর্বলতা বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যর্থতা এনে দিয়েছিল।

উদ্দীপকের ঘটনাটি খলিফা বাইটাজানটাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাসের প্রতি খলিফা হারুন-অর-রশিদের নীতির ইঙ্গিত দেয়। নাইসিফোরাস বারবাবর খলিফাকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। দায়িকতাপূর্ণ আচরণের কারণে খলিফা ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে সর্বি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু ধূর্ত নাইসিফোরাস সন্ধি ভঙ্গ করে পুনরায় মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। খলিফা পুনরায় তাকে শান্তি দিতে অভিযান প্রেরণ করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু নাইসিফোরাস প্রতিবারই সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের শাসকের বৈদেশিক নীতি খলিফা হারুন-অর-রশিদের নাইসিফোরাসের প্রতি অনুসৃত নীতিরই অনুরূপ।

**ঘ** শুধু উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণাবলীই নয়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রে আরও অনেক গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয়।

৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুন-অর-রশিদ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সুনীর্ধ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো তার অসামান্য প্রতিভা, চিভাকৰ্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ হয়েছে। এ দিক দুটি ছাড়াও অন্যান্য বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ ছিলেন একজন দক্ষ সমরকুশলী। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্ত বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য তিনি

কখনো কখনো নিজেই সৈন্য পরিচালনা করে দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেও তিনি দক্ষ নৃগতির পরিচয় দেন। খারেজিদের দমন, অসভ্য খাজার উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন, দাইলাম প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় এবং হিমারীয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি অভ্যন্তরীণ শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন-আর-রশিদের খ্যাতি এত বৃন্দি পায় যে, প্রাচ ও প্রতীচোর বহু রাজা তার সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কৃটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হারুনের রাজত্বকালকে গৌরবন্ধিত করে। খলিফা হারুন ইসলামি শারিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া খলিফা হারুনের রাজত্বকালেই বাগদাদ বিশ্বের সেরা নগরীর খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হারুন-আর-রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য বর্ণিত আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

**প্রশ্ন ▶ ৪৩** শিহাব উদ্দিন উত্তরাধিকার ছান্দো শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন। যুদ্ধে জয় লাভের মাধ্যমে অবশেষে 'ক' অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হন। তার শাসনকালে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভৃতি অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞানাগারে একদল গবেষক তাদের গবেষণার মাধ্যমে গণিত, রসায়ন, ভূগোল, চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ে প্রভৃতি উন্নতি সাধন করেন। ফলে বিজ্ঞানাগারটি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র পরিণত হয়। এ কারণে তার শাসনকালকে মুসলিম সভ্যতার বর্ণযুগ বলা হয়।

- ক. কাকে 'খোদার চাবুক' বলা হয়? ১
- খ. ইবনে সিনাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক বলা হয় কেন? ২
- গ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উদ্দীপকে বর্ণিত বিজ্ঞানাগারের কার্যক্রমের ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের শাসনকালকে "মুসলিম সভ্যতার বর্ণযুগ" বলা হয় – স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

#### ৪৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক.** হাজাজ বিন ইউসুফকে খোদার চাবুক বলা হয়।

**খ.** চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য ইবনে সিনাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে সিনার অবদানের জন্য তাকে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র, চিকিৎসা প্রণালি এবং শল্য চিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। চিকিৎসা বিষয়ক তার বিখ্যাত গ্রন্থ কানুন ফিত তিব্বকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়। এ গ্রন্থ আজও চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রভৃতি অবদানের কারণেই ইবনে সিনাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

**গ.** উদ্দীপকের বিজ্ঞানাগারের সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুন প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা মিল রয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার অবদান ছিল অপরিসীম। আব্বাসি খলিফা আল মামুনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতার এক অনন্য দৃষ্টিতে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠানটি। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমা গড়ে তোলা হয়। এ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান বিকাশের এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যেমনটি উদ্দীপকের বিজ্ঞানাগারের ক্ষেত্রে সকলীয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত শিহাব উদ্দিন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাগারটি যেমন বিভিন্ন বই সমূহ এবং বিদেশি বইয়ের অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানচারীয় অবদান রাখতে তেমনি বায়তুল হিকমাও ছিল বিভিন্ন বইয়ে সমূহ এক অনন্য পাঠাগার। জ্ঞান বিকাশের জন্য এখানে গ্রন্থাগার, শিক্ষার্থী এবং অনুবাদ ব্যারো বিভাগ স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইসলামের প্রথম উচ্চ শিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বার উয়েচনে এ পাঠাগারটির ভূমিকা ছিল অনন্য। সুতরাং উদ্দীপকের বিজ্ঞানাগারটি যেন বায়তুল হিকমার প্রতিরূপ।

**ঘ.** সৃজনশীল ২২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৪৪** বাজিতপুর ইউনিয়নের মখলেছ মন্ডল চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হবার সাথেই এলাকার উন্নয়নে কাজ শুরু করলেন। তিনি খুব সৃজনশীল মানসিকতার মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে হলে জনগণকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেজন্য তিনি বাজিতপুর বাজারে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করলেন। উক্ত পাঠাগারের নাম দিলেন 'জ্ঞানে আলোকিত'। এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পর আশপাশের জনগণ এখানে এসে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। জ্ঞানী ও গুণ ব্যক্তির সমাগম ক্রমেই এখানে বাড়তে শুরু করেছে। প্রতি শুক্রবার পাঠাগার প্রাঙ্গনে মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন পক্ষিত ব্যক্তি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

১. যেসোর সরকারি মহিলা কলেজ, যেসোর/ক. জাবের যুদ্ধ কর্তৃত সংঘটিত হয়?

২. প্রথম আবদুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপারি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

৩. উদ্দীপকের 'জ্ঞানে আলোকিত' পাঠাগারের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের আবাসি আমলের কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৪. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষ্টারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

#### ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** জাবের যুদ্ধ ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

**খ.** প্রথম আবদুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিষ্ঠানী আবাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আবৰদের বাজপারি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আবদুর রহমান ৩৩ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে একটি দক্ষ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনেও তিনি কুঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার পাতিপথের ধারাতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন।

**গ.** উদ্দীপকের 'জ্ঞানে আলোকিত' পাঠাগারের সাথে আবাসি আমলের 'বায়তুল হিকমা'র মিল রয়েছে।

আবাসি খলিফা আল মামুন কর্তৃক নির্মিত বায়তুল হিকমা ছিল আবাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের জন্য তিনি ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে এই জগতিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। জ্ঞান বিকাশের জন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীন ও অনুবাদ ব্যৱৰো এই তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। উদ্দীপকেও আমরা এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করি।

উদ্দীপকে দেখা যায় একজন চেয়ারম্যান 'জ্ঞানে আলোকিত' নামে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। যেখানে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করত। পাঠাগার প্রাঙ্গনে মুক্ত আলোকিত নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ ও গবেষণা কাজে বিশেষ অবদান রাখে। গ্রাক, সংস্কৃতি, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকদির অনুবাদ কার্যকে সৃষ্টিভাবে পরিচালনা করার জন্য ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাগদাদ নগরীতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনটি বিভাগ ছিল। যথা— গ্রন্থাগার, মিলনায়তন ও অনুবাদ কার্যালয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জ্ঞানে আলোকিত নামক প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে খলিফা আল মামুনের বায়তুল হিকমার কর্মকাণ্ডের দৃশ্যপট অভিক্ত হয়েছে।

**ঘ.** আব্বাসীয় খলিফাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে উক্ত সংস্থাটির অর্থাৎ বায়তুল হিকমার অবদান অতুলনীয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে বায়তুল হিকমা অবদান ছিল অপরিসীম। আব্বাসি খলিফা আল মামুনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতার এক অনন্য দৃষ্টিতে বায়তুল হিকমা। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমা গড়ে তোলা হয়। এ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান বিকাশের এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যেমনটি মখলেছ মন্ডল চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারের ক্ষেত্রে সকলীয়।

খলিফা মামুন নির্মিত বায়তুল হিকমা ছিল আবুসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। এ প্রতিষ্ঠানটি সমসাময়িককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক উন্নত ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। হুনায়ন ইবনে ইসহাক নামক এবজ্জন সুপণ্ডিতকে এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এ অনুবাদক সে আমলের সর্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত। তার চেষ্টায় এরিস্টটল, গ্যালিলিও, প্লেটো গ্রন্থ পণ্ডিতের গ্রন্থ অনুদিত হয়ে আরবি সাহিত্যের মারফত দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বই সংগ্রহ, অনুবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিস্তৃত হয়েছিল। এটি ছিল বিভিন্ন বইয়ে সমৃদ্ধ এক অনল্য পাঠাগার। জ্ঞান বিকাশের জন্য এখানে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন এবং অনুবাদ বৃত্তে বিভাগ স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইসলামের প্রথম উচ্চ শিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বার্থে উৎসোচনে এ পাঠাগারটির ভূমিকা ছিল অনল্য।

ପରିଶେଷେ ବଳା ଯାଏ, ଆକ୍ରମିତର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନେର ପ୍ରସାରେ କେତେ ଆଲ୍‌ମାଧୁନେର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାୟତୁଳ ହିକମା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ରେଖେଛିଲ ।

► ৪৯ বাকুড়ার জমিদার সতিনাথ দত্ত একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে জমিদারীর পূর্বাংশে বড় ছেলে নগেনকে এবং পশ্চিমাংশে ছোট ছেলে খণেকে শাসক নিযুক্ত করেন। সেই সাথে দুই ছেলেকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে শপথ করালেন তারা যেন তার মৃত্যুর পর মিলেখিশে থাকে। সেই সাথে তিনি আরও শপথ করালেন তার মৃত্যুর পর বড় ছেলে নগেন হবে জমিদার। এবং নগেনের মৃত্যুর পর নগেন যথারীতি জমিদার হলো কিন্তু তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় নগেনের সাথে ছোট ভাই খণেনের শক্তুতা সৃষ্টি হয়। পরিণামে পরবর্তিতে চরম ভাতৃবিরোধের সৃষ্টি হয়।

- ক. আক্ষাসি বিলাক্ষণের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বার্মাকি বংশের কেন পতন ঘটেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উচীপকের জমিদারি শাসনামলে ভাড়বিরোধের সাথে আক্ষাসি আমলের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উন্ত ঘটনার জন্য ততীয় পক্ষের প্রচোচনাই দায়ী।' ব্যাখ্যা কর। ৪

୪୯ ନଂ ପ୍ରଦୀପ ଉତ୍ତମ

କୁଆକସି ଖିଲାଫତେର ପ୍ରକୃତ ଅଭିଷ୍ଠାତା ଆବୁ ଜାଫର ଆଲ ଯନସଦ୍ର ।

আবাসি খলিকা হ্যাবুন অর রশীদের কোপানলে পড়ে বার্মাকি পরিবারের পতন ঘটে।

বার্ষিক বৎশের অপরিসীম প্রভাবে তাদের প্রতি ঈর্ষা প্রায়ণ লোকদের নানা সম্বেদ ও নানারূপক বা নেতৃত্বাচক কথার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে খলিফা হায়ুন তাদের প্রতি কুর্স হন। হায়ুনের নির্দেশে জাফরের শিরোশহুদ, বৃক্ষ ইয়াহিয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাজ্ঞায় কারাবৃক্ষ করা হয়। তাছাড়া তাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াঙ্গ করায় বার্ষিক বৎশের পতনের দরজা খলে যায়।

ଏ ଉଦ୍ଦିପକେ ଜମିଦାରି ଶାସନାମଲେ ଭାତ୍ତବିରୋଧେର ସା�େ ଆବାସି ଖିଳାଫତ୍ତେର ଆଧିନ ଓ ମାନ୍ୟନର ଗହ୍ୟମ୍ୟର ସାଦଶ୍ଵର ରାଯାଛେ ।

খলিফা হাবুন-অর রশিদের দুই পুত্র আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধে আক্সাসি খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ গৃহযুদ্ধে আমিন পরাজয় বরণ করে। আর এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে আমিনের উজির ফজল বিন রাবির কৃত্ত্বসত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উজীপকেও এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উক্তিপক্ষে দেখা যায়, জমিদার সত্ত্বাথ দ্বারা তার দুই ছেলে নগেন ও খণ্ডেনকে তার মৃত্যুর পর মিলেমিশে থাকার জন্য শপথ করান। আরো শপথ করান তার মৃত্যুর পর নগেন জমিদার হবে এবং নগেনের মৃত্যুর পর ছেট ছেলে খণ্ডেন জমিদার হবে। জমিদারের মৃত্যুর পর নগেন যথারীতি জমিদার হলেও তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় তাদের মধ্যে তীব্র ভ্রাতৃসন্ত্ব দেখা দেয়। অনুবৃত্তভাবে খলিফা হারুন-আর রশিদও তার মৃত্যুর পূর্বে প্রথমে আমিন এবং পরে মাসুদকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে পিতার

ମନୋନୟନ ଅନୁସାରେ ଆମିନ ସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଲେ ମାମୁନ ଦ୍ରାତାର ଆନୁଗତ୍ୟ ଝାକାର କରେନ । ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରାତାରଙ୍କେର ମାଧ୍ୟମେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଫୁର୍ତ୍ତିବାଜ ଓ ଆମୋଦପ୍ରିୟ ଆମିନ ଖିଲାଫତେର ଦାଯିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଅମାତ୍ୟଗଣେର ହାତେ ଛେଡେ ଦିଯେଛିଲେ । ତାରାଇ ପ୍ରଥମେ ଖଲିଫାର ବୈମାତ୍ରେୟ ଦ୍ରାତା ମାମୁନେର ବିରୁଦ୍ଧେ ନାନାବୃତ୍ତ ଘଡ଼୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆରାତ୍ କରେନ । ବିଲାସବ୍ୟସନେ ମନ୍ତ୍ର ଆମିନ ତାଦେର ଚକ୍ରାତ୍ମେ ପଡ଼େ ମାମୁନେର ବିରୁଦ୍ଧେ ଏମନ କତଗୁଲୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରେନ, ଯାତେ ମାମୁନକେ ବାଧ୍ୟ ହେଁ ଆମିନେର ବିରୁଦ୍ଧେ ଅନୁଧାରଣ କରିତେ ହେଁଛି । ଫଳେ ଶୁଭୁ ହୟ ଆମିନ ଓ ମାମୁନେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ବ୍ରକ୍ତକୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଯା ଉଦ୍ଦିପକେ ଦ୍ରାତାରଙ୍କେର ସାଥେ ସାଦୃଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ।

**୪** ଉତ୍ତର ପୁଟନାର ଜନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧା ଆମିନ ଓ ମାମୁନେର ମଧ୍ୟେ ଗୃହ୍ୟଦୟର ଜଳ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷେର ପ୍ରାରୋଚନା ଦାୟି— ଉତ୍ତିଷ୍ଠି ଯଥାର୍ଥ ।

আকাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ পুত্রদের মধ্যে খেলাফত নিয়ে হন্দ-সংঘাত এড়াতে তিনি পুত্রকে যথাক্রমে আমিন, মামুন ও কাশিমকে উন্নয়াধিকার মনোনীত করেন। তার মৃত্যুর পর যথারীতি আমিন খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলেও তৃতীয় পক্ষের চক্রান্তে মামুনের সাথে ভাতৃহন্দে জড়িয়ে পড়েন। উদ্দীপকেও এ বিদ্যুটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্বীপকে দেখা যায়, জমিদার সত্তিনাথ দত্তের মৃত্যুর মনোনয়ন অনুসারে বড় ছেলে নগেন জমিদার হন। কিন্তু তাঁর পক্ষের প্ররোচনায় ছেট ভাই খণ্ডনের সাথে তার শত্রুতার সৃষ্টি হয়, যা চরম ভাতৃবিরোধের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে খলিফা হারুন-অর-রশিদের মৃত্যুর পর আমিন খলিফা হন। আমিনের উজির ছিলেন ফজল বিন রাবি। যিনি দুর্বল চরিত্রের আমিনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আমিনকে মাঝুনের বিবুন্দে উস্কে দেন। তার কুম্ভণায় আমিন ভাতা মাঝুনকে বাগদাদে ডেকে পাঠান। কিন্তু মাঝুন তার প্রদেশ খোরাসানের নিরাপত্তা বিহুত হওয়ার অযুহাতে মার্ত্ত ত্যাগ করতে অঙ্গীকার করেন। খলিফার আদেশ অমান্য করার অভ্যুহাতে তাকে খোরাসানের শাসনকর্ত্তর পদ থেকে অপসারণ করা হয়। এছাটনা ভাতৃকলহকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়।

ଉପରୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାଯ ପ୍ରତୀଯମାନ ହୟ ଯେ, ଆମିନ ଓ ମାଘୁନେର ଭାତୃଦିନେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷେର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗ୍ରହତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭମିକା ରାଖେ ।

প্রথা ▶ ৫০ মধ্য এশিয়ার গজনি সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন সুলতান মাহমুদ। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারদের আমলে ঘূরী মালিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায়। সম্রাজ্যে ঘূর মালিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস করার জন্য সুলতান বাহরাম শাহ ঘূরদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার নিপীড়ন এবং হত্যায়জ্ঞ চালান। এমতাবস্থায় আলাউদ্দিন নামে এক ঘূর সর্দারের নেতৃত্বে গজনি বিরোধী আল্দোলন শুরু হয়। আলাউদ্দিন তার জ্ঞাতি ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য গজনি সাম্রাজ্যের পতন ঘটান এবং বাহরামকে পলায়নে বাধ্য করেন। গজনি নগরীর বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। তার মধ্যে এমন প্রতিশোধপরায়ণতা ছিল, যে তিনি গজনির ভূতপূর্ব সুলতানদের মৃতদেহ কবর থেকে উঠিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্যের জন্য আলাউদ্দিন হুসাইন জাহানসুজ (পৃথিবীদাহক) উপাধি পেয়েছিলেন।

- ক. ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কাকে? ১

খ. মদিনা সনদের মাধ্যমে হয়রত মুহাম্মদ (স) বিষে সাংবিধানিক  
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন - ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উকীলকে উপর্যুক্ত আলাউদ্দিনের সাথে কোন আক্ষাসি খলিফার  
কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উকীলকের আলোকে উক্ত শাসকের চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ  
করো। ৪

୫୦ ନଂ ପ୍ରଦୀପ ଉତ୍ତମ

क) इस्लामेर द्वाणकर्ता बला हय हयद्रत जीवि बकर (गा.) के

**৪** মদিনা সনদের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স.) বিশ্বে সর্বপ্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন-উক্তি যথার্থ।

মহানবি (স.) কর্তৃক প্রণীত মদিনা সনদ বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। তাঁর পূর্বে কোনো প্রশাসক বা নবি তাঁর জাতিকে লিখিত সংবিধান দিতে পারেননি। এই সংবিধানের মাধ্যমে রাসুল (স.) গোত্রীয় শাসনের উক্ত একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে সকলের জনমালের নিরাপত্তার বিধান ছিল। সকল জাতি-ধর্মের মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

**৫** উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিনের সাথে আকবাসি খলিফা আবুল আকবাস আস-সাফফাহ এর কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

উমাইয়া খলিফাদের বৈরাচারী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে কুফা, বসরা, ইরাক ও খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চলের জনসাধারণ আকবাসিদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন শুরু করেন। উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা ছিতীয় মারওয়ান জাবের যুদ্ধে পরাজয় বরণের পূর্বেই ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আবুল আকবাস কুফার মসজিদে ইরাকিগণ কর্তৃক মুসলিম জাহানের খলিফা বলে ঘোষিত হন। আবুল আকবাস তার সমর্থকদের আনুগত্য প্রাপ্ত করে উমাইয়াদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ প্রাপ্ত করার বক্তৃতিন শপথ নেন। উদ্দীপকের আলাউদ্দিনের মধ্যেও এ নিষ্ঠুরতা পরিলক্ষিত হয়।

আলাউদ্দিন তার জ্ঞাতি ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গজনি সাম্রাজ্যের পতল ঘটান। প্রতিশোধসম্ভায় তিনি গজনির ভূতপূর্ব শাসকদের মৃতদেহ কবর থেকে উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। এরূপ নৃশংসতা আবুল আকবাসের মধ্যেও লক্ষণীয়। তিনি অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে আস-সাফফাহ উমাইয়াদেরকে সম্মুলে ধ্বংস করার জন্য নৃশংস হত্যাক্ষেত্র চালান। এ জন্য তিনি ইসলামের ইতিহাসে আস-সাফফাহ বা 'রক্তপিপাসু' নামে পরিচিত। তিনি আবু ফুট্রস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়াকে নিম্নলিখিত করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। বসরাতেও অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। তিনি মুয়াবিয়া এবং ছিতীয় ওমরের সমাধি দুটি বাদে উমাইয়া খলিফাদের সমাধিগুলো বিধ্বন্ত করেন এবং শবদেহগুলো ভস্ত্রীভূত করেন। খলিফা আবুল আকবাসের এসব নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডই উদ্দীপকে বর্ণিত আলাউদ্দিনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

**৬** উদ্দীপকে বর্ণিত আলাউদ্দিনের সতো আবুল আকবাসও ছিলেন নিষ্ঠুর ও নৃশংস চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

আবুল আকবাস আস-সাফফাহ আকবাসি বংশের প্রথম খলিফা ছিলেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে নৃশংসতা ও রক্তলোলুপতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি শুধু নৃশংসই ছিলেন না, তিনি যিথ্যা শপথকারী এবং অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ওয়েল বলেন, আবুল আকবাস শুধু বর্বর পাষণ্ডই ছিলেন না, ভূয়া অঙ্গীকারকারী এবং অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন। তিনি যেকোনো ধরনের কঠোরতা অবলম্বন করতে পারতেন। যেমনটি আলাউদ্দিন হুসাইনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

আলাউদ্দিন হুসাইন প্রতিশোধসম্ভায় এতটাই মত হয়েছিলেন যে, অনিল্যসুন্নত গজনিকে তিনি ভস্ত্রীভূত করে দেন। তাঁর এ নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি 'পৃথিবীদাহক' উপাধি লাভ করেন। একইভাবে তাঁর নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার জন্য আবুল আকবাসকে 'রক্তপিপাসু' উপাধি দেওয়া হয়। মানবিক দিক দিয়ে তাঁর নৃশংস কার্যাবলি নিন্দনীয় হলেও তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রতি উমাইয়াদের কৃত অপরাধ এবং বংশীয় শাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিকূল বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করা যায় না। আকবাসি সিংহাসনকে কটকমুক্ত করার জন্যই তিনি তাঁর জিঘাসা চরিতার্থ করেছেন। এ সকল নিষ্ঠুরতা সঙ্গেও তিনি সদাশয় কর্তব্যপরায়ণ এবং চরিত্রাবান হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর মাত্র একজন স্তুতি ছিল। তিনি কোনো প্রকার উপপন্থী প্রাপ্ত করেননি। নিজ পুত্র ধাকা সঙ্গেও তিনি নিজ ভাই আবু জাফরকে সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নিষ্ঠুর হলেও আস-সাফফাহ প্রজারঞ্জক নৱপতি ছিলেন। তিনি কুফা হতে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথ তৈরি করেন এবং হজ

মাত্রাদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে মাইল পোস্ট স্থাপন ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞানী-গুণী ও কবি-সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন। তাঁর খিলাফতে ইমাম আবু হানিফা প্রথম ফিকাহ শাস্ত্রের চৰ্চা শুরু করেন। পরিশেষে বলা যায়, চারিত্রিক দিক দিয়ে আবুল আকবাস প্রতিশোধ পরায়ণ ও নিষ্ঠুর হলেও তিনি জনকল্যাণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মূলত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেই তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন।

**প্রমাণ৫** 'ক' এর শাসনামল একটি বিশেষ বংশের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পারস্য মাতার গর্ভজাত শাসক 'ক' ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরী। তবে তিনি তাঁর ভাতার সাথে উত্তরাধিকার স্থলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের যে বৰ্ণযুগের সৃষ্টি হয় তাঁর মূলে ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ।

- ক. আরব্য রজনীর নায়ক কে? ১  
খ. বায়তুল হিকমা কী? ২  
গ. 'ক' এর সাথে তোমার পঠিত কোন শূসকের মিল রয়েছে? ৩  
ঘ. উত্ত শাসকের সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে বৰ্ণযুগের সৃষ্টি হয়েছিল? ৪  
ঘ. আলোচনা কর।

### ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আরব্য রজনীর নায়ক হলেন খলিফা হারুন অর রশিদ।

**খ** সৃজনশীল ১৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** 'ক' এর সাথে আমার পঠিত আকবাসি শাসক আল মামুনের মিল রয়েছে। যিনি তাঁর ভাতা আমিনের সাথে ভাতৃস্থলে জয়লাভ করে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এক বা একাধিক উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রথা আকবাসি যুগে বিভেদ ও জটিলতার সৃষ্টি করে। উত্তরাধিকারী নিয়োগে কোনো জটিলতা যেন সৃষ্টি না হয় সে জন্য খলিফা হারুন তাঁর পুত্রদের মধ্যে থেকে চারজনকে পর পর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করেন। কিন্তু তাঁর এই বিভেদ দূরীকরণের পরিকল্পনাই গৃহযুদ্ধকে তুরাবিত করে এবং আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে 'ক' নামক একজন শাসকের কথা বলা হয়েছে। যিনি ভাতার সাথে উত্তরাধিকার স্থলে লিপ্ত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনার মাধ্যমে আকবাসীয় খলিফা আল মামুনের কথাই বলা হয়েছে। কেননা- খলিফা হারুন-অর-রশিদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল আমিন এবং আল-মামুনের মধ্যে উত্তরাধিকার স্থলের সূত্রপাত হয়। এই স্থল ৮১২ খ্রিস্টাব্দে সংঘর্ষে বৃপ্ত লাভ করে এবং শুরু হয় ভাতৃস্থলের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে আমিন-আল মনসুর দুর্গে আশ্রয় নিলে তাঁর নিকট আস্তামর্পণের প্রস্তাৱ দিলে তিনি তাঁতে রাজি হন। কিন্তু একদল উগ্রপন্থ আমিনের মাথা কেটে তাঁকে হত্যা করে। এভাবে গৃহযুদ্ধে আমিনের পরাজয় এবং আল-মামুনের বিজয় অর্জিত হয় এবং আল-মামুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনারই চিত্র অঙ্গিত হয়েছে।

**ঘ** সৃজনশীল ২২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রমাণ৬** চৌধুরী বাড়ির দীর্ঘদিনের কাজের লোক মতিন। বাড়ির যেকোনো কাজে গৃহকর্তা তাঁর পরামর্শ নেন। দিন দিন চৌধুরী পরিবারের ওপর মতিন ও তাঁর বংশধরদের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে চৌধুরী পরিবারের প্রধানকর্তা তাঁদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেন।

- ক. জাফরী প্রাসাদ কে নির্মাণ করেন? ১  
খ. আস-সাফফাহ কাকে এবং কেন বলা হয়? ২  
গ. মতিনের পরিবারের সাথে তোমরা পঠিত কোন পরিবারের মিল রয়েছে? পাঠ্য বইয়ের আলোকে আলোচনা কর। ৩  
ঘ. উত্ত পরিবারের ধ্বংস ছিল ইতিহাসের জগন্যতম ঘটনা - যথার্থতা বিচার কর। ৪

**ক** জাফরী প্রাসাদ জাফর ইবন ইয়াহিয়া নির্মাণ করেন।

**খ** সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নাত্তর দেখো।

**গ** মতিনের পরিবারের সাথে আমার পঠিত বার্মাকি মিল রয়েছে।

বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর স্তৰী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়াদের নিকট যুদ্ধবিদ্যুপে ধৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বন্দিত হতে মুক্তি লাভ করেন। তারা আকবাসি আন্দোলনেও যোগ দেন। উদ্দীপকেও এই বার্মাকি পরিবারের চিত্রই অভিক্ত হয়েছে।

উদ্দীপকের মতিন দীর্ঘদিন ধরে চৌধুরী পরিবারে কাজ করছে। বাড়ির যেকোনো কাজে গৃহকর্তা তার পরামর্শ দেন। কিন্তু চৌধুরী পরিবারের ওপর তার প্রভাব বৃদ্ধি পেলে পরিবারের প্রধান কর্মকর্তা তাদেরকে ধ্বংস করেন। অনুরূপভাবে আকবাসি সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বার্মাকি উজির পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহিয়ার পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। খালিদ ইবন বার্মাকি আকবাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। খলিফা মনসুর খালিদ বার্মাকির পুত্র ইয়াহিয়াকে আমেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে খলিফা হাবুন ইয়াহিয়াকে উজিরের পদে নিযুক্ত করেন। ইয়াহিয়ার চার পুত্র যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আকবাসি খিলাফতকে সেবা করে এর শৈরিব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অক্রান্ত পরিশ্রম করেন। এভাবে উদ্দীপকের কুণ্ডলি উজির পরিবারের মতো বার্মাকি পরিবারও আকবাসি খিলাফতের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে।

**ঘ** উক্ত পরিবারের অর্থাৎ বার্মাকি পরিবারের ধ্বংস ছিল ইতিহাসের জগন্যতম ঘটনা – উক্তিটি যথোর্থ।

আকবাসি বংশের সূচনাকাল থেকেই জাফর বার্মাকি, খালিদ বার্মাকি, ইয়াহিয়া বার্মাকি প্রমুখ অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। এছাড়াও খলিফা হাবুন-অর-রশীদের রাজত্বকালে ফজল, জাফর, মুসা ও মুহাম্মদ প্রমুখ বার্মাকি উজিরগণ প্রশাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে যোগ্যতার সাক্ষর রাখেন। তবে খলিফা হাবুন-অর-রশীদের দরবারে ১৭ বছর পর্যন্ত অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও সন্দেহ ও খলিফার বোন আকবাসাকে জাফর বার্মাকির গোপনে বিয়ে করার কারণে খলিফা বার্মাকিদের সমূলে ধ্বংস করে।

বার্মাকিদের উদ্ধান যেমন বিস্ময়কর তেমনি তাদের পতনও ছিল আকবাসির আর তাদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল তাদের মাত্রাধিক পারস্যপ্রাপ্তি। এ প্রতিরিদুর্পোষণ অনেক অনেক মুসলিমদের উপাদান ইসলামে প্রবেশ করে যা ধর্মভীরু ও নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমানগণ মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া খালিদ ও জাফর বার্মাকির শিয়া সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বার্মাকিদের ইসলাম বহিস্তু চিন্তাধারা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। বার্মাকিদের বদল্যতা, পরোপকারিতা, আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা ও অসীম জনপ্রিয়তা সাম্রাজ্যের এক শ্রেণির আমির-উমরাহদের প্রবল ঝোঁঝা, অসন্তোষ ও প্রতিহিস্তার উদ্দেক করে যা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে সর্বপেরি বার্মাকি পরিবারের উক্তরোকুর ক্ষমতা বৃদ্ধি খলিফা হাবুন-অর-রশীদের সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রচণ্ড হুমকিবৃপ্ত। ঘার কারণে খলিফা ইয়াহিয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে কারাগারে নিঙ্কেপ করেন এবং সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়। ঘাতক মানসুর জাফরকে ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শিরশেদ করেন। এভাবে আকবাসি শাসনামলে বার্মাকি পরিবারের পতন সাধিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আকবাসি বংশের উদ্ধান ও বিবাশে বার্মাকি পরিবার অসামান্য অবদান রাখা সন্দেহ তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা ইতিহাসে অত্যন্ত জগন্যতম একটি ঘটনা।

**পৰাজয়ের প্রশ্ন** ৫৫ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। যে যুদ্ধের ভয়াবহতা ছিল অবগন্যীয়। শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের মতো একটি যুদ্ধ ইউরোপীয় খ্রিস্টান ও এশিয়ার মুসলিমদের মধ্যেও সংঘটিত হয়েছিল। ঘার ভয়াবতা ছিল আরও মারাত্মক। শিশুদেরও বিভিন্নভাবে উক্ত যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল।

**ক** কুসেড শব্দের অর্থ কী?

**খ** নিজামুল মুলক কে ছিলেন?

**গ** উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? এ যুদ্ধের বিভিন্ন

ধাপ আলোচনা কর।

**ঘ** উক্ত যুদ্ধে সালাহউদ্দিন আইযুবির ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

### ৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কুসেড শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ।

**খ** আলাপ-আরসালান এবং মালিক শাহের উজির হিসেবে খাজা হাসান নিজামুল মুলক (বাজের সংগঠক) সেলজুক বংশ তথা আকবাসি সুনি খিলাফতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

নিজামের একনিষ্ঠ সেবা ও আনুগত্যে প্রীত হয়ে সুলতান মালিক শাহ তাকে আতাবেগ (আমিরের শাসনকর্তা) উপাধিতে ভূষিত করেন। পি কে হিতি তাকে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের অলংকার বলে অভিহিত করেন। নিজামুল মুলকের সিয়াসতনামা প্রস্তুতি রাজা শাসন প্রণালীর ওপর লিখিত একটি গবেষণামূলক রচনা বলে মনে করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত কুসেড বা ধর্ম যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

হযরত ওমরের শাসনামলে জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকারে আসে। নবি মুসা ও দ্বাউদের কর্মস্থল, যিশু খ্রিস্টের জন্মভূমি এবং মহানবি (স)-এর খ্রিজের পবিত্র সৃতি বিজড়িত শহরটি ইস্রাইল, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের নিকট সমান সম্মানের স্থান। মুসলিম শাসনামলে ইস্রাইল ও খ্রিস্টানগণ জেরুজালেমে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করেন। তা সন্ত্রে তারা কখনেই এটিকে সহজভাবে প্রহণ করেননি। আর এ পবিত্র ভূমিকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে কুসেড সংঘটিত হয়। যেটির প্রতিফলন উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের মতো খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ বক্তব্যে মৃলত কুসেডের ঘটনার কথায় ফুটে উঠেছে। মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয়ের নিকট পবিত্র স্থান জেরুজালেমকে নিয়েই কুসেড সংঘটিত হয়েছিল। আটটি বড় রকমের কুসেড সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ সমগ্র কুসেডকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন।

১. প্রথম যুগ : ১০৯৫-১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এ সময় কুসেডারগণ মুসলিম ভূখণ্ডের উপর বাঁপিয়ে পড়ে এবং আতাবেগ জঙ্গীর এডিসা পুনরুদ্ধার পর্যন্ত কুসেড স্থায়ী হয়।

২. দ্বিতীয় যুগ : ১১৪৪-১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ ইমামুল্লাহীন জঙ্গীর শাসনকাল হতে সালাহউদ্দিনের শাসনকাল পর্যন্ত।

৩. তৃতীয় যুগ : ১১৯৩-১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগে খ্রিস্টানদের মধ্যে কয়েকটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন হতে কুসেডারগণের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

**ঘ** উক্ত যুদ্ধে অর্থাৎ কুসেডে সালাহউদ্দিন আইযুবি অত্যন্ত পুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খ্রিস্টান শাসক রেজিন্যান্ড দ্বিতীয় কুসেডের সন্ধি লজ্জন করে একটি মুসলিম দলকে আক্রমণ করলে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং হিতিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সমগ্র সিরিয়া, ইরাক ও আরববের শাসক সালাহউদ্দিন আইযুবির সঙ্গে এ যুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। রেজিন্যান্ডসহ বহু কুসেডার নিহত হন। জেরুজালেমে মুসলমানদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের মধ্যে সংঘটিত শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের মাধ্যমে কুসেডকে নির্দেশ করা হয়েছে। যে যুদ্ধে সালাহউদ্দিন তাত্পর্য ভূমিকা পালন করেন। ১১৮৯ সালে জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস সম্প্রতিভাবে জেরুজালেমে পুনরুদ্ধারের জন্য আঞ্চা অবরোধ করেন। তারা আন্তর্জাতিক আইন লজ্জন করে ২৭০০ যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করেন। সুলতান সালাহউদ্দিন আইযুবি তাদের প্রতিরোধ করেন। যুদ্ধে এবং সদাচারে সালাহউদ্দিন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন। ১১৯২ সালে একটি শাস্তিসম্বিতে বাস্কর করে

আক্রমণকারীরা বিদেশে ফিরে যান। সালাহউদ্দিনের এ উদ্যোগের ফলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্বের অবসান হয়। খ্রিস্টানদের জন্য বিনা কর ও বিনা বাধায় জেরুজালেম পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে আরও কুসেড সংঘটিত হয়। কিন্তু যদিন সালাহউদ্দিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এই শাস্তি বিদ্যমান ছিল।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপরীত হওয়া যায় যে, জেরুজালেমকে নিয়ে মুসলিম শাসনামলে যে সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সালাহউদ্দিন আইযুবির সময়ে সে অবস্থার থেকে অনেকটা উন্নতি হয়েছিল।

**প্রশ্ন ▶ ৫৪** বাংলাদেশ সরকার মায়ানমার থেকে অবৈধভাবে আগত মায়ানমারের নাগরিকদের নিয়ে ব্যাপকভাবে উহিষ্ঠ। অনেকে মায়ানমার সরকারকে এর জন্য দায়ী করেছেন। তার কারণ তার দেশের ধর্মান্ধ কিছু গোষ্ঠী এমন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে, সেখানে মুসলমানদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। মায়ানমারের অব্যাচীন বর্বর ও অশিক্ষিত লোকজন এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে কোন দেশের শুধু পার্থিব লাভ ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়। তার ধর্মীয় কারণে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে।

(প্রেৰ বেৰকতুলিন গোস্ট আন্ডেট কলেজ, ঢাকা)

- ক. মালিক শাহ কত খ্রিস্টাদে জ্যোতির্বিদ সম্মেলন আহ্বান করেন? ১  
খ. সালাউদ্দিন আইযুবির পরিচয় দাও। ২  
গ. মায়ানমারের কর্মকাণ্ডের সাথে কুসেডের সম্পর্ক খুঁজে তার ব্যাখ্যা প্রদান করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়—প্রত্যেক ধর্মীয় যুদ্ধেই মানবতাৰ ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰে— তুমি কি মন্তব্যটি সমর্থন কৰ? মতামত দাও। ৪

#### ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মালিক শাহ ১০৭৫ খ্রিস্টাদে জ্যোতির্বিদ সম্মেলন আহ্বান করেন।

**খ** আইযুবি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সালাহউদ্দিন আইযুবি।  
সালাউদ্দিন আইযুবি ১১৩৭ খ্রিস্টাদে দেজলা নদীৰ তীৰে অবস্থিত তিরকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন কুর্দি মেতা আইযুব। সালাউদ্দিন আইযুবি ১১৬৯ খ্রিস্টাদে খলিফা পদে স্থলাভিষিষ্ঠ হন। শাসক ও ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন মহানুভব। কুসেডারদের বিরুদ্ধে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত মায়ানমারের কর্মকাণ্ডে ধর্মান্ধতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে, যা কুসেডের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল।

কুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ইতিহাসের চৱম ক্ষিপ্তাপূর্ণ অধ্যায়। যীশু খ্রিস্টের জন্মাবৃত্তি জেরুজালেম মুসলমানদের কর্তৃতলগত হলে খ্রিস্টান জগতে তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং জেরুজালেম উদ্বারের জন্য তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্ত ধারণ করলে এ ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়— যা উদ্দীপকেও চিহ্নিত হয়েছে।

উদ্দীপকেও আমরা দেখি মায়ানমারের জনগণ অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার ছাড়াও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, যার কারণে সেখানে মুসলমানদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তার ধর্মীয় কারণে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে। কুসেড যুদ্ধ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে।  
মহানবি (স)-এর মেরাজ গমনের স্থান এবং হযরত মুসা ও হযরত দাউদের স্মৃতি বিজড়িত জেরুজালেম যেমন মুসলমানদের নিকট পৰিত্ব তেমনি খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যার কারণে ফাতেমি নবম খলিফা আল হাকিম ১০০৯ জেরুজালেমের খ্রিস্টানদের পরিত্ব সমাধি ও শির্জা ধ্বনি করলে তারা খুবই বিস্মিত হয়। এছাড়া সেলজুক শাসকরা খ্রিস্টানদের তীর্থ্যাত্মায় নিয়ে ধার্যা আরোপ করলে খ্রিস্টান জগতে ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। তাছাড়া পোপের ঘোষণা কুসেডকে ত্বরান্বিত করেছিল যা প্রায় দুশত বছরব্যাপী স্থায়ী ছিল। এ ঘটনায় মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। কুসেডারদের অমানবিক কর্মকাণ্ড মুসলমানদের সমাধি তৈরি করে। আবার মুসলমানদের হাতেও অনেক খ্রিস্টান প্রাণ হারায়। উদ্দীপকেও কুসেডের এ ধর্মীয় কারণ প্রকাশ পেয়েছে।

**ঘ** হ্যাঁ, প্রত্যেক ধর্মীয় যুদ্ধই মানবতার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে বলে আমি মনে করি।

কুসেড ছিল মূলত একটি ধর্মীয় যুদ্ধ। ধর্মান্ধতার জন্য সংঘটিত এ যুদ্ধ মানুষের মনে শান্তি যোগাতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধগুলো ব্যাপক ধ্বন্দ্বজ্ঞ সৃষ্টি করেছিল। ব্যাডিচার, অমানুষিক অত্যাচার, ধ্বন্দ্বজ্ঞ, লুটন ছিল ধর্মযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রিত কাজ। উদ্দীপকেও অনুরূপ ফলাফল লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত মায়ানমারের ধর্মান্ধ কিছু গোষ্ঠী ধর্মীয় কারণে বহু মুসলমানকে হত্যা করছে যেটি মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড। কুসেড বা ধর্মযুদ্ধও ব্যাপক ধ্বন্দ্বলীলা ও রক্তপাতের জন্ম দেয়। কুসেডারগণ লাখ লাখ মানুষকে বীভৎসভাবে হত্যা করে। মুসলমানদের হাতেও বহু কুসেডারগণ নিহত হয়। এ যুদ্ধে শুধুমাত্র প্রথম দিকে দশ হাজারেরও বেশি নর-নারী, শিশু, বৃক্ষ ও যুবক প্রাণ হারায়। এ যুদ্ধে পঞ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা এবং নগরবাজি শৃঙ্খলানে পরিণত হয় এবং বহু মসজিদ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বন্দ্ব হয়। নৈতিকতা বিরজিত কার্যকলাপে পরিপূর্ণ এ যুদ্ধগুলো ধ্বন্দ্বলীলার প্রতীক রূপ— যা শুধু মানবতার ক্ষতি সাধন ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে আসে না। সুতরাং বিষে সংঘটিত সকল ধর্মীয় যুদ্ধ বিশ্বশান্তির পরিপন্থ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বর্বর বৌদ্ধ সেনাদের নির্মম অত্যাচারে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে মানবতা বিরজিত লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুসলিম নিধনে মেতে উঠেছে। একইভাবে কুসেডেও মানবতা চরমভাবে লজ্জিত হয়ে ছিল। তাই সকল ধর্মযুদ্ধই মানবতার জন্য অভিশাপ।

**প্রশ্ন ▶ ৫৫** তাসে মেরোভিজিয়ান রাজাদের শাসনামলে রাজাদের চেয়ে চালস মাটিলের বেশি মর্যাদা ছিল। রাজা ছিল মাটিলের হাতের পুতুল। অথব চালস মাটিল রাজবংশের কেউ ছিলেন না। রাজারা মন্ত্রিপরিষদের সর্বান্বিক প্রভাব থর্ব করার জন্য মাটিলকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন আর মাটিল নিজেকে রাজাদের প্রভূতে পরিণত করেছিলেন।

(আদল্ল শেফেল কলেজ মহানগর)

- ক. বায়তুল হিকমা কী? ১  
খ. আৰুসিদের পরিচয় দাও। ২  
গ. উদ্দীপকে আৰুসি খিলাফতের কোন বংশের শাসকদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উত্তোলন মহানবি (স)-এর পরিচয় দাও। ৪

#### ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বায়তুল হিকমা আৰুসি খিলাফা মামুন কর্তৃক নির্মিত একটি জ্ঞানগৃহ বা পরিপূর্ণ গবেষণা কেন্দ্র।

**খ** আৰুসিরা মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমি শাখা হতে উত্তৃত।  
মহানবি (স)-এর পিতৃবা আল আৰুস-বিন আবদুল মুতালিব-বিন হাশেমের নাম হতেই আৰুসি বংশের নামকরণ করা হয়েছে। আল আৰুস তার চার পুত্রকে রেখে ৬৫৫ খ্রিস্টাদে ইস্তেকাল করেন। তারা উমাইয়া গোত্রের মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে হাশেমি গোত্রের হযরত আলী (রা) এর পক্ষাবলম্বন করেন। আশীর্বাদ দিক থেকে উমাইয়াদের তুলনায় মহানবি (স)-এর নিকটতম হওয়ায় তারা নিজেদেরকে মুসলিম খিলাফতের বৈধ দাবিদার বলে দাবি করত।

**গ** উদ্দীপকে আৰুসি খিলাফতের বুয়াইদ বা বুয়াইয়া বংশের শাসকদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বুয়াইয়া রাজবংশের আদি পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় যে, বুয়াইয়াগণ মধ্য এশিয়ার একটি উপজাতি। আৰুসি খিলাফতের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ ও অযোগ্যতার সুযোগে বুয়াইয়াগণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আৰুসি খিলাফতের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আহমদ নামক এক ব্যক্তি বুয়াইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, খ্রিস্টের মেরোভিজিয়ান রাজাদের শাসনামলে রাজারা মন্ত্রিপরিষদের সর্বাধিক প্রভাব থর্ব করার জন্য মাটিলকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন, আর মাটিল নিজেকে তাদের প্রভুতে পরিণত করেছিলেন। একইভাবে দুর্বল ও বিলাসপ্রিয় আবাসি খলিফা মুসলিমকৃত তুর্কি বাহিনীর উল্লেখ্য ও দৌরান্যে অতিষ্ঠ হয়ে আবু সুজা বুয়াইয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আহমদকে রাজধানীতে আহরণ করেন। এ আব্দানে সাড়া দিয়ে আহমদ ১৪৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাগদাদে প্রবেশ করলে তুর্কি আমির আবু জাফর এবং তুর্কি বাহিনী তায়ে পলায়ন করে। তিনি বাগদাদে বুয়াইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আবাসি খলিফা তাকে মুইজ-উদ-দৌলা উপাধিতে ভূষিত করে নিজের আমির উল উমারা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে মুইজ খলিফার দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে সকল ক্ষমতা কৃক্ষিগত করলেন এবং খলিফার সার্বভৌমিকে থর্ব করে নিজে সুলতান উপাধি প্রদান করেন। উদ্দীপকে এ দৃশ্যপটটি অভিক্ত হয়েছে।

**য** উক্ত শাসকদের বংশ অর্থাৎ বুয়াইয়া বংশের শাসকদের পতনের ফলে শিয়া ইসলাম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়— মন্তব্যটি যথার্থ?

আবাসি শাসকগণ ছিল সুন্নি মতাবলম্বী। তাদের শাসনামলে সুন্নি ইসলাম মর্যাদাপূর্ণ ছিল। আবাসি শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে বুয়াইয়া বংশের শাসকেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বুয়াইয়া বংশের শাসকেরা ছিল শিয়া মতাবলম্বী। তাদের সময়ে শিয়া ইসলামের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু বুয়াইয়াদের পতনের ফলে শিয়া ইসলাম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কারণ বুয়াইয়াদের পরাজয়ে ঘটে সেলজুকদের নিকট, আর সেলজুকরা ছিল সুন্নি মতাবলম্বী। সুন্নি মতাবলম্বী শাসকেরা ক্ষমতায় আসার ফলে বৃজাবত্তি শিয়া ইসলামের বিপর্যয় দেখা দেয়।

বুয়াইয়ারা শিয়া ধর্মাবলম্বী হওয়ায় নিজ ধর্মতের প্রতি নিষ্ঠাবান বুয়াইয়া শাসক মুইজ-উদ-দৌলা ১০ মহররমের আশুরা' উদযাপনসহ বেশ কিন্তু শিয়া গ্রীতি প্রবর্তন করেন। শিয়া মতাবলম্বী বুয়াইয়া সুলতানগণ এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, তারা সুন্নি আবাসি খলিফাকেও তাদের বশ্যতা স্থাকারে বাধ্য করেন। আবাসি খলিফার মতো শিয়া সুলতানগণও বুঝবায় তাদের নাম পাঠ, মুদ্রায় নামাঞ্চরণ, পোশাক, পরিচ্ছেদ পরিধান, মুকুট, বাজুবন্দ, পতাকা ও তরবারি ব্যবহার শুরু করে। বুয়াইয়াদের সময়ে আবাসি প্রশাসনে আরবদের তুলনায় শিয়া পারসিকদের প্রভাব উন্নতোভাবে বৃদ্ধি পাই। কিন্তু সুন্নি মতাবলম্বী সেলজুকদের নিকট বুয়াইয়াদের পরাজয়ের পর সুলতানগণ সুন্নি আবাসি খলিফাতের পুনৰুজ্জীবন দান করেন। সেলজুক সুলতানগণ প্রথমেই শিয়া দালাইলামা সম্প্রদায়জুন্ত বুয়াইয়াদের ওপর আঘাত হেনে সুন্নি মতাবলম্বের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনে। সেলজুকগণ সংঘবন্ধ সুন্নি রাস্ত কায়েম করায় শিয়া মতবাদ ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় এবং শিয়া মতবাদকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সুন্নি মতাবলম্বী সেলজুকদের নিকট শিয়া মতাবলম্বী বুয়াইয়াদের পতনের মধ্য দিয়ে শিয়া মতবাদের অস্তিত্ব দ্রুতিকর সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

**প্রশ্ন ৫৬** বাহ্লাদেশের অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে চাকরি করেন জনাব কামরুজ্জামান। প্রতিষ্ঠানটি উচ্চের্খণ্যে তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত (১) অনুবাদ বিভাগ (২) গবেষণা বিভাগ (৩) গ্রন্থাগার বিভাগ। কতিপয় বিদ্যুৎসাহী ও জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানটি গঢ়ে উঠেছে। তবে প্রধান উদ্যোগ প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাইদ। তিনি বলেন— একসা মুসলিমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আবাসি খলিফত ছিল মুসলিমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির খলিফত।

/প্রাপ্তি পতের অন্তর্ভুক্ত/

- ক. কত সালে জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১
- খ. আবুল আবাসকে আস-সাফফাহ বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাথে তোমার পঠিত পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. আবাসি খলিফত ছিল মুসলিমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির খলিফত - আব্দুল্লাহ আবু সাইদের এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৮ সুজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

৯ সুজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

১০ আবাসি খলিফত ছিল মুসলিমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির খলিফত আব্দুল্লাহ আবু সাইদের এ উক্তিটি যথার্থ।

আবাসি শাসনামল ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চার স্বর্ণযুগ। কেলনা এ শাসন আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির ক্ষেত্রে শাসকবর্গের প্রবল আগ্রহ ছিল। খলিফা মামুন শাসনামলে বাযতুল হিকমাতে অনুবাদ ও মৌলিক রচনা এবং গবেষণার যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তাই প্রবর্তীকালের মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত।

আবাসি শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যাপ্তি লাভ করে। চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক, পাটিগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি ও ভূগোলের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। খলিফা মামুন কর্তৃক নির্মিত বাযতুল হিকমাত ছিল আবাসিনের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। জ্ঞান বিকাশের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বুরো এই তিনটি পথক বিভাগ স্থাপন করা হয়। বাযতুল হিকমাত অনুবাদ সন্তুরে গ্রিক, সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মল্যবান গ্রন্থাদি এবং লিউক, কোস্টার, গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি, পল, এরিস্টটল ও প্লেটোর রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে সেগুলো আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চায় আবাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে আবাসীয় যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চায় ব্যাপক ব্যাপ্তি অর্জন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চায় আবাসীয় যুগের অসামান্য অবদানের জন্য এ যুগকে মুসলিম সভ্যতার স্বপ্ন যুগ বলা হয়। আর এ বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে আব্দুল্লাহ আবু সাইদের বক্তব্যে।

**প্রশ্ন ৫৭** গাজা উপত্যাকায় ইসরাইলের সৈন্যবাহিনী বোমা মেরে সাধারণ নিরীহ নারী, শিশু, পুরুষকে হত্যা করে। প্রতিদিন তিভি খুললেই হত্যার লোমহর্ষক ঘটনা দেখা যায়। রাহতে তার বাবাকে বলল জেরুজালেম, ফিলিস্তিন, গাজা সব সময় সংঘাতপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। রাহতের বাবা বলল ইউরোপের খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলিমানদের ক্ষুসেডের মূল্যে ও একই কারণ ছিল। শুধুমাত্র হযরত ওমর (রা)-এর সময় ছাড়া, রাহতের বলল, ক্ষুসেডের ক্ষতের মধ্যে সালাউদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন শাস্তি ও ব্রতির সুবাতাস।

/সোনার বাল্য দিষ্টিবিদ্যালয় কলেজ, কুমুজ/

১. কার শাসনামলে সেলজুকদের ক্ষতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে?

২. নহর-ই-জুবাইদা কেন বিখ্যাত?

৩. রাহতের বাবার বক্তব্যের আলোক ক্ষুসেডের জেরুজালেমের ভূমিকা তুলে ধর।

৪. ক্ষুসেডের ক্ষতের মধ্যে সালাউদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন শাস্তি ও ব্রতির সুবাতাস— রাহতের বক্তব্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

১. মালিক শাহের শাসনামলে সেলজুকদের ক্ষতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

২. পবিত্র হজগ্রাম পালন করতে আসা জনগণের প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করে তাদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য নহরে- জুবাইদা বিখ্যাত।

মুরুভুমির দেশ আরবের মুগুরী মুসলিম জাতির জন্য সবচেয়ে অধিক পবিত্র স্থান। এখানে প্রতিবছর হজ মৌসুমে পবিত্র হজগ্রাম পালনের জন্য লাখ লাখ মুসলিমের আগমন ঘটে। কিন্তু এ বিপুলসংখ্যক লোকের অজ্ঞ গোসল কিংবা পানীয় জলের কোনো সুস্থ ব্যবস্থা ছিল না। দূরদূরান্ত থেকে আসা হাজিদেরকে অসহনীয় দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হতো। হাজিদেরকে এ দুর্ভোগের কর্তৃ থেকে রক্ত করার জন্য জনহিতৈষী ও প্রজাবস্তুল খলিফা হারুন-অর-রশিদের ত্রী জুবাইদার নামানুসারে নহরে জুবাইদা খালটি খনন করা হয়।

১। রাহতের বাবার বক্তব্যের আলোকে প্রায় ডিনশত বছর ধরে ঈর্ষাপরায়ণ খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল তার অন্যতম কারণ ছিল জেরুজালেম দখল।

৬৩৪ সালে হযরত ওমর (রা) আমর বিন আসের সেনাপতিত্বে জেরুজালেম দখল করলে খ্রিস্টান জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কারণ জেরুজালেম ছিল যিশু খ্রিস্টের জন্মভূমি। হযরত ওমরের (রা) সময় এখানে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকলেও পরবর্তীতে অসহিতু শাসকদের সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ফাতেমীয় খলিফা আল হাকিম জেরুজালেমে খ্রিস্টানদের পবিত্র সমাধি ও গির্জা ধ্বংস করলে খ্রিস্টানরা খুবই বিকুণ্ঠ হয়। অধিকস্তু এ সময় সেলজুকুরা জেরুজালেমে তাদের তীর্থযাত্রার ওপর কর আরোপ করে। ফলে খ্রিস্টানরা জেরুজালেম উচ্চারে বস্থপরিকর হয় এবং পোপ হিতীয় আরবান এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে। উপর্যুক্ত আলোচনায় কুসেডে জেরুজালেমের ভূমিকা সহজেই অনুমেয়।

২। কুসেডে সালাউদ্দিন আইয়ুবির ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করে উদ্দীপকের রাহত যথার্থেই বলেছেন, 'কুসেডের ক্ষতের মধ্যে সালাউদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন শাস্তি ও স্বন্তির সুবাতাস।'

ইউরোপীয় সমিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর বাব বাব আক্রমণে মুসলিম সাম্রাজ্য যখন সজ্জন ঠিক তখনই সালাউদ্দিন আইয়ুবির আগমন ঘটে। তিনি মিসরে আইয়ুবি বংশ প্রতিষ্ঠা করে সেনাবাহিনীর সংস্কার সাধন করেন এবং কুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবর্তীর্ণ হন। তিনি তৃতীয় কুসেডে (১১৮৯-৯২) সফল ভূমিকা পালন করেন। এ সময় ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ ভুলে ঐক্যবস্থা হয়ে জেরুজালেম উচ্চারে তৃতীয় কুসেডে পরিচালনা করেন। এতে খ্রিস্টানদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী তিনি শাসক ক্ষেত্রাধিক বারবারোসা, প্রথম রিচার্ড ও ফিলিপ অগাস্টাস। এ যুদ্ধে সালাউদ্দিন সাইপ্রাস দখল করে ও আক্রা অবরোধ করে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। মূলত কুসেডে বিশেষ অবদানের জন্য সালাউদ্দিন ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কুসেডে সালাউদ্দিনের মূল্যায়ন করতে উদ্দীপকের রাহতের বক্তব্যই প্রশিক্ষণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৮। কারাকাসের বৈরাচারী শাসকের কার্যক্রমে যখন সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ, তখন হামাস বংশের হাফিস নামের এক বিপ্লবী নেতার উত্থান ঘটে। তিনি সরকার উৎখাতের ডাক দেন। কর্মসূচি সফল বেগবান করার জন্য নানামূর্চী প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে উত্ত সরকারের পতন ঘটান।

/সর্বীপুর সরকারি কলেজ/

ক. কোন মাসে জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. মাঝুনের শাসনামলকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা হাফিসের সাথে কোন আক্রাসীয় খলিফার মিল রয়েছে? তার চরিত্র বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি" উত্ত আন্দোলনকে সফল করেছিল।" মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৭৫০ সালের জানুয়ারি মাসে জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ. আক্রাসীয় খলিফা আল মাঝুনের সময় রোমান সন্তান অগাস্টানের শাসনামলের মতো বাণিজ্য শিক্ষা, সংস্কৃতির পাদপীঠে পরিগত হয়েছিল বলে তার শাসনামলকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়।

মাঝুনের শাসনকাল ছিল আক্রাসী তথা আরবদের জন্য অলংকারিত্বপূর্ণ। সৈয়দ আমির আলী বলেন, "তার বিশ বছরের্যাপী শাসনকাল চিন্তাধারার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিবর্ধিত স্থায়ী স্থূলিতিক রেখে গিয়েছে।" তার শাসনকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুধ, শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। আমির আলী বলেন, "মাঝুনের খিলাফত সারাসামীয় ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। যথার্থভাবেই এটিকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়েছে।"

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা হাফিসের সাথে আক্রাসী খলিফা আবুল আক্রাস আস-সাফফাহ এর মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হামাস বংশের হাফিস নামের এক নেতা জনগণকে নানামূর্চী প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করে সরকার উৎখাতের আন্দোলনে জনগণের সমর্থন লাভ করে সরকারের পতন ঘটায়। এ ঘটনার মাধ্যমে আবুল আক্রাস কর্তৃক উমাইয়াদের পতনের ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

আক্রাসী বংশের প্রথম খলিফা হিসেবে আবুল আক্রাস স্বীয় বংশের স্বার্থরক্ষার জন্য যে কোনো নৃশংসতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অশ্রয় নিতে কৃষ্টাবোধ করেননি। শুধু বিদ্রোহিদিগকেই নয়, যাদের সহায়তায় তিনি সিংহাসন লাভ করেছেন তারাও যদি বিরোধিতা করতেন তাদেরকেও রেহাই দিতেন না। নিষ্ঠুর হলেও তিনি বেশ কিছু মানবিক গুণের অধিকারী ছিলেন।

যেহেন: সে সময়ে বহুপক্ষী গ্রহণ এবং উপপক্ষী রাখার বীতি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি উম্মো সালমা নামক একজন স্বীয় গ্রহণ করেছিলেন এবং কোনো উপপক্ষী গ্রহণ করেননি। সুতরাং শাসক হিসেবে তিনি নিষ্ঠুর হলেও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার্থ পত্র ছিলেন। জনহিতকর কার্যের জন্যও তিনি যাতি অর্জন করেছিলেন। এর মধ্যে প্রধান হলো কৃষ্ণ হতে মস্তা পর্যন্ত হজযাতীদের জন্য স্থাপিত পান্থশালা। তিনি শির এবং সাহিত্যেরও পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন। তার সময়ে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম আবু হানিফা (র) ফিকাহ শাস্ত্রের চৰ্চা শুরু করেন। সর্বোপরি ব্যক্তিগত কর্তব্যে তিনি ছিলেন সংযমী, দুরদশী, বিচক্ষণ এবং কর্তব্যানিষ্ঠ।

ঘ. প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি ই ছিল আবুল আক্রাস আস-সাফফাহ কর্তৃক উমাইয়া বংশের অবসান ঘটিয়ে আক্রাসী বংশ প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জনের মূল কারণ।

উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইবনে আক্রাসের নেতৃত্বে তার অপর তিনি ভাতা ও অন্যরা আক্রাসী আন্দোলনের সূচনা করেন। তারা মর্মর সাগরের তীরে হুমাইমা নামক একটি নিরাপদ প্রায়কে উমাইয়াবিরোধী আক্রাসী প্রচারণার কেন্দ্ৰভূমিতে পরিগত করেন। তাঁরা পূর্ব পুরুষদের উমাইয়াবিরোধী মনোভাবকে কার্যসম্বিধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে লোকজনকে তাদের পক্ষে সমবেত করতে সক্ষম হন। আবুল আক্রাসকে ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে ২৯ নভেম্বর কুফা মসজিদে খলিফা বলে ঘোষণা করা হলেও তার শাসনকাল শুরু হয় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে জাবের যুদ্ধে হিতীয় মারওয়ানের পরাজয় ও পলায়নের পর থেকে।

উদ্দীপকে হাফিস হেমন তার কর্মসূচিকে বেগবান ও সফল করার জন্য জনগণকে নানাধরনের প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের পৰ্যায় অবলম্বন করেছিল, তেমনি উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনকে সফল করে তুলতে আবুল আক্রাসও জনগণকে প্রলোভন ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদানের কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি জনগণকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করে উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। জনগণ তাঁর পক্ষ নিয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে উমাইয়া বংশের পতনের মধ্য দিয়ে আক্রাসী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রতিহসিক ওয়েল বলেন, 'আবুল আক্রাস শুধু বৰ্বর ও পাষণ্ডই ছিলেন না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দানকারী ও কৃত্য বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন।'

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি আক্রাসী আন্দোলনকে সফল করে তুলেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫৯। রোমান রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খুবই নৃশংস ছিলেন। প্রতিষ্ঠানী হতে পারে ভেবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করলে সেনাপতির সমর্থকদের দ্বারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় রাজা তা কঠোরভাবে দমন করেন। তার ধার্মিকতার সুযোগ নিতে একদল প্রজা তাকে প্রত বলে পূজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাজা সব কিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন।

/ক্লিনিনী সরকারি কলেজ, চীজাইল, শাহজালাল সিটি কলেজ, সিলেট/

ক. 'বাগদাদ' নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন?

১

খ. খলিফা আল মনসুর কর্তৃক আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকের রাজার ন্যায় খলিফা আল মনসুর তার প্রধান সেনাপতির বিরুদ্ধে যে আচরণ করেছিলেন তা ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় ঘটনার মতোই রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় যে পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তা খলিফা আল মনসুর কীভাবে দমন করেন?

৪

### ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন আবু জাফর আল মনসুর।

খ. খলিফা মনসুর আলী বংশীয়দের আক্রাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠনী ভাবতো; তাই তিনি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন।

হয়রত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা)-র বংশধরণ আববাসি বংশের উপানের সময় যথাযথ সাহায্য করলেও এ খলিফা আল মনসুর তাদেরকে সুনজরে দেখেননি। খিলাফতের সন্তান দাবিদার ও প্রতিষ্ঠনী মনে করে আল মনসুর তাদেরকে ধূংস করতে বন্ধপরিকর হন। তাছাড়া আলীর বংশধরদের প্রতি জনসাধারণের অসীম ভঙ্গি ও শ্রদ্ধার জন্য খলিফা মনসুর বিচলিত হয়ে উঠেন এবং তাদের ধূংস সাধনে তৎপর হয়ে উঠেন। যার ফলে তিনি আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন।

গ. উদ্দীপকে রাজা ফিউডাল তার প্রধান সেনাপতির প্রতি যে ব্যবহার করেছেন খলিফা আল মনসুর তার সেনাপতি আবু মুসলিম খোরাসানির প্রতি সে আচরণ করেছিলেন।

পৃষ্ঠাবীতে এমন অনেক সেনাপতি সম্পর্কে জানা যায়, যাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার বলে অনেক রাজবংশের জন্ম হয়েছে। তারা নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তিতে ক্ষমতায় বসিয়ে অতুলনীয় দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে। তবে এ সকল সেনাপতির অনেককেই আবার নির্মম হত্যা কাণ্ডের শিকার হতে হয়েছে। উদ্দীপকের রাজা ফিউডালের সেনাপতি ও আবু মুসলিম খোরাসানির উভয়েরই একই পরিপতি ব্রহ্ম করতে হয়েছিল।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তবে রাজনৈতিক রাখে তিনি খুব নৃশংস ছিলেন। প্রতিষ্ঠনী হতে পারে ভেবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করেন এবং সেনাপতির সমর্থকদের হারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তাও কঠোর হত্যে দমন করেন। ঠিক একইভাবে সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে আল মনসুরও ছিলেন মৌহুল মানুষ। একজন মুসলিম হিসেবে তিনি ছিলেন খোট ধার্মিক ব্যক্তি। তবে শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও বিশ্঵াসঘাতক। তিনি আক্রাসি আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি আবু মুসলিমকে নিজের শাসনের জন্য হুমকি মনে করতেন। তিনি আবু মুসলিমকে কোশলে রাজদরবারে ঢেকে এনে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। সৈয়দ আয়ার আলীর ভাষায়, 'আবু মুসলিম যতদিন জীবিত ছিলেন আল মনসুর ততদিন নিজেকে নিরাপদ ভাবেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি এখন নিজেকে প্রকৃত রাস্তাপ্রধান মনে করতে সাগলেন।' এরপর ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সানবাদের নেতৃত্বে পারসিকগণ আবু মুসলিম খোরাসানির বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এমন অবস্থায় আল মনসুর এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে সে বিদ্রোহ দমন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মীয় ঘটনার মতোই রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল রাজা ফিউডালের মতোই আল মনসুর তা কঠোরভাবে দমনে সক্ষম হয়েছিলেন।

খলিফা আল মনসুর ধর্মের প্রতি খুব বেশি আকৃষ্ট ছিলেন বলে একটি সম্প্রদায় তাকে আচ্ছাদন অবতার বলে ঘোষণা করে। এদেরকে রাওয়ান্দিয়া বলা হয়। খলিফার অনুগ্রহ লাভের জন্য এরা হিসেবে তোষামদকারী। এরা যে বিত্তিত্বকর ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল আল মনসুর তা সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উদ্দীপকেও এ দৃশ্যপটই অভিকৃত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা ফিউডালের ধার্মিকতার সুযোগ নিয়ে তাকে এক দল প্রজা প্রভু বলে পূজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু তিনি এসব কিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। এই একই ঘটনা আক্রাসি খলিফা আল মনসুরের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। একদল রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফার প্রসাদের সম্মুখে একত্রিত হয়ে বলতে থাকে এই আমাদের মাবুদের গৃহ যিনি আমাদেরকে আশ্বারের জন্য খাদ্য এবং পানের জন্যে পানীয় প্রদান করেছেন। তাদের ঐরূপ ইসলামবিরোধী প্রচারণার জন্য মনসুর বাধ্য হয়ে তাদের ২০০ জনকে কারাবুন্ধ করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর ৬০০ রাওয়ান্দিয়ার একটি দল প্রসাদের সম্মুখে এসে খলিফার দর্শন প্রাপ্তি হন। খলিফা তাদেরকে দর্শন প্রদান করলে তারা হঠাৎ খলিফাকে আক্রমণ করে বাসে। সৌভাগ্যের মারান বিন ষায়েদা খলিফাকে বাচালেন। তবে খলিফা কঠোর হত্যে এই সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করেন। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে যেমন ফিউডালকে একদল প্রজা প্রভু বলে পূজা করতে এসে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে তিনি তা মোকাবিলা করেন, অনুরূপভাবে আক্রাসি খলিফা আল মনসুরের সময় রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি পরিস্থিতিকে তিনি কঠোর হত্যে দমন করেন।

ঘ. সেতু আক্রাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাহিনি পড়ছিল। নতুন খিলাফতের প্রথম আমির নির্বাচিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকে এ রংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। খিলাফতের পরপরই তার চাচা বিদ্রোহ দমন করেন। এপরি তিনি নির্মল প্রারম্ভ খোরাসানের বিদ্রোহ দমন এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বহু লোককে কারাবুন্ধ করেন। তার গৌরবময় কীর্তি হলো একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা যা ছিল তার সাম্রাজ্যের রাজধানী। তার নাম অনুসারে একটি নতুন নগরীর নামকরন করা হয়।

(রাজবাটী সভার কলেজ রাজবাটী)

ক. বাগদাদ নগর কে প্রতিষ্ঠা করেন?

১

খ. বায়তুল হিকেবা বলতে কী বোব? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. সেতুর পঞ্চিত ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আক্রাসীয় খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকে সেতুর পঞ্চিত আমিরের চেয়ে তোমার পঞ্চিত আমির অধিক কৃতিত্বের দাবিদার— উভয়ের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

### ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আক্রাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ. সূজনশীল ১৭ এর 'ৰ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. উদ্দীপকের সেতুর পঞ্চিত কাহিনির সাথে আমার পঞ্চিত আক্রাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের সাদৃশ্য রয়েছে।

আবুল আক্রাস আস-সাফকাহ আক্রাসি বংশের প্রথম খলিফা ছিলেন, তবুও আবু জাফরকেই এ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কেননা তিনি অদ্য সাহস, দুরদৰ্শিতা ও কৃতিনৈতিক প্রজার হারা অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সব বিদ্রোহ দমন করে আক্রাসি খিলাফতকে সুস্থ ভিত্তির ওপর অধিষ্ঠিত করেন। তিনি তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীর বিদ্রোহ দমন ও আবু মুসলিমকে হত্যা করেন। এভাবে যাবতীয় বিদ্রোহ দমন করে তিনি আক্রাসি রাজবংশের স্থায়িত্ব বিধান করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের সেতুর পঞ্চিত শাসক আক্রাসি খেলাফতের প্রথম আমির না হয়েও এ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচিত। তিনি তার চাচার বিদ্রোহ, পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন এবং একটি সম্প্রদায়ের ২০০ শোককে কারাবুন্ধ করেন। এছাড়া নিজের নামে একটি নগরীও প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে খলিফা আবু জাফর আল মনসুর তার চাচা সিরিয়ার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীর বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি আবু মুসলিম খোরাসানিকে নির্মতভাবে হত্যা করেন। আর এ

হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে খোরাসান ও পারস্যবাসীরা বিদ্রোহ করলে তিনি তাদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করেন। রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করলে তিনি তাদের ২০০ জনকে কারাবুন্দি করেন। এছাড়া তিনি বাগদাদে নিজের নামানুসারে 'মনসুরিয়া' নামে একটি নগরী নির্মাণ করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।

**৪** উদ্দীপকের সেতুর পঠিত আমিরের চেয়ে আমার পঠিত আমির অর্থাৎ আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার। আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফাহর মৃত্যুর পর আবু জাফর আল মনসুর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তার ক্ষমতায় আরোহণের সাথে সাথে আব্বাসি খলিফতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি অদ্য সাহস ও দুরদর্শিতার দ্বারা বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও রাজধানী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আব্বাসি খলিফতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে রাজ্য বিস্তার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত, যা তাকে উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসকের তুলনায় অধিক কৃতিত্বের দাবিদার করে তুলেছে।

উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসক তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমনের পাশাপাশি বাগদাদে নিজের নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনের পাশাপাশি বাগদাদে 'মনসুরিয়া' নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ সমস্ত কার্যাবলি ছাড়াও রাজাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রোমান সন্ত্রাট কলন্টান্টাইনকে প্রাপ্তি করে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি তাবারিন্দ্বান ও গিলান স্থীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুদিত হয়। এছাড়া মনসুর স্থাপত্যকলারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যার প্রমাণ বহন করে 'কাসর আল খুলদ' ও 'রুসাফ' নামক দুটি প্রাসাদ নির্মাণ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুন্মিলিত যে, সেতুর পঠিত শাসকের তুলনায় আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

**প্রশ্ন ▶ ৬১** জাপানের রাজা আকিহিত এর মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের একদল মানুষ তাকে খোদার সাথে তুলনা করতে থাকে। এতে রাজা বিবৃতবোধ করেন। উক্ত আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে বার্ষ হয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে বন্দি করেন। অন্যথায় রাজ্য বিদ্রোহের সন্তাবনা ছিল। তাদের বন্দি করার ফলে রাজা বড় ধরনের দুর্ঘেস্থের হাত থেকে রক্ষা পান। ফলে রাজ্যে বিশ্বজ্ঞলা প্রশংসিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(লিঙ্গমন্দিরস্থ সরকারি কলেজ, লালমন্দিরস্থ)

- ক. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. নহর-ই-জুবাইদা কী? বুবিয়ে লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে আব্বাসিয় কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সাথে মিলকৃত আব্বাসীয় খলিফা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন - বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কেন আবু জাফর আল মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।
- খ. সূজনশীল ৫৩ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।
- গ. সূজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।
- ঘ. সূজনশীল ৪২ এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**৫** উদ্দীপকের সাথে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের মিল রয়েছে। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর একজন জনদরদি শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাদের কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার এ সকল কর্মকাণ্ডে জনগণ খুশি ছিল। তাছাড়া তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তার এই ধার্মিকতার কারণে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় তাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় তিনি বিরক্ত হয়ে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়কে দমন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, জাপানের রাজা আকিহিত এর মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের অভিভূতে একদল মানুষ তাকে খোদার সাথে তুলনা করতে থাকে। এতে রাজা বিবৃতবোধ করেন এবং উক্ত আচরণ থেকে তাদের বিরত রাখার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাদের বন্দি করে। উদ্দীপকের এ শাসক মূলত আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের প্রতিনিধিত্ব করেছে। খলিফা আল মনসুর ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে ৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করেন। তাদের এরূপ ধর্মবিরোধী কার্যের জন্য মনসুর বাধ্য হয়ে তাদের ২০০ জনকে কারাবুন্দি করেন। ফলে ৬০০ রাওয়ান্দিয়ার একটি দল খলিফার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলে তাকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যক্রমে খলিফা এ আক্রমণ থেকে বেঁচে যান। উদ্দীপকেও এ ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

**৬** সূজনশীল ১৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৬২** ইসলামের ইতিহাসের কিছু সংখ্যক নিবেদিত প্রাণ জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিবর্গের দ্বারা বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ গঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চৰ্চার জন্য সংগঠনটি প্রচুর দুর্বল বই পত্র নিজস্ব সংগ্রহশালায় সংরক্ষন করে থাকে। গবেষকরা এসব বইপত্র ব্যবহারের সুযোগ পায়। তা ছাড়া নিজস্ব প্রকাশনার মাধ্যমে এটি অনেক গবেষক সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু সংগঠনটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং আধিক অসুবিধার কারণে গবেষণা কর্মে সহায়তা করতে অক্ষম। এমনকি সংগঠনটির জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের জন্যও গবেষককে কোনোরূপ আর্থিক প্রয়োন্দন দিতে অক্ষম।

(অস্মত্তাল সে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল)

- ক. বাগদাদ নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১
- খ. নিজামুল-মুলক এর পরিচয় দাও। ২
- গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সংগঠনটির কর্মকাণ্ডের সাথে খলিফা আল মামুনের কোন প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. আবু জাফর আল মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।
- খ. সূজনশীল ৫৩ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।
- গ. সূজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।
- ঘ. সূজনশীল ৪২ এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

## ইসলামের ইতিহাস ও সংক্ষিপ্ত

### অধ্যায়-৫: আক্রাসি খিলাফত

২২৪. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে আক্রাসি খিলাফতের সূচনা হয়? (জ্ঞান)  
 ① কাদেসিয়ার    ② সিফিনের  
 ③ কারবালার    ④ আবের      ④
২২৫. আক্রাসিদের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)  
 ① বাগদাদ    ② ফুসতাত  
 ③ কুফা    ④ মক্কা      ④
২২৬. আক্রাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় কীভাবে?  
 (অনুধাবন) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]  
 ① হিতীয় ইশামের পতনের মাধ্যমে  
 ② হিতীয় ইয়াজিদের পতনের মাধ্যমে  
 ③ হিতীয় ওয়ালিদের পতনের মাধ্যমে  
 ④ হিতীয় মারওয়ানের পতনের মাধ্যমে      ④
২২৭. কার নামানুসারে আক্রাসি বংশের নামকরণ করা হয়? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]  
 ① আক্রাস-বিন-আঃ মুতালিব  
 ② আবুল্হাস-বিন-আক্রাস  
 ③ মুহাম্মদ-বিন-আক্রাস  
 ④ আবুল-আক্রাস-আস-সাফিয়াহ      ④
২২৮. আক্রাসি আন্দোলন কোন নামে শুরু হয়?  
 (জ্ঞান)  
 ① আহলে আক্রাস    ② আহলে সুন্নাহ  
 ③ আহলে বাইয়াত    ④ আহলে আন্নাত      ④
২২৯. আবুল আক্রাসের হত্যা আর খুনের একমাত্র উদ্দেশ্য কোনটি? (অনুধাবন) [মতিক্ষিম আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]  
 ① একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা  
 ② নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি  
 ③ উমাইয়া বংশের মূলোৎপাটন  
 ④ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা      ④
২৩০. আক্রাসিয়ে আমলে নিষ্ঠুর বিশ্বাসবাতক শাসক হিসেবে পরিচিত- (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহিন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]  
 ① আল-মনসুর    ② আবুল আক্রাস  
 ③ হাদুন-অর-রশিদ    ④ আল-হাদি      ④
২৩১. 'আস সাফকাহ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ① রক্তপ্রবাহকারী    ② রক্তপাত  
 ③ রক্তপিণ্ডসু    ④ রক্তের প্রয়োজন      ④
২৩২. মোমেন একটি মসজিদের নাম বলেছে, যে মসজিদটির সাথে আক্রাসি খিলাফতের শুভ সূচনা অঙ্গিত। মোমেন কোন মসজিদের নাম বলেছে? (প্রয়োগ)  
 ① মসজিদে হারাম    ② কর্ডোবা মসজিদ  
 ③ মসজিদে ইয়াকুব    ④ কুফা মসজিদ      ④

২৩৩. বাগদাদ নগরী কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- (জ্ঞান)  
 ① ইউফ্রেটিস    ② টাইগ্রিস  
 ③ নীলনদ    ④ আমাজান      ④

২৩৪. আক্রাসি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?

- (জ্ঞান)  
 ① আবুল আক্রাস    ② আল মনসুর  
 ③ আল মামুন    ④ আল মুইজ      ④

২৩৫. আল মনসুর কাকে 'সিংহপুরুষ' উপাধি দান করেন? (জ্ঞান)

- ① যারেদকে    ② কাহতাবাকে  
 ③ আবু সালমাকে    ④ মায়ানকে      ④

২৩৬. বাগদাদ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

- ① ন্যায়বিচারের উদ্যান  
 ② ন্যায়বিচারের শহর  
 ③ ন্যায়বিচারের এলাকা  
 ④ ন্যায়বিচারের সাম্রাজ্য      ④

২৩৭. 'মাহদিয়া' নগরী কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)

- ① আল হাদি    ② আল মাহদি  
 ③ আল মামুন    ④ আল আমিন      ④

২৩৮. আল মনসুর কোন মতবাদের প্রতিপোষকতা করেছিলেন? (জ্ঞান)

- ① সুনি    ② শিয়া  
 ③ খারেজি    ④ মুতাজিলা      ④

২৩৯. কার সময়ে 'হিতোপদেশ' আরবিতে অনুবাদ করা হয়? (জ্ঞান)

- ① আবুল আক্রাসের    ② আল মনসুরের  
 ③ আল-মাহদির    ④ আবদুর রহমানের      ④

২৪০. 'কাসর-আল-খুলদ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

- ① অনন্তধাম    ② সাময়িক আবাস  
 ③ সুখধাম    ④ ধরিত্বী      ④

২৪১. আল মনসুর কোন ধর্মসভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

- (জ্ঞান) [সরকারি শ্রীনগর কলেজ, মুগীগঞ্জ]  
 ① সুনি    ② শিয়া  
 ③ খারেজি    ④ রাফেজি      ④

২৪২. পারসিক সম্প্রদায় আল মনসুরকে আল্লাহর অবতার বানিয়েছিল কেন? (অনুধাবন)

- ① ধর্মভীরূতার জন্যে  
 ② খুশি করার জন্যে  
 ③ ধর্মীয় অন্ধতের কারণে  
 ④ সুবিধা পাওয়ার জন্যে      ④

২৪৩. বাগদাদ নগরীর আরেক নাম 'আল মনসুরিয়া' রাখার কারণ কী? (অনুধাবন)

- ① আল মনসুরিয়া প্রাসাদের কারণে  
 ② আল মনসুর এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে  
 ③ জনগণের দাবির প্রতিফলনে  
 ④ জনগণের মাঝে এই নামের জনপ্রিয়তার জন্যে      ④

২৪৪. 'অৱ রঞ্জী' অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ১) কর্তৃতপরায়ণ ২) ন্যায়নিষ্ঠ  
 ৩) জনী ৪) উদার
২৪৫. আল মাহদির পর আকাসি খিলাফতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় কে? (জ্ঞান)  
 ১) আল মামুন ২) আমিন  
 ৩) হাবুন ৪) আল হাদি
২৪৬. আরবীয় 'জোয়ান অব আক' নামে পরিচিত নিচের কোন ব্যক্তি? (জ্ঞান) [অঙ্গী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী; সরকারি বাহ্যিক কলেজ, ঢাকা]  
 ১) মুসুজান ২) ওয়াজিয়া  
 ৩) সায়লা ৪) খায়জুয়ান
২৪৭. নহর-ই-ভুবাইদা কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)  
 ১) মস্তায় ২) মদিনায়  
 ৩) বাগদাদে ৪) সিরিয়ায়
২৪৮. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? (জ্ঞান)  
 ১) খালিদ বার্মাক ২) ইয়াহইয়া  
 ৩) ফজল ৪) জাফর
২৪৯. বার্মাকিরা কোন অঞ্চলের অধিবাসী? (জ্ঞান) [বি. এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]  
 ১) আফগানিস্তান ২) খোরাসান  
 ৩) ইরান ৪) তাবরিজ্বান
২৫০. আমিনের উজির ছিলেন? (জ্ঞান) [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া]  
 ১) ফজল বিন-রাবি  
 ২) হারসামা  
 ৩) আলী বিন ইশা  
 ৪) খালিদ বিন ওয়ালিদ
২৫১. একজন খলিফার শাসনামলকে ইসলামের ইতিহাসে বর্ণযুগ বলা হয়। উক্ত খলিফা নিচের কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে? (প্রয়োগ) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]  
 ১) আল-মনসুর ২) আল-মামুন  
 ৩) হাবুন অর রশিদ ৪) আল-মুসতাসিম
২৫২. বুলকাওয়া কাঁসের নাম? (জ্ঞান)  
 ১) একটি রাজপ্রাসাদের  
 ২) একটি প্রদেশের  
 ৩) একটি নদীর ৪) একটি স্থাপনার
২৫৩. জাঠৱা কোন অঞ্চলের বিদ্রোহী? (জ্ঞান)  
 ১) ইরাকের ২) ইরানের  
 ৩) সিরিয়ার ৪) ভারতের
২৫৪. 'খোদার চাবুক' উপাধি কার ছিল? (জ্ঞান)  
 ১) হালাকু খান-এর ২) আল মুসতাসিম-এর  
 ৩) তৈমুর লঙ্ঘ-এর ৪) ইবরাহিম লোদী-এর
২৫৫. হালাকু খান বাগদাদ শহর অবরোধ করেছিল কেন? (অনুধাবন)  
 ১) দুর্বল খিলাফতের সুযোগে  
 ২) মুতাসিমের আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতিতে  
 ৩) নিজের প্রেক্ষিত প্রমাণ করার জন্যে  
 ৪) আব্দুরক্ফার জন্যে
২৫৬. 'আল বিমারিজ্বান আলু আজুনী' কী? (জ্ঞান)  
 [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা]  
 ১) একটি বিনোদন কেন্দ্র  
 ২) একটি হাসপাতাল  
 ৩) একটি বিশ্ববিদ্যালয়  
 ৪) একটি মেডিকেল কলেজ
২৫৭. নিজামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন কে? (জ্ঞান)  
 [অঙ্গী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী]  
 ১) মালিক শাহ ২) নিজামুল মূলক  
 ৩) আবুল আকাস ৪) তুঘরিল বেগ
২৫৮. নিজামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময়কাল কোনটি? (জ্ঞান)  
 ১) ১০৬৫ - ৬৭ ২) ১০৬৬ - ৬৮  
 ৩) ১০৬৭ - ৬৯ ৪) ১০৬৮ - ৭০
২৫৯. নিচের কোন ব্যক্তি গুপ্তবাটক সম্পদারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? (জ্ঞান) [অঙ্গী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী]  
 ১) আল ইন্দিস ২) হসান আলী  
 ৩) হসান হাফিজ ৪) হসান সাবাহ
২৬০. কুসেত নামকরণের কারণ কোনটি? (অনুধাবন)  
 ১) সালাহউদ্দিন কর্তৃক দেয়া নাম  
 ২) মুসলিমানদের এ নাম ঘোষণা  
 ৩) ক্রিস্টানদের বুকে কুশ খোলানো ছিল বলে  
 ৪) ঐতিহাসিকরা এ নাম দিয়েছিল বলে
২৬১. সালাহউদ্দিন কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন? (জ্ঞান)  
 ১) দামেস্ক ২) বাগদাদে  
 ৩) কায়রোতে ৪) তেহরানে
২৬২. আমলুকদের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)  
 ১) সিরিয়ায় ২) লেবাননে  
 ৩) বাগদাদে ৪) কায়রোতে
২৬৩. দিওয়ান আল খারাজ কোনটি? (জ্ঞান)  
 ১) রাজস্ব বিভাগ ২) সামরিক বিভাগ  
 ৩) পত্র বিভাগ ৪) ডাক বিভাগ
২৬৪. আকাসি আমলে প্রশাসনিক বিভাজন তৈরি করা ঘরেছিল কেন? (অনুধাবন)  
 ১) গৃহযুদ্ধের কারণে  
 ২) প্রশাসনিক শৃঙ্খলার জন্যে  
 ৩) খলিফার প্রাধান্য রক্ষার জন্যে  
 ৪) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে
২৬৫. কিতাব আল-মানাজির কে লেখেন? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা]  
 ১) আল-মামুন ২) আল-হাকাম  
 ৩) আল-মনসুর ৪) হাবুন-অর-রশিদ

২৬৬. আল-খাওয়ারিজমী ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? (অনুধাবন) [সরকারি আজিঞ্জুল হক কলেজ, রংপুর]  
 ① জ্যামিতির সূত্র আবিষ্কারের জন্য  
 ② বীজগণিতের সূত্র আবিষ্কারের জন্য  
 ③ ত্রিকোণমিতি লিপিবদ্ধের জন্য  
 ④ পরিমিতি লিপিবদ্ধের জন্য
২৬৭. 'কিতাব উল মুসিকি আল কবির'-এর বিষয়বস্তুর সাথে কোনটি জড়িত? (অনুধাবন)  
 ① ইতিহাস      ② চিকিৎসাবিজ্ঞান  
 ③ ভূগোল শাস্ত্র      ④ সঙ্গীত
২৬৮. আক্রাসিয়া প্রথম কোন অঞ্চল দখল করে? (জ্ঞান)  
 ① বাগদাদ      ② মদিনা  
 ③ মক্কা      ④ মার্ক
২৬৯. ছিটীয় মারওয়ানের প্রাজায়ের ফলাফল কোনটি? (অনুধাবন)  
 ① মক্কা-মদিনার প্রভাব দ্রুস  
 ② ফাতেমি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর  
 ③ স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের সূচনা  
 ④ আক্রাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা
২৭০. ধর্মপরায়ণতার জন্যে কোন উমাইয়া শাসকের কবর আক্রাসিদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল? (জ্ঞান)  
 ① মুয়াবিয়া      ② ইয়াজিদ  
 ③ মারওয়ান      ④ ছিটীয় উমর
২৭১. আস সাক্ফাহ কুফা থেকে রাজধানী স্থানস্থর করেছিলেন কোথায়? (জ্ঞান)  
 ① মদিনায়      ② আল-আনবারে  
 ③ মক্কায়      ④ দামেস্ক
২৭২. আল মনসুর 'কুরাইশদের বাজপাহি' বলে অভিহিত করেছিলেন কাকে? (জ্ঞান)  
 ① প্রথম হাকামকে  
 ② আল শুয়ালিদকে  
 ③ আল মাহদিকে  
 ④ প্রথম আবদুর রহমানকে
২৭৩. আল মনসুর কেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে ধর্মীয় নেতৃত্বের সংযোগ সাধন করেন? (অনুধাবন)  
 ① ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের রোধানসে না পড়ার জন্য  
 ② ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হাতে রাজ্য হারানোর ভয়ে  
 ③ রাজনৈতিক নেতাদের বিদ্রোহের ভয়ে  
 ④ ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার্থে
২৭৪. 'আল জাফরি' প্রাসাদ নির্মাণ করেন কারা? (জ্ঞান)  
 ① উমাইয়ারা      ② আক্রাসিয়া  
 ③ ফাতেমিয়া      ④ বার্মাকিরা
২৭৫. 'মুসলিম ভূগোলের জনক' বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
২৭৬. আল বিরুনীকে ① আল ইয়াকুবীকে  
 (অনুধাবন) [সরকারি আজিঞ্জুল হক কলেজ, রংপুর]  
 ② আল কিন্দিকে ③ ইবনে বতুতাকে
২৭৭. আক্রাসি যুগকে মুসলিম খিলাফতের বর্ণযুগ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)  
 ① রাজ্য বিস্তারের জন্যে  
 ② অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে  
 ③ আন-বিজানের উন্নয়নের জন্যে  
 ④ প্রশাসনিক খিলাসিতার জন্যে
২৭৮. মনসুর সাহেব এলাকায় কিছুলোক একজন মানুষের পূজা শুরু করলে তিনি তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করেন। এই ঘটনাটির সাথে সামজস্যপূর্ণ— (প্রয়োগ)  
 i. রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়  
 ii. আল মনসুর      iii. আল মাহদি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① i ও ii      ② i ও iii  
 ③ ii ও iii      ④ i, ii ও iii
- অনুজ্জেস্টি পঠে ২৭৮ ও ২৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 জন্মুরুল হক সাহেব তার সম্পত্তি তিন পুত্রের মাঝে ভাগ করে দেন। তিনি সন্তানদের সংঘর্ষ না চাইলেও উত্তরাধিকার নিয়েই সংঘর্ষ বাঁধে। বড় দুই পুত্রের মাঝে রক্তাঙ্গ লড়াই বেঁধে যায়।
২৭৯. জন্মুরুল হক সাহেবের সাথে কোন-আক্রাসি খণ্ডিকার মিল আছে? (প্রয়োগ)  
 ① মনসুর      ② হাদি  
 ③ মাহদি      ④ হারুন
২৮০. জন্মুরুল হক সাহেবের পুত্রদের খন্দ মনে করিয়ে দেয়— (উত্তর দক্ষতা)  
 i. মামুনের কথা  
 ii. আমিনের কথা  
 iii. আল কাইমের কথা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① i ও ii      ② i ও iii  
 ③ ii ও iii      ④ i, ii ও iii
- অনুজ্জেস্টি পঠে ২৮০ ও ২৮১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 আকিব প্রতিদিন টিভিতে সংবাদ দেখতে বসলে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে সংঘর্ষ দেখে। একই স্থান নিয়ে মুসলমান ও ইহুদিদের মাঝে ছন্দ। এই সংঘাত মনে হয় যেন কখনই শেষ হওয়ার নয়।
২৮১. অনুজ্জেস্টি উপরিষিত অঞ্চলটি কোন যুদ্ধের কারণ? (প্রয়োগ)  
 ① বদর      ② উত্তুদ  
 ③ আবের      ④ কুসেড
২৮২. অনুজ্জেস্টি উপরিষিত অঞ্চলটি— (উত্তর দক্ষতা)  
 i. মুসলমানদের নিকট পরিত্র  
 ii. প্রিষ্টানদের নিকট পরিত্র  
 iii. ইহুদিদের নিকট পরিত্র  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① i ও ii      ② ii ও iii  
 ③ i ও iii      ④ i, ii ও iii